কুরআন-হাদিসের আলোকে
কেয়ামতের ছোট বড় নিদর্শন-সম্বলিত
প্রথম সচিত্র গ্রন্থ
মহা প্রলয়
মূল ও বিন্যাস
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আরিফী
অনুবাদ
উমাইর লুৎফর রহমান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

أما بعد:

সম্প্রতি বিষয়গুলো নিয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন লাইব্রেরী এবং প্রসিদ্ধ ওয়েবসাইটগুলোতে কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত বাণীগুলো নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা ও ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে প্রচুর উপকথা প্রচারিত হচ্ছে।

মুসলমানদের সামাজিক পরিস্থিতি যতই দুরবস্থার দিকে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ ততই উত্তরণের পথ খোঁজতে মনোনিবেশ করছে। এর-ই ফলে কখনো -"ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হয়ে গেছে। -কখনো ইহুদী-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বহুল প্রতীক্ষিত বৃহত্তম যুদ্ধ কাছিয়ে গেছে। আবার কখনো -"প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে বড় ধরনের ভূমিধ্বস ঘটেছে ইত্যাদি... শুনা যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে আফ্রিকায় ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম -ঈসা বিন মারয়াম আ. পৃথিবীতে আগমন করেছেন বলে সে দাবী করছে!!

ফিরে এসেই কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস নিঃসৃত -কেয়ামতের নিদর্শন সম্বলিত বাণীগুলোকে একত্রিত করতে মনস্থ করলাম। আল্লাহর রহমতে শেষ পর্যন্ত তা আপনাদের হাতে।

পাঠক এবং যারাই আমাকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন, সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তন্মধ্যে যাদের নাম না বললেই নয়- ড. সালমান বিন ফাহদ আলআউদা, ড. আব্দুল আজীজ আলি লতীফ, শেখ আব্দুল আজীজ তারীফী অন্যতম।

আল্লাহর কাছে দোয়া, উম্মতের প্রয়োজনে গ্রন্থটি তিনি কবুল করেন। পরকালে তা আমাদের সকলের নাজাতের অছিলা বানান... আমীন...!!

ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরীফী
প্রভাষক,
আক্বীদা ও দ্বীন বিভাগ, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব।
সদস্য,
আন্তর্জাতিক ইসলামী উচ্চতর দাওয়াহ বিভাগ।
মুহাররাম ১৪৩১ হিঃ/জানুয়ারি ২০১০ ইং
www.arefe.com

সূচী গ্রন্থের শেষে দ্রষ্টব্য

কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে

আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ যত কথা বলে, যত কাজ করে, সবের পেছনেই নির্দিষ্ট একটা ফলাফল বা লাভ আশা করে। কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে আলোচনা-গবেষণা এবং এ বিষয়ে অবগত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে আমরা কি লাভ আশা করতে পারি!!? নাকি তা শুধু সাধারণ জ্ঞান-ভাণ্ডারে যৎসামান্য সংযোজন বৈ কিছু নয়!!

উত্তরঃ

কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর বিবরণ কোরআন-হাদিসের পাতায় পাতায় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর জ্ঞান থাকলে সবার জীবনে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত হবেঃ

১ অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ়করণ, যা ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের অন্যতম। আল্লাহ পাক বলেন- "আর যারা অদৃশ্যের বিষয়াবলীতে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নামায কায়েম করবে..." *(সূরা বাকারা)*

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট, যতক্ষণ না তারা -"আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নেই- সাক্ষ্য প্রদান করে, আমার এবং আমার আনিত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা যদি তা মেনে নেয়, তবে নিজেদের রক্ত ও আসবাবকে তারা নিরাপদ করে নিল। তবে বিশেষ কোন বিধানে নিরাপত্তা ব্যাহত হতে পারে, আল্লাহর দরবারেই সে এর হিসাব দেবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

অদৃশ্যের প্রতি ঈমান বলতে -আল্লাহ পাক ও তাঁর নবী কর্তৃক যত বিষয় বর্ণিত হয়েছে, পরস্পর বর্ণনা-সূত্রে তা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, -এসবই আমরা মহাসত্য বলে বিশ্বাস করব, পূর্ণ সত্যায়ন করব।

অদৃশ্য বিষয়াদির মধ্যে -কেয়ামতের নিদর্শনাবলী অন্যতম। যেমন, দাজ্জাল আবির্ভাব, মরিয়ম-তনয় ঈসা আ.-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন, ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব, অদ্ভুত প্রাণীর আত্মপ্রকাশ, পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়.. -এরকম আরো যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনা-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

২ কেয়ামতের নিদর্শনাবলী জ্ঞানে মুসলমানদের জন্য নিম্নোক্ত কল্যাণসমূহ অর্জিত হবে ইনশাল্লাহ..!!

- নিজেকে আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত-করণে বিপুল উৎসাহ পাবে।
- বিচার দিবসের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করবে।
- বিস্মৃত ব্যক্তিদেরকে সতর্ক ও তড়িৎ তওবার তাগিদ দেবে।

কেয়ামতের নিদর্শনাবলী জেনে -নবী করীম সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম তাই করেছিলেন। সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম)-এ বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. হঠাৎ রাতে জেগে উঠে বলতে লাগলেনঃ ধিক আরব্য জাতির! তাদের অকল্যাণ কাছিয়ে গেছে। ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে...।" অন্য বর্ণনায় -"ঘরণীদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দাও! জেনে রেখো! দুনিয়ার জীবনে বহু বিলাসী রমণী আখেরাতে নগ্ন-উলঙ্গ থাকবে।"

৩ এর উপর অনেক শরয়ী বিধি-বিধান নির্ভরশীল।

দাজ্জাল আবির্ভাবের প্রথম দিন এক বৎসর, দ্বিতীয় দিন এক মাস, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের ন্যায় দীর্ঘ হবে। হাদিসটি শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম এ অস্বাভাবিক দিনগুলোতে নামায পড়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ -হে আল্লাহর রাসূল! দীর্ঘ এই দিনগুলোতে একদিনের নামায কি যথেষ্ট হবে?! নবীজী বলেছিলেনঃ না! তখন নামাযের জন্য তোমরা সময় ঠিক করে নিও! (অর্থাৎ দীর্ঘ এক বৎসরের দিনে পূর্ণ এক বৎসরের নামায-ই আদায় করতে হবে। তবে এর জন্য সূচী ঠিক করে নেয়া আমাদের দায়িত্ব)।

রাত এবং দিন একসাথে চলতে থাকে -এমন দেশে নামায আদায়ের বিধানটি এখান থেকেই আমরা আবিষ্কার করলাম।

৪ কেয়ামতের নিদর্শনাবলী বর্ণনায় নবীজীর সততা-র পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। কারণ, অদৃশ্যের বিষয়াবলী নিয়ে কথা বলা -কোন ধারণা-প্রসূত বা

খেয়ালী-পনা বিষয় নয়। এতেই তাঁর সততা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নবী হওয়ার বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়েছে। কারণ, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই জানেন। আল্লাহ পাক বলেন- "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না –তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" *(সূরা জ্বীন-২৬)*

৫ কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর জ্ঞান থাকলেই -শরয়ী বিষয়ে আমরা নিরেট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে সবিস্তার বিশ্লেষণ, দাজ্জালের চোখের বিবরণ, দাজ্জালের কপালের বিবরণ, দাজ্জালের আনিত অলৌকিক বিষয়াবলীর বিবরণ। দেখা মাত্রই ফেতনায় না পড়ে প্রকৃত পরিচয়ের জ্ঞান... ইত্যাদি, জানতে পারব।

৬ আকস্মিক কোন কিছুর সম্মুখীন হওয়ার আগেই ভবিষ্যতে সংঘটিত বিষয়াবলীর জন্য মানসিক প্রস্তুতি।

৭ মুসলমানদের জন্য প্রত্যাশা-র দ্বার উন্মোচন। কারণ, কেয়ামতের সন্নিকটে ইহুদ-খৃষ্ট ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে ইসলাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে।

৮ জনমনে ভবিষ্যতের বিষয়াবলী নিয়ে কৌতূহলের চির-সমাপ্তি। ইসলাম একদিকে সকল মিথ্যাবাদী, অপপ্রচারক, জ্যোতিষী এবং গণক-দাজ্জালদের দোয়ার বন্ধ করেছে, অপরদিকে ভবিষ্যতের বিষয়াবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করে সংশয়ের শঙ্কা চিরতরে নিঃশেষ করেছে।

৯ কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস -মুসলমানদের ঈমানকে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করতে থাকে। কারণ, নিদর্শনাবলী একের পর এক ঘটতে থাকা ইসলাম ধর্ম চিরন্তন সত্য হওয়া প্রমাণ করে।

কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে

গবেষণা-র কতিপয় মূলনীতি

পূর্ব ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করে গেছেন, অজস্র গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এখন পর্যন্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন নতুন তথ্য বের হয়ে আসছে। রেডিও টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মত প্রচার মাধ্যমে সময়ে সময়ে এ নিয়ে আলোচনা-গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়- কতিপয় নামধারী আলেম এ বিষয়ে ভুল ও সংশয়যুক্ত তথ্য প্রচার করছেন বলে শুনা যাচ্ছে।

শুরুতেই তাই আমরা কেয়ামতের আলামত নিয়ে গবেষণার কতিপয় মূলনীতি তুলে ধরছিঃ

■ একমাত্র কোরআন-হাদিসকেই প্রমাণ স্বরূপ বেছে নিতে হবে।

কারণ, এ জাতিয় সকল কিছুই অদৃশ্য বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক বলেন- “বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।” *(সূরা নামল-৬৫)*

অন্যত্র বলেন- “তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না –তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।” *(সূরা জ্বীন-২৬)*

একমাত্র দ্বীনী কল্যাণেই আল্লাহ পাক অদৃশ্যের কিছু জ্ঞান তাঁর প্রিয় নবীকে জানিয়েছিলেন। তন্মধ্যে কেয়ামতের নিদর্শনাবলী অন্যতম।

সুতরাং ইসরায়েলী বিকৃত বর্ণনা বা কোন স্বপ্নের উপর নির্ভর করে কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর ব্যাখ্যা দেয়া বা কোন ঐশী প্রমাণ ব্যতীত রাজনৈতিক

দুর্ঘটনাসমূহকে কেয়ামত ঘনিয়ে আসার আলামত মনে করা একেবারেই সঠিক নয়।

পাশাপাশি প্রামাণ্য হাদিসটিও বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হতে হবে -সরাসরি নবী করীম সা. থেকে হোক বা তাঁর কোন সাহাবী থেকে।

বর্তমানে বিষয়টিকে উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক সফলতা লাভের উপকরণ বানিয়ে নেয়া হয়েছে। দুর্বল ও দুর্লভ আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের অপচেষ্টা চলছে। তুর্কী ইস্তাম্বুলের -দারুল কুতুব আল ইসলামিয়া- লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় শতাব্দীর একটি হস্তলিখিত গ্রন্থে এমন-ই এক দুর্লভ বর্ণনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিলঃ

আবূ হুরায়রা, ইবনে আব্বাস এবং আলী বিন আবি তালিব রা. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায়- আবূ হুরায়রা হাদিসটি বর্ণনা করতে ভয় পাচ্ছিলেন, কিন্তু মৃত্যু-র কিছু পূর্বে -"জ্ঞান গোপন-"এর ভয়ে উপস্থিত লোকদের কাছে হাদিসটি বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেনঃ শেষ জমানায় যে সকল মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে -সে সম্পর্কে আমি ভাল করেই জানি। লোকেরা বললঃ আপনি বলুন, ভয়ের কিছু নেই, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। তিনি বলতে লাগলেনঃ ১৩০৫ বা ১৩০৬ হিজরী সনে -নাসের নামে এক ব্যক্তি মিসরের শাসনকর্তা হবে। লোকেরা তাকে আরব্য-বীর বলে সম্বোধন করবে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে বিভিন্ন যুদ্ধে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। কস্মিনকালে-ও সে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। অবশেষে আল্লাহ সর্বোত্তম মাসে মিসর তার করায়ত্তে দিবেন। অতঃপর মিসর অধিবাসী -"সাদা যার পিতা -আনোয়ার-" সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আক্রান্ত শহরের বিনিময়ে মসজিদে আকসা হরণকারীদের সাথে সে চুক্তিবদ্ধ হবে।

তখন শামের ইরাকে এক অহংকারী প্রতাপী ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, সে-ই সুফয়ানী। এক চোখে কিছু ত্রুটি থাকবে। নাম হবে সাদ্দাম। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি সে সংঘাত-পরায়ণ হবে। পুরো বিশ্ব তার বিরুদ্ধে -কুতে- (কুয়েতে) একত্রিত হবে। বীর-দর্পে সেখানে সে প্রবেশ করবে। ইসলাম ছাড়া সুফিয়ানীর মধ্যে কোন কল্যাণ থাকবে না। ভালমন্দের সংমিশ্রণ থাকবে তার স্বভাবে। -মাহদী-র বিশ্বাসঘাতকের প্রতি আল্লাহর শত অভিশাপ...।

১৪০২ বা ১৪০৩ হিজরী সনে প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে।

গোটা বিশ্বের সাথে তিনি যুদ্ধ করবেন। তাঁর বিরুদ্ধে সকল ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুনাফিক জেরুজালেমের (বায়তুল মাকদিস) মাজদূন পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হয়ে যাবে। ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে পৃথিবীর নিকৃষ্ট ব্যভিচারিণী বের হবে, যার নাম আমেরিকা। বিশ্ব তখন ভ্রষ্টতা এবং কুফুরীর অতল গহবরে নিমজ্জিত থাকবে। ইহুদী সম্প্রদায় তখন বিশ্বের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন থাকবে। জেরুজালেম এবং পবিত্র ভূমি তাদের দখলে থাকবে। সকল দেশ-ই তখন সমুদ্র এবং আকাশপথে (আগ্রাসনে) আসবে। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও প্রচণ্ড গরমের দু-টি দেশ তাদের অধিকারে থাকবে না। ইমাম মাহদী দেখবেন- সারাবিশ্ব ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আল্লাহ পাক-ও কৌশল অবলম্বন করবেন। ইমাম মাহদীর বিশ্বাস থাকবে- বিশ্বের সকল কিছু-ই আল্লাহর। আল্লাহর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক মাহদীর বাহিনীকে সাহায্য করবেন। কাফেরদের উপর আকাশ ও ভূমিকে সংকীর্ণ করে দেবেন। সেদিন বিশ্ব প্রতিটি কাফেরকে ধিক্কার জানাবে। এভাবেই আল্লাহ পাক কুফুরীকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

এ ধরনের দুর্বল, দুর্লভ এবং অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা -প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে।

■ নির্ভরযোগ্য ও সু-প্রসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত-ই এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে।

কারো অন্তরে যদি এ ব্যাপারে কিছু উদয় হয়, তবে অন্যকে জানানোর পূর্বে নির্ভরযোগ্য কোন আলেমের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী মনে করতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন- "অতএব তোমরা যদি না জান তবে যারা স্মরণ রাখে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর!" *(সূরা আম্বিয়া-৭)*

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন- "আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সে-সব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত!" *(সূরা নিসা-৮৩)*

কেয়ামতের নিদর্শন চিহ্নিতকরণে এটাই ছিল পূর্ববর্তীদের মূলনীতি। আবূ তুফায়েল রা. বলেন- "একদা আমি কূফায় ছিলাম। সংবাদ এলো- দাজ্জাল

আত্মপ্রকাশ করেছে। আমি তখন দ্রুত হুযায়ফা রা.-এর কাছে এসে বিষয়টি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, চুপ করে এখানে বস! ততক্ষণে কূফার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এসে একই সংবাদ শুনাল। হুযায়ফা রা. তাকেও চুপ করে বসতে বললেন। ঠিক তখন-ই ঘোষণা ভেসে এলো- "সংবাদটি মিথ্যা!" আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম- হে আবু ছুরাইহা! অবশ্যই আপনি -গুরুত্বপূর্ণ কিছু শুনাবেন বলেই আমাদের বসিয়েছেন। বলুন! তিনি বলতে লাগলেন- দাজ্জাল এখন-ই যদি আত্মপ্রকাশ করে, তবে শিশুরা-ই তাকে পাথর মেরে হত্যা করে দেবে। অবশ্যই দাজ্জাল -মারামারি হানাহানি, দ্বীন নিয়ে অবহেলা এবং হত্যা-রাহাজানি-র কালে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রতিটি শহর-বন্দরে সে উপস্থিত হবে। ছাগলের চামড়ার মত পুরো বিশ্বকে সে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবে।-" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

■ জন-সাধারণের বিবেক বুঝে হাদিস বর্ণনা করা।

কতিপয় প্রবক্তা কেয়ামতের নিদর্শনাবলী নিয়ে সর্বসাধারণের সামনে বিশদ আলোচনা শুরু করে দেয়, যা অনেক সময় মানুষের বিবেক -বুঝে কুলিয়ে উঠতে পারে না। জানলেই যে বলতে হবে -এমন তো কোন কথা নেই। সঠিক হলেই যে প্রচারাভিযানে নেমে যাবে -বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হয়ত বিবেক অনেক সময় অপারগ হয়ে যায় বা স্থানভেদে প্রচার করলে ফেতনার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আলী রা. বলেন- "মানুষ যা ভাল মনে করে (যা তাদের জন্য সহজবোধ্য হয়), তাই তাদের কাছে বর্ণনা কর। অন্যথায় -তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যারোপ করুক তোমরা কি তা চাও..?!" *(বুখারী)*

ইবনে মাসঊদ রা. বলেন- "বিবেক-বিরোদ্ধ কোন কথা প্রকাশ করলেই সাধারণের মাঝে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে। (অতএব তোমরা তা করো না।)" *(মুসলিম)*

কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত ঘটনাগুলোকে

যেভাবে বাস্তবের সাথে মেলাবো

বিগত এবং সম্প্রতি-কালে কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত বাণীগুলোকে জোরপূর্বক প্রেক্ষাপটের সাথে মেলানোর অপচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা গেছে। যার সরল নমুনা সবেমাত্র আমরা পড়ে এলাম। মূল বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এ বিষয়ে তাই কতিপয় মূলনীতি স্মরণ না করালেই নয়ঃ

■ প্রথম মূলনীতিঃ আবশ্যকীয় নয় যে, কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত বাণীকে টেনে এনে বাস্তবের সাথে মেলাতে হবে।

মানুষ তার সামনে পিছনে যা কিছু-ই প্রত্যক্ষ করে, ছোট হলেও সেটাকে-ই সে বড় মনে করে বসে। যদিও পেছনে এর চেয়ে-ও বড় ঘটনা গত হয়েছে। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ যথেষ্ট পরিপক্বতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, হযরত উমর রা. -নবী করীম সা.-এর সামনে শপথ করে বলতেন যে, ইবনে সাইয়াদ-ই প্রকৃত দাজ্জাল। নবী করীম সা. তার মন্তব্য খণ্ডন করেননি।

এ ক্ষেত্রে কোন জ্ঞানীর ইজতেহাদ যদি মুসলিম জনসাধারণের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব-বোধ ছিন্নকরণে উস্কিয়ে দেয় অথবা এর পেছনে কোন শরয়ী ব্যাখ্যা থাকে, যা অধিকতর ব্যাখ্যার দাবী রাখে, তবে সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানুষকে তা প্রচার থেকে বিরত রাখতে হবে।

কতিপয় গবেষক কেয়ামতের নিদর্শন-সম্বলিত বাণীগুলোকে অতীত-বর্তমানের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করছেন। একটি বিশুদ্ধ হাদিসে আপনি পড়ে থাকবেন যে -“অচিরেই এমন সময় আসবে যখন ইরাক-বাসীর কাছে টাকা-পয়সা ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে-” *(মুসলিম)*। হাদিসটির ব্যাখ্যায় অনেকে বলে

থাকেন যে, ১৪১০ হিজরী (১৯৯০ সনে) আমেরিকার (অনারব) পক্ষ থেকে ইরাকের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ-কালে এর বাস্তবায়ন ঘটেছে। সুতরাং এটাই কেয়ামত ঘনিয়ে আসার বড় আলামত-।

ব্যাখ্যাটি যদিও ফেলে দেয়ার মত নয়; অনেকাংশে তা সে সম্ভাবনার-ই দাবী রাখে, তবু-ও জোরপূর্বক টেনে এনে প্রচণ্ড দৃঢ়তার সাথে কোন ঘটনাকে চিহ্নিত করে দেয়া -জ্ঞানীর পরিচয় নয়।

এথেকে-ও বড় আশ্চর্যের বিষয়- যা বিশিষ্ট জ্ঞানীদের বরাতে প্রচারিত হয়েছে যে, দুনিয়ার অবশিষ্ট আয়ু হচ্ছে ৯০০ বছর। আবার কেউ কেউ বলেছেন- ১০০০ বছর। কতিপয় হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা উক্ত মতামত পেশ করেছেন, যাদের মধ্যে ইমাম সুয়ূতী এবং ইমাম সাখাভী রহ. অন্যতম।

যাইহোক, শরয়ী কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া দৃঢ়ভাবে কোনক্রমেই বলা ঠিক নয় যে, ঘটনাটি অমুক সময়ে ঘটেছে। ইমাম মাহদীর সুসংবাদ-সম্বলিত হাদিসগুলোকে-ও অনেকেই নির্ধারিত কিছু ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে প্রচার করেছেন যে, অমুক ব্যক্তি-ই ইমাম মাহদী ছিল এবং তার সময়ে অমুক অমুক ফেতনা প্রকাশ হয়েছিল, রক্তপাত ঘটেছিল...ইত্যাদি!!

অপপ্রচারের নমুনাঃ

"আছরারে ছাআ-" গ্রন্থকার (ফাহাদ ছালেম) লিখেছেন- "ইমাম মাহদী প্রকাশের পূর্বে -দাজ্জাল ইরানের শাসনকার্য পরিচালনা করবে। এর পরক্ষণেই লেখেন, আয়াতুল্লাহ যরবাতশুফ-খ্যাত মুহাম্মাদ খাতামী-ই হচ্ছে সেই দাজ্জাল।-"

'মাছীহুদ্দাজ্জাল-' গ্রন্থকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন যে, ইরাকের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেইন হচ্ছে ইমাম মাহদী।

আমিন মুহাম্মদ জামাল- স্বীয় গ্রন্থ -হারমাজিদ্দূন-এ সাদ্দাম হুসেইন-কে হাদিসে উল্লেখিত সূফিয়ানী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অপর -'আশরাতুছ ছাআ ওয়া হুজূমুল গারব-' গ্রন্থকার জর্ডানের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মালেক হুসেইনকে সূফিয়ানী বলে ব্যক্ত করেছেন।

এ সব-ই ব্যক্তিগত মতামত মাত্র। কোনক্রমেই দৃঢ়তার সাথে এগুলোর প্রচার উচিত নয়। তবে যদি কোন ঘটনা হাদিসে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে হুবহু মিলে যায়, সংশয়ের অবকাশ না থাকে, দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে

যায় তবে হাদিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা প্রচার করা যেতে পারে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে এর চেয়ে-ও বড় ঘটনা ঘটতে পারে, যা হাদিসের অর্থের সাথে আরো বেশি খাপ খেয়ে যাবে, আরো বেশি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে।

এর কিছু নমুনাঃ

১ মুসলিম শরীফের একটি হাদিস। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের হত্যা ঘটনায় -মাতা আসমা বিনতে আবি বকর রা. -হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সামনে বলেছিলেন- "অবশ্যই নবী করীম সা. আমাদেরকে সাকীফ গোত্রে একজন মিথ্যুক এবং একজন খুনি-র আবির্ভাব হবে বলে জানিয়েছেন। মিথ্যুককে তো ইতিপূর্বেই চিনেছিলাম। খুনি-কেও আজ চিনে নিলাম। একথা শুনার পর হাজ্জাজ কোন বাড়াবাড়ি না করে উঠে চলে গিয়েছিল। (উল্লেখ্য- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-ই আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.কে হত্যা করেছিল)

ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন- "উপরোক্ত হাদিসে হযরত আসমা রা. মিথ্যুক বলতে মুখতার বিন আবি উবাইদ সাকাফীকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। সে ছিল প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী। জিবরাইল আ. তার কাছে ওহী নিয়ে আসেন বলে সে দাবী করত। উলামাদের ঐক্যমত্যে এখানে মিথ্যুক বলতে -মুখতার বিন আবি উবাইদ এবং খুনি বলতে -হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উদ্দেশ্য।" (আল্লাহই ভাল জানেন)

২ মুসলিম শরীফের আরেকটি বর্ণনা। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যাবত না হেজায ভূমি থেকে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ হবে, যার আলোতে সুদূর বছরায় (ইরাকের) উষ্ট্রীর স্কন্ধ আলোকিত হয়ে উঠবে।"

ঘটনাটি বহু-পূর্বে ঘটে গেছে। তিন মাস পর্যন্ত আগুনটি অবিরাম জ্বলছিল। মদিনায় সেই আগুনের আলোতে মহিলারা নৈশ-গল্পের আসর জমাত।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে গিয়ে আবূ শামা বলেন- "৬৫৪ হিজরী সনের ৩ জুমাদাল উখরা বুধবার দিবাগত রাতে মদিনার দিক থেকে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড ভড়কে উঠে। তিনদিন পর্যন্ত মদিনায় খানিক পর পর ভূমিকম্প অনুভূত হতে থাকে। এর পরক্ষণে -হাররা- প্রান্তরে বনূ কুরায়যা-র সন্নিকটে আরো একটি বিশাল অগ্নির সূত্রপাত ঘটে, যার আলোতে রাত্রিকালেও মদিনার সমস্ত অলিগলি

আলোকিত থাকত। দেখে মনে হচ্ছিল- আগুনের এক বিশাল শহর মদিনার প্রান্ত-সীমায় এসে দাড়িয়েছে।”

ইমাম নববী রহ. বলেন-“৬৫৪ হিজরীতে মদিনার পূর্বদিকে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত।”

ইবনে হাজার রহ. বলেন- “হাদিসে উল্লেখিত আগুন বলতে ৬৫৪ হিজরী সনে প্রকাশিত সেই আগুন-ই উদ্দেশ্য। ইমাম কুরতুবী রহ.-র মত আমার-ও একই মতামত।”

৩ ইমাম আহমদ রহ. -আবূ হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন- নবী করীম সা. বলেছেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফেতনাসমূহ প্রকাশ পাবে, মিথ্যা অধিক ও ব্যাপক হয়ে যাবে, দোকানপাট (মার্কেট) কাছাকাছি হয়ে যাবে, সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে এবং প্রচুর সংঘাত সৃষ্টি হবে। জিজ্ঞেস করা হল- সংঘাত কি? বললেন- “হত্যাযজ্ঞ।”

ফাতহুল বারী-র ব্যাখ্যায় মন্তব্য করতে গিয়ে বিন বায রহ. লিখেন- “গণমাধ্যম, অত্যাধুনিক যাতায়াত-ব্যবস্থা এবং বিমান আবিষ্কারের ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পারাপার সহজ হয়ে গেছে। এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে এখন আর দীর্ঘ সময়ের দরকার হয় না। হাদিসে উল্লেখিত -‘দোকানপাট কাছাকাছি হয়ে যাবে-র ব্যাখ্যা এভাবেই করা যেতে পারে।”

▪ দ্বিতীয় মূলনীতিঃ কেয়ামতের অতি সন্নিকটে-ই ঘটতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। কারণ, কেয়ামতের অনেক নিদর্শন বহু আগেই ঘটে অতিবাহিত হয়ে গেছে।

কেয়ামতের নিদর্শন বলতে ঐ সকল আলামত উদ্দেশ্য, যা মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। চায় সেসকল নিদর্শন কেয়ামতের খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটুক বা বহুকাল পূর্বে ঘটুক..!!

উদাহরণস্বরূপঃ নবী করীম সা. বলেছেন- “আমার এবং কেয়ামতের মাঝে -দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্বল্প ফাকা জায়গার ন্যায় ব্যবধান।” (বুখারী-মুসলিম)

বুঝা গেল- নবী করীম সা.-এর আবির্ভাব এবং তাঁর মৃত্যু -কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন। তাহলে নবীজীর মৃত্যুর পর যে সকল ঘটনা ঘটবে

-দূরে হোক আর কাছে হোক- সব-ই কেয়ামতের নিদর্শন বলে গণ্য হবে।

সংঘটিত হওয়া না হওয়ার বিবেচনায় কেয়ামতের নিদর্শনাবলীকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারিঃ

- যেগুলো পরিষ্কারভাবে ঘটে গেছে বলে প্রমাণিত। যেমন, নবী করীম সা.এর আবির্ভাব, ইন্তেকাল এবং মিথ্যা নবুওয়াত দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ।
- যেগুলোর সূচনা হয়েছে এবং ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, দোকানপাট কাছাকাছি হয়ে যাওয়া, পুস্তক ও লেখালেখি বেড়ে যাওয়া এবং হানাহানি-খুনাখুনি সীমাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া... ইত্যাদি।
- যেগুলো এখন পর্যন্ত ঘটেনি, অচিরেই ঘটবে। যেমন, অদ্ভুত প্রাণীর আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব ইত্যাদি।

তৃতীয় মূলনীতিঃ কেয়ামতের নিদর্শনাবলীকে বাস্তবের সাথে মেলাতে গিয়ে ভুল ব্যাখ্যার শঙ্কা।

১ স্বল্প-জ্ঞান নিয়ে কথা বলা এবং অদৃশ্যের বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি-র পরিণাম স্মরণ।

কারণ, আপনি যখন দৃঢ়চিত্তে বলবেন যে, অমুক নিদর্শনটি অমুক সালে ঘটেছে, তবে এর পক্ষে আপনার যথাযথ শরয়ী প্রমাণ থাকা আবশ্যক। কোরআন-হাদিসের সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়ে নাক গলানো সম্পূর্ণ অবৈধ ও অনুচিত।

২ বৈধ বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে অবৈধ বিষয়ে মনোনিবেশের আশঙ্কা।

কিছু মানুষ ইমাম মাহদী সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাদি পড়েছে। অতঃপর লেখকের ধার্যকৃত সেই ইমাম মাহদীর প্রতীক্ষায় সে প্রহর গুণতে শুরু করেছে। আবার কেউ কেউ ইমাম মাহদীর পক্ষে বৃহত্তম যুদ্ধে শরীক হতে এখন থেকেই অশ্ব-তরবারি ক্রয় করে রেখে দিয়েছে। কেউ আবার -দাজ্জাল আবির্ভাব কাছিয়ে গেছে ভয়ে বিয়ে শাদী এবং ঘর-বাড়ী নির্মাণের প্ল্যান মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।

৩ কখনো কখনো এ সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি -আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা-রোপের মত জঘন্য বিষয়কে উস্কিয়ে দেয়।

ধরুন- নিশ্চিতভাবে প্রচার করা হল যে, এই লোকটি-ই ইমাম মাহদী। কিছুদিন পর দেখা গেল যে, সে মাহদী নয়। তাহলে ইমাম মাহদী সম্পর্কে হাদিসগুলোকে-ই তো এক কথায় সে অস্বীকার করে বসল।

এ সকল বিষয়ে মুখের চেয়ে চিন্তাশক্তিকে-ই আমাদের বেশি কাজে লাগাতে হবে।

কেয়ামতের নিদর্শনাবলী

মানে কি?

'নিদর্শন'

এমন কিছু বস্তুকে বুঝায়, যা নির্ধারিত বিষয়ের আগমন-সংকেত দেয়। কেয়ামতের নিদর্শন বলতে ঐ সকল সংকেত উদ্দেশ্য, যা কেয়ামত ঘনিয়ে আসার ইঙ্গিত বহন করে।

'কেয়ামত'

ঐ মহাপ্রলয়, যার প্রেক্ষিতে পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে এবং সমস্ত সৃষ্ট-জীব মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে।

আরবীতে কেয়ামতকে -'الساعة-' বলা হয়, যার অর্থ- মুহূর্ত। কারণ, কেয়ামত -মুহূর্তের মধ্যে আপতিত হবে। এক নিনাদে সকল কিছুর প্রাণহানি ঘটবে।

কেয়ামতের নির্দশনাবলীর
প্রকারভেদ

কেয়ামতের নিদর্শন-সমূহ দু-ভাগে বিভক্তঃ

■ প্রথম ভাগঃ ক্ষুদ্রতম নিদর্শন। এটা আবার দুই প্রকারঃ

(ক) দূরবর্তী নিদর্শন।

অর্থাৎ যে সকল নিদর্শন প্রকাশ হয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। কেয়ামত থেকে বহু দূরে হওয়ার দরুন এগুলো ছোট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন,

- শেষ-নবী হযরত মুহাম্মদ সা.এর আবির্ভাব।
- চন্দ্র বিদারণ ঘটনা।
- মদিনায় বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ.. ইত্যাদি।

(খ) মধ্যবর্তী নিদর্শন।

অর্থাৎ যেগুলো প্রকাশ হয়েছে এবং শেষ না হয়ে দিনদিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সংখ্যা অনেক। এগুলো-ও ক্ষুদ্রতম নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন,

- দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম।
- ঘরবাড়ী (বিল্ডিং) সুউচ্চ করতে আরবদের প্রতিযোগিতা।
- প্রায় ত্রিশ-জনের মত মিথ্যা নবুওয়ত দাবীকারী-র আত্মপ্রকাশ.. ইত্যাদি।

■ দ্বিতীয় ভাগঃ বৃহত্তম নিদর্শন।

অর্থাৎ যেগুলো ধারাবাহিক প্রকাশ হলে পরক্ষণে-ই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। এর সংখ্যা প্রায় দশটি।

হযরত হুযায়ফা রা. বলেনঃ আমরা পরস্পর আলাপ-রত ছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে? সবাই বলল- কেয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবীজী বলতে লাগলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করঃ

১ ধোঁয়া (ধূম্র)
২ দাজ্জাল
৩ অদ্ভুত প্রাণী
৪ পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়
৫ মরিয়ম-তনয় ঈসা-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন
৬ ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব

তিনটি ভূমিধ্বস

৭ প্রাচ্যে ভূমিধ্বস
৮ পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস
৯ আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস
১০ সবশেষ ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী বিশাল অগ্নি।” *(মুসলিম)*

অপর বর্ণনা-য় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ, কাবা শরীফ ধ্বংস এবং মানুষের বক্ষ থেকে কুরআনুল কারীম উঠিয়ে নেয়া-র কথাও উল্লেখ হয়েছে।

ক্ষুদ্রতম নিদর্শন সমূহ

■ প্রথম ভাগঃ যেগুলো ঘটে অতিবাহিত হয়ে গেছে-

১ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব
২ নবী মুহাম্মদ সা.এর ইন্তেকাল
৩ চন্দ্র বিদারণ
৪ সাহাবা যুগের অবসান
৫ বায়তুল মাকদিস (জেরুজালেম) বিজয়
৬ ব্যাপক প্রাণহানি (ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক মহামারীতে)
৭ একের পর এক ফেতনার আবির্ভাব
৮ স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আবিষ্কার
৯ মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সিফফীন যুদ্ধের বাস্তব প্রতিফলন
১০ ভ্রষ্ট খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ
১১ মিথ্যা নবুওয়াত দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ
১২ শান্তি, নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতার জয়-জয়কার
১৩ হেজায ভূমিতে বিশাল অগ্নি প্রকাশ
১৪ তুর্কীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ
১৫ চাবুকে আঘাতকারী অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব
১৬ হানাহানি, সংঘাত এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ
১৭ মানুষের হৃদয় থেকে -আমানতদারী তথা বিশ্বস্ততার বিদায়
১৮ পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ
১৯ দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম গ্রহণ
২০ স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপ্রকাশ

২১ সুউচ্চ বাড়িঘর নির্মাণে -নগ্নপদ আরব্য রাখালদের প্রতিযোগিতা
২২ ব্যক্তি-বিশেষে সালাম প্রদান
২৩ বাণিজ্য (বিজনেস) ব্যাপক আকার ধারণ
২৪ স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় স্ত্রীর অংশগ্রহণ
২৫ সারা বাজারে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর প্রভাব
২৬ ব্যাপকহারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান
২৭ ব্যাপকহারে সত্য সাক্ষ্য গোপন
২৮ (দ্বীন সম্পর্কে) মূর্খতা -ব্যাপক আকার ধারণ
২৯ ব্যয়কুণ্ঠতা ও কার্পণ্যতা ব্যাপক আকার ধারণ
৩০ ব্যাপকহারে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করণ
৩১ প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার
৩২ অশ্লীলতা ব্যাপক আকার ধারণ
৩৩ বিশ্বস্তকে বিশ্বাসঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত জ্ঞান
৩৪ মর্যাদাবান ব্যক্তিদের বিলুপ্তি এবং অধীনস্থতা প্রকাশ
৩৫ সম্পদ-অর্জনে হালাল হারাম বিবেচনার বিলুপ্তি
৩৬ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জ্ঞান
৩৭ আমানতের বস্তুকে খরচের বস্তু জ্ঞান
৩৮ যাকাত আদায়কে জরিমানা জ্ঞান
৩৯ আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ
৪০ মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ
৪১ জন্মদাতা পিতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বন্ধু-বান্ধবকে কাছে আনয়ন
৪২ আল্লাহর ঘর মসজিদে উচ্চ-স্বরে হৈ হুল্লোড়
৪৩ গোত্রীয় সম্প্রদায়ে পাপিষ্ঠদের নেতৃত্ব দান
৪৪ জাতির নেতৃত্বে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের আগমন
৪৫ আক্রমণের ভয়ে মানুষকে সম্মান দেখানো
৪৬ মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা বৈধ জ্ঞান
৪৭ রেশমি কাপড়ের ব্যাপক ব্যবহার
৪৮ মদ্যপান হালাল জ্ঞান
৪৯ গান-বাদ্য ও নর্তকীর নৃত্য বৈধ জ্ঞান
৫০ ফেতনার আধিক্যে মানুষের মৃত্যু কামনা

৫১ সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে -এমন কালের আগমন
৫২ মসজিদগুলোকে অধিক সুসজ্জিত করার প্রতিযোগিতা
৫৩ ঘরবাড়ী -ডিজাইন এবং রকমারি কারুকার্য করণ
৫৪ অধিক হারে আকাশ থেকে বজ্র বর্ষণ
৫৫ ব্যাপকহারে লেখালেখি এবং পুস্তক প্রকাশ
৫৬ বাক-জাদুতে সম্পদ উপার্জন এবং চাপাবাজি প্রতিযোগিতা
৫৭ কুরআন ছেড়ে অন্যান্য গ্রন্থাদির প্রচার প্রসার
৫৮ জ্ঞানী এবং দ্বীনের বাহকদের অভাব এবং কুরআন পাঠকের প্রভাব
৫৯ ছোট ও স্বল্প-জ্ঞানীদের কাছে এলেম অন্বেষণ
৬০ আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি
৬১ নির্বোধ লোকদের নেতৃত্ব
৬২ দ্রুত গতিতে সময় পার
৬৩ বড় বিষয়ে নিচু লোকদের বাক-যুদ্ধ
৬৪ দুনিয়ার সবচে সৌভাগ্য শীল ব্যক্তি- লুকা বিন লুকা
৬৫ মসজিদকে -যাতায়াত ও পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহার
৬৬ মোহরের মূল্য-বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস
৬৭ অশ্বের মূল্য-বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস
৬৮ বাজার ও দোকানপাট নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া
৬৯ মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রের একক অবস্থান
৭০ নামাযের ইমামতিতে মুসল্লিদের ধাক্কাধাক্কি।
৭১ মুমিনের সত্য স্বপ্ন
৭২ মিথ্যা ব্যাপক আকার ধারণ
৭৩ পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ
৭৪ ব্যাপকহারে ভূ-কম্পন সৃষ্টি
৭৫ নারী জাতির আধিক্য
৭৬ পুরুষ হ্রাস
৭৭ অশ্লীলতা ও নোংরামি ব্যাপক ও খোলাখোলি
৭৮ কোরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ
৭৯ ব্যাপকহারে মানুষের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি
৮০ কামনা ছাড়াই সাক্ষ্য দিতে রাজী -লোকদের আত্মপ্রকাশ

৮১ মানত করে পূর্ণ করে না -ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ
৮২ সমাজের উচ্চপদস্থ লোক কর্তৃক গরিবদের মাল-সম্পদ কৌশলে লুট
৮৩ আল্লাহর নাযিল-কৃত বিধানের বাস্তবায়ন পরিত্যাগ
৮৪ রোমান (খৃষ্টান) আধিক্য এবং আরব (মুসলিম) হ্রাস।

- দ্বিতীয় ভাগঃ যে সকল নিদর্শন এখন পর্যন্ত ঘটেনি-

৮৫ হাতে হাতে প্রচুর ধন-সম্পদ
৮৬ ভূমির আভ্যন্তরীণ খনিজ সম্পদ প্রকাশ
৮৭ রূপ-বিকৃতির ঘটনা বৃদ্ধি
৮৮ ভূমিধ্বস
৮৯ অপবাদ প্রবণতা বৃদ্ধি
৯০ এমন বৃষ্টি, যা সকল জনপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে
৯১ ফসলহীন বৃষ্টি (বৃষ্টি হলেও ফসলে বরকত হবে না)
৯২ সকল আরব দেশে ছড়িয়ে যাবে -এমন ফেতনা
৯৩ মুসলমানদের সাহায্যে বৃক্ষকুলের কথন
৯৪ মুসলমানদের সাহায্যে পাথরের কথন
৯৫ ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বশেষ যুদ্ধ
৯৬ (ইরাকের) ফুরাত নদীতে স্বর্ণের খনি উন্মোচন
৯৭ হারামে লিপ্ত হও, নয় বিদায় হও!'
৯৮ আরব উপদ্বীপ সবুজ শ্যামল পরিবেশ এবং নদীনালায় পূর্ণ
৯৯ "আহলাছ-" এর ফেতনা প্রকাশ
১০০ "সচ্ছলতা-র ফেতনা প্রকাশ
১০১ "অন্ধকার-" ফেতনার আবির্ভাব
১০২ একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ
১০৩ চন্দ্র-স্ফীতি
১০৪ সকল মুসলমান শামে হিজরত করবে -এমন কালের আগমন
১০৫ মুসলমান এবং রোমান (খৃষ্টান)দের মধ্যে বৃহত্তম যুদ্ধ
১০৬ মুসলমানদের কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল) বিজয়। (সেনাপতি মুহাম্মদ ফাতেহ-র নেতৃত্বে ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার বিজয় হয়েছিল। তবে শেষ জমানায় ইমাম মাহদীর বাহিনী পূনরায় তা বিজয়

করবে)

১০৭ মীরাছ (ত্যাজ্য সম্পদ) বণ্টনের সুযোগ থাকবে না

১০৮ গণিমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) নিয়ে আনন্দ উল্লাসের সুযোগ থাকবে না

১০৯ তীর-তলোয়ার এবং অশ্বের যুগ পুনঃ প্রত্যাবর্তন

১১০ বায়তুল মাকদিসের আশপাশে (জেরুজালেমে) জনবসতি বৃদ্ধি

১১১ বিনাশের সম্মুখীন হয়ে মদিনা -বসতি ও আগন্তুক শূন্য

১১২ মদিনা থেকে সকল কাফের-মুনাফিকের নির্বাসন

১১৩ পর্বতমালা-র স্থানচ্যুতি

১১৪ 'কাহতান-' গোত্র থেকে এক মহান মান্যবর ব্যক্তির আবির্ভাব

১১৫ 'জাহজাহ-' নামক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ

১১৬ চতুষ্পদ জন্তু এবং জড়বস্তুর সাথে মানুষের বাক্যালাপ

১১৭ লাঠির অগ্রভাগের সাথে মানুষের বাক্যালাপ

১১৮ জুতার ফিতার সাথে মানুষের বাক্যালাপ

১১৯ ঘরে কি হচ্ছে.. উরুর পেশি মানুষকে এর সংবাদ প্রদান

১২০ কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সকল মুমিনের মৃত্যু

১২১ কাগজের পাতা এবং মানুষের অন্তর থেকে কুরআন উত্তোলন

১২২ কাবা ঘরের দিকে (ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করতে আসা বিশাল নামধারী মুসলিম বাহিনী-র মাটির নিচে ধ্বস।

১২৩ আল্লাহর ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব ত্যাগ

১২৪ কতিপয় আরব গোত্র মূর্তি পূজায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন

১২৫ কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি

১২৬ একজন কালো হাবশী (বর্তমান ইথিউপিয়া) লোকের হাতে কাবা ঘর ধ্বংস

১২৭ মুমিনদের রূহ ছাড়িয়ে নিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবাতাস প্রেরণ

১২৮ মক্কা নগরীর ভবনগুলো আকাশ-সম উঁচু করে নির্মাণ

১২৯ পরবর্তী মুসলমান কর্তৃক পূর্ববর্তী মুসলমানদের গালমন্দ-করণ

১৩০ নিত্যনতুন অত্যাধুনিক যান বাহন (গাড়ী, বাস, ট্রেন, প্লেন ইত্যাদি) আবিষ্কার

১৩১ ইমাম মাহদীর আবির্ভাব।

ক্ষুদ্রতম নিদর্শন

ভূমিকা

পূর্বে-ই আলোচিত হয়েছে যে, কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ক্ষুদ্রতম আর কিছু বৃহত্তম। এতদুভয়ের পার্থক্য করতে গেলে বলতে হবে যে, বৃহত্তম নিদর্শনাবলী প্রকাশের পরপরই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ভূ-পৃষ্ঠে কেয়ামতের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। সবাই তখন তা অনুভব করতে পারবে। আর ক্ষুদ্রতম নিদর্শনাবলী কেয়ামতের যথেষ্ট দূরবর্তী কাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে। স্থানে স্থানে এগুলোর প্রকাশ ও বিকাশ ঘটছে। অনেকে টের পাচ্ছে, অনেকে অলসতার গভীর নিদ্রায় অচেতন রয়েছে।

এই পরিচ্ছেদে কোরআন-হাদিসের আলোকে ক্ষুদ্রতম নিদর্শনাবলী নিয়ে বিস্তর আলোচনা-গবেষণা হবে। পাশাপাশি হাদিসের বর্ণনা-সূত্র সবল না দুর্বল, তা নিয়েও যথেষ্ট আলোকপাত করা হবে ইনশাল্লাহ।

১

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন

নবী করীম সা.-এর ভাষ্য মতে- শেষনবী হিসেবে দুনিয়াতে তাঁর আগমন-ই কেয়ামতের প্রথম ক্ষুদ্রতম নিদর্শন।

হযরত ছাহল বিন সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম সা.-কে দেখেছি- তিনি তর্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করে বলছেন- "আমার এবং কেয়ামতের মাঝে দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী (স্বল্প) ফাকা জায়গার ন্যায় ব্যবধান।" *(বুখারী-মুসলিম)*

অন্যত্র নবীজী এরশাদ করেন- "কেয়ামতের প্রথম বাতাসে-ই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন- "স্বয়ং নবীজী সা.-ই হচ্ছেন কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন। কারণ, তিনি শেষনবী, শেষ কালের নবী। উনাকে প্রেরণের মাধ্যমে নবী আগমনের দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। কেয়ামত অবধি আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না।"

২
নবী মুহাম্মদ সা.-এর ইন্তেকাল

নবী করীম সা.এর ইন্তেকাল -কেয়ামতের প্রাথমিক ক্ষুদ্রতম নিদর্শনাবলীর অন্যতম। প্রখ্যাত সাহাবী আওফ বিন মালেক রা.এর বর্ণনায়- "তাবুক যুদ্ধ চলাকালে একদা আমি নবী করীম সা.এর কাছে আসলাম, তিনি তখন পশমের তৈরি একটি তাবুতে (বসা) ছিলেন। আমাকে দেখে বলতে লাগলেন- "ছয়টি বিষয় আঙ্গুল দিয়ে গুণে রাখ! (কেয়ামতের নিদর্শন-স্বরূপ)

১ আমার ইন্তেকাল

২ বায়তুল মাকদিস বিজয়

৩ ছাগ-ব্যাধি সদৃশ এক প্রকার মহামারীতে তোমাদের ব্যাপক প্রাণহানি

৪ ধন সম্পদ বৃদ্ধি, এমনকি একশত দিনার দিতে চাইলে-ও প্রস্তাবিত ব্যক্তি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে। (অর্থাৎ মানুষের হাতে হাতে টাকা-পয়সার জয়-জয়কার হবে। একশ-দুশ কারো চোখেই পড়বে না, সবাই লাখ-কোটির চিন্তায় মত্ত থাকবে)।

মসজিদে নববী

৫ এমন ফেতনা, যা আরবের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে

৬ তোমাদের এবং রোমকদের (বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকা) মাঝে একটি শান্তিচুক্তি সাক্ষরিত হবে। অতঃপর রোমকরা চুক্তি ভঙ্গ করে আশি-টি ঝাণ্ডাতলে সমবেত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে। প্রতিটি ঝাণ্ডার অধীনে তাদের বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।" *(বুখারী)*

নবী করীম সা.এর ইন্তেকালের মাধ্যমে-ই সবচে বড় ধাক্কাটি মুসলমানদের অনুভূত হয়। কেয়ামতের চিরন্তন নিদর্শন হয়ে লাখো সাহাবীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। উনার ইন্তেকালে ওহী আগমনের দ্বার

চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। নানান ফেতনা মুসলমানদের গ্রাস করতে থাকে। আরবের লোকেরা ইসলাম ছেড়ে পৌত্তলিকা-য় ফিরে যায়। আল্লাহর অপার রহমতে সকল ফেতনা ও বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মুসলমানগণ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে সক্ষম হন।

৩
চন্দ্র বিদারণ

আল্লাহ তালা বলেন- "কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।" *(সূরা ক্বামার ১-২)*

হাফেয ইবনে কাছীর রহ. লিখেন- "সবল সূত্রে বর্ণিত একাধিক হাদিসে ঘটনাটি প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরাম এবং সকল ইমাম-উলামা এ ব্যাপারে একমত। ঘটনাটি নবী করীম সা.এর অলৌকিক মু-জেযা সমূহের অন্যতম।"

আনাছ বিন মালিক রা. বলেন- "মক্কাবাসী নবীজী-র দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণে কোন নিদর্শন দাবী করলে নবীজী তৎক্ষণাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখান।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'-টীম কর্তৃক তুলা ছবিতে চন্দ্রের মধ্যভাগে স্পষ্ট ফাটলের দৃশ্য

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. বলেন- "একদা আমরা নবী করীম সা.এর সাথে মিনা প্রান্তরে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দু-ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ পাহাড়ের পেছনে চলে গেল, অপর ভাগ ও-পাশের পাহাড়ের পেছনে চলে গেল। নবী করীম সা. আমাদের লক্ষ করে বললেন- ভাল করে দেখে নাও!" *(বুখারী-মুসলিম)*

ইবনে আব্বাস রা. বলেন- "একদা মক্কার মুশরেক সম্প্রদায় নবী করীম সা.এর কাছে এসে বলতে লাগল- তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আমাদের সামনে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাও! এক খণ্ড আবু কুবাইস পর্বতে, অপর খণ্ড কুআইকাআন পর্বতে নিয়ে আস! রাতটি ছিল পূর্ণিমার। মুশরেকদের কথা শুনে নবীজী আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এক খণ্ড আবু কুবাইস পর্বতে, অপর খণ্ড কুআইকাআন পর্বতের ওপারে গিয়ে পতিত হল। নবী করীম সা. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলছিলেন- "ভাল করে দেখে নাও!" (رواه أبو نعيم في دلائل النبوة)
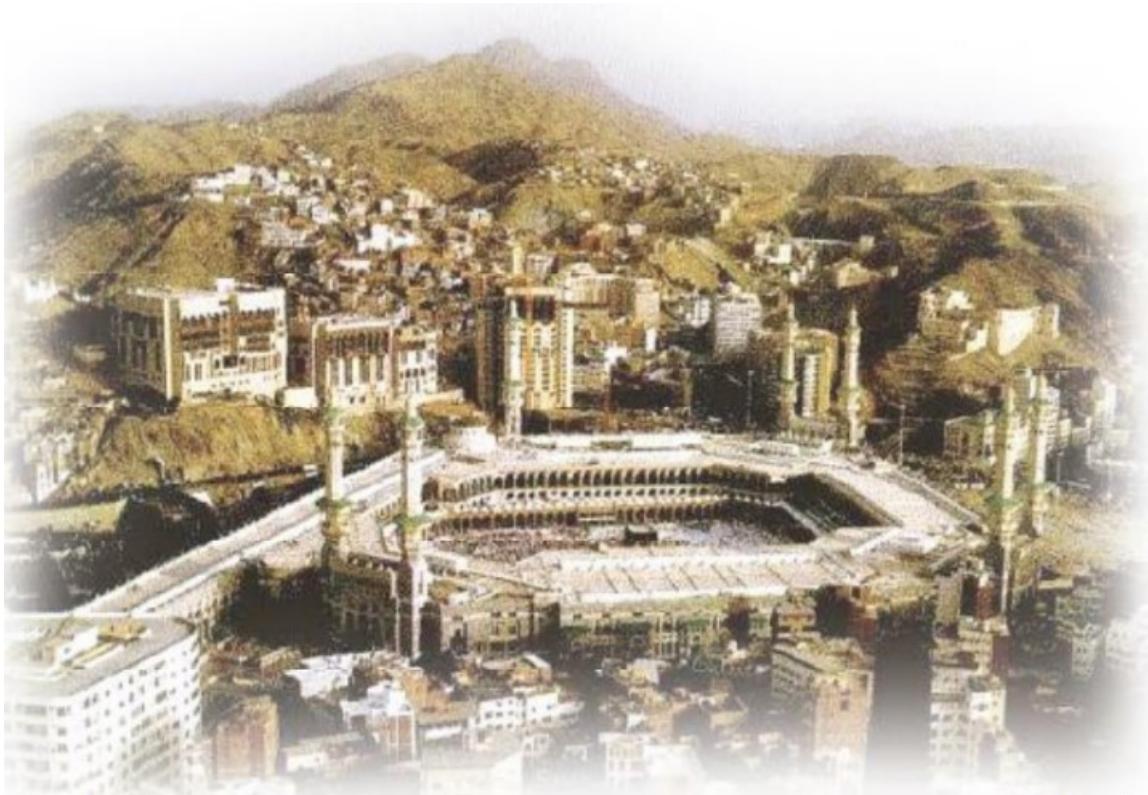
বাইতুল্লাহ শরীফ। পেছনেই দাড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক আবু কুবাইস পর্বত

৪
সাহাবা যুগের অবসান

নবীর পর সৃষ্টির সেরা মানব জাতি হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। আবূ মূছা রা. বর্ণিত হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- "তারকারাজি -আসমানের নিরাপত্তা প্রহরী। তারকারাজি বিলুপ্ত হলে আকাশের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে। তদ্রূপ সাহাবীদের জন্য আমি হলাম নিরাপত্তা প্রহরী। আমি চলে গেলে সাহাবীদের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে। সাহাবীগণ আমার উম্মতের নিরাপত্তা প্রহরী। সাহাবা যুগের অবসান হলে উম্মতের অন্তিম ঘনিয়ে আসবে।" *(মুসলিম)*

উপরোক্ত হাদিসেঃ

- সাহাবা যুগের অবসানকে দুটি নিদর্শনের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, তারকারাজি বিলুপ্তি, উল্কা অবতরণ এবং নবী করীম সা.এর ইন্তেকাল।

- অপর হাদিসে- "সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ একের পর এক বিদায় হয়ে যাবেন, সবশেষে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের উপর কেয়ামত আপতিত হবে।

৫
মুসলমানদের –বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম) বিজয়

নবী করীম সা.এর আগমনকালে বায়তুল মাকদিস সম্পূর্ণ রোমক খ্রিষ্টানদের অধিকারে ছিল। রূম ছিল তখনকার প্রতিষ্ঠিত পরাশক্তি। জীবদ্দশায় নবীজী মুসলমানদেরকে বায়তুল মাকদিস বিজয়ের সুসংবাদ দেন এবং একে কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন বলেও আখ্যায়িত করেন। উপরে বর্ণিত আওফ বিন মালেক রা.-এর হাদিসে নবীজী ছয়টি নিদর্শনের মধ্যে বায়তুল মাকদিস বিজয় কথাটিও উল্লেখ করেন।

বাইতুল মাকদিস (মসজিদে আকসা)

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমেনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে (১৬ হিজরী-৬৩৭ ইং) বায়তুল মাকদিস বিজয় হয়। সকল নবীর প্রত্যাবর্তন-স্থল-খ্যাত এ ভূমিকে মুসলমানগণ কুফুরীর নোংরামি থেকে পবিত্র করেন।

ইসলামের ইতিহাসে দু-বার বায়তুল মাকদিস বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমবার উমর বিন খাত্তার রা.-এর যুগে। দ্বিতীয়বার- আইয়ূবী শাসনামলে। সালাহুদ্দিন আইয়ূবী রহ. ৫৮৩ হিজরী - ১১৮৭ ইং সনে পুনরায় তা বিজয় করেন।

অচিরেই একদল নিষ্ঠাবান মুসলমানের নেতৃত্বে বায়তুল মাকদিস আবারো বিজয় হবে। এমনকি পাথর ও বৃক্ষকুল প্রতিটি মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে- "ওহে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এদিকে এসো! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, তাকে হত্যা কর!" *(মুসলিম শরীফ)*
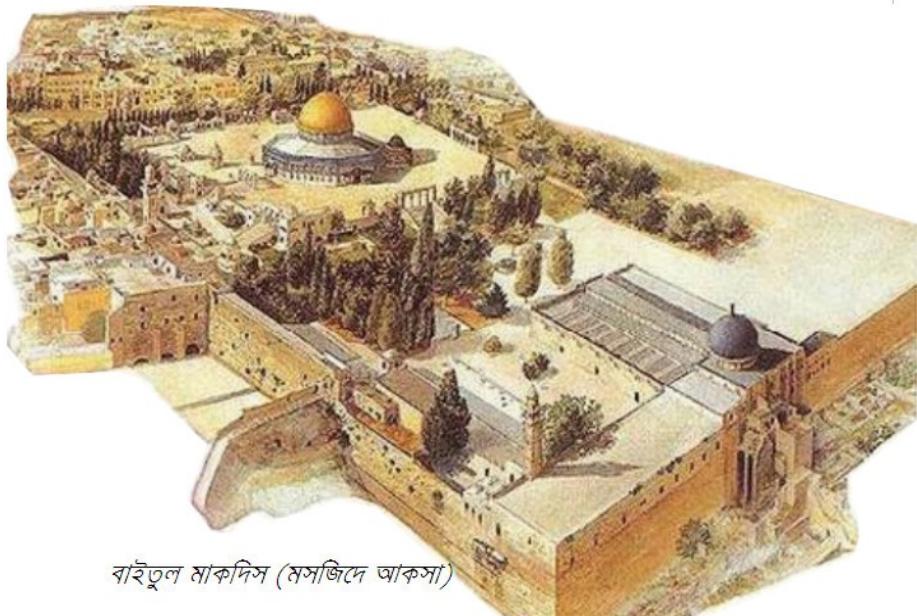
বায়তুল মাকদিস এবং ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের সর্বশেষ যুদ্ধ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাল্লাহ।

৬
ছাগ–ব্যাধি সদৃশ এক মহামারিতে ব্যাপক প্রাণহানি

প্লেগ বা মহামারী জাতিয় বড় ধরনের কোন সংক্রমণ-শীল ব্যাধি ছড়ানোর ফলে ব্যাপক প্রাণনাশ ঘটবে। দলে দলে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

বর্ণিত আছে, ‘আমওয়াছ-’ মহামারীতে এ-রকম ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছিল। শরীরের কোন স্থানে ফোলে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভূত হত, দেখতেই দেখতেই আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

অধিক সংক্রমণশীল ফুসকুড়ি জাতিয় মহামারি

‘আমওয়াছ-’ ফিলিস্তীনে জেরুজালেমের নিকটবর্তী একটি বসতির নাম।

আওফ বিন মালেক রা. বর্ণিত হাদিসে ছয়টি নিদর্শনের মধ্যে এটিও অন্যতম।

উমর বিন খাত্তাব রা.এর শাসনামলে বায়তুল মাকদিস বিজয়ের দুই বৎসর পর ১৮ হিজরীতে আমওয়াছ মহামারীর ঘটনা ঘটে। পঞ্চাশ হাজারের মত মুসলমান সেখানে মারা যায়। মুয়ায বিন জাবাল, আবু উবাইদা, শুরাহবিল বিন হাছানা, ফযল বিন আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিব রা.-এর মত

আমওয়াছ মহামারি-স্থল
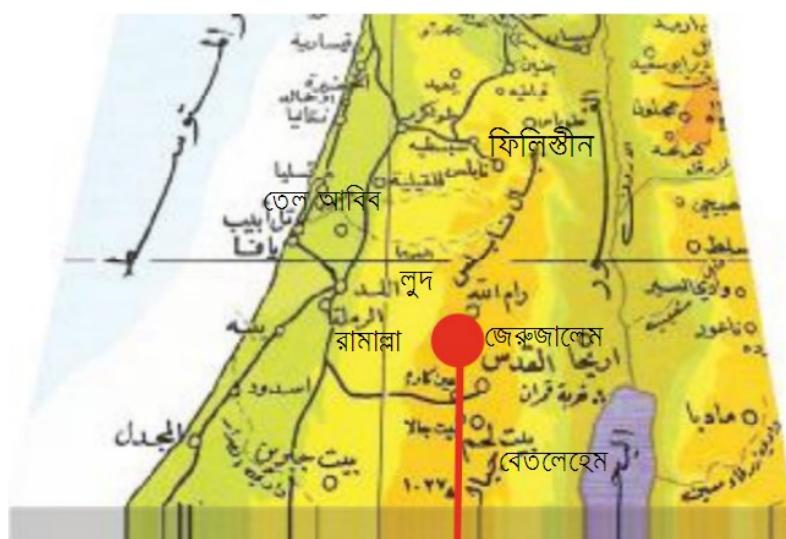
উচ্চপদস্থ সাহাবী সেখানে ইন্তেকাল করেন।

ছাগলের নাক বেয়ে রক্ত বা পানির মত কিছু প্রবাহিত হওয়ার ফলে এক প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়, এ ধরনের রোগাক্রান্ত সব ছাগলই দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ জন্যই ছাগলের ঐ ব্যাধির সাথে সেই মহামারীর তুলনা করা হয়েছে। মানুষের দেহের কোথাও ফোলে গিয়ে সেখান থেকে রক্ত বা পানি জাতিয় কিছু প্রবাহিত হতে থাকে। দেখতে দেখতেই আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যু পথের যাত্রী হয়ে যায়।

৭

নানান ফেতনার দ্রুত আবির্ভাব

বর্তমান কালে হাজারো ফেতনা মুসলমানদেরকে ঘিরে রেখেছে। প্রতিদিন ফেতনাগুলো রঙ-বেরঙ-য়ের চেহারায় নতুন রূপ নিয়ে আভিভূত হচ্ছে।

প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন ও স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ফলে চোখের ফেতনা ব্যাপক-আকার ধারণ করেছে। টেলিফোন, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিদিন কত রকমের নিত্যনতুন ভিডিও অভাবনীয় ডিজাইনে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এহেন মুহূর্তে আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তি এ সকল ফেতনা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, অবশ্যই আল্লাহ তালা তার অন্তরে ঈমানের মধুরতা সৃষ্টি করে দেবেন।

ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য মালের ফেতনা। আজকাল সুদ, ঘুষ, মদ ও হারাম পণ্য ব্যাপক হওয়ার ফলে দ্রুত মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা ছড়িয়ে পড়েছে।

হারাম পণ্য বক্ষকের দোয়া আল্লাহ কখনোই কবুল করেন না। পরকালে তার জন্য কঠিন শাস্তির ধমকি রয়েছে।

পুরুষ-মহিলা আজকাল একে অপরের সাথে তাল মিলিয়ে হারাম পোশাকের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে।

প্রতিটি ঈমানদারকে এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- "অন্ধকার রাত্রির ন্যায় -ফেতনা আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্বেই তোমরা দ্রুত নেক আমল করে ফেলো। তখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় নিজের ঈমানকে সে বিক্রি করে দেবে।" *(মুসলিম)*

চন্দ্রিমা নয়; অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায় কালো ফেতনা একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে। না বুঝেই মানুষ ফেতনায় পতিত হয়ে যাবে- এমন কাল আসার পূর্বেই নবীজী উম্মতকে বেশি বেশি নেক আমল করে ফেলার আদেশ দিচ্ছেন।

এ ফেতনার সবচে ভয়াবহ দিক হচ্ছে, মানুষ তখন সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে। মুহূর্তের মধ্যে মানুষ নিজের অজান্তে ধর্মহীন হয়ে পড়বে। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)

৮
স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আবিষ্কার

লাখো ফেতনার ধারক-বাহক হয়ে পনের হাজারের-ও বেশি টিভি চ্যানেল বর্তমানে পৃথিবীর আকাশে ঢেও খেলছে। অমাবস্যার চেয়েও আঁধার-কালো আকৃতিতে পৃথিবীতে আজ ফেতনাসমূহ বর্ষিত হচ্ছে। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বর্তমান স্যাটেলাইটের এই ফেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হুযায়ফা রা. বলেন- "অচিরেই আকাশ থেকে অনিষ্টকর বস্তু বর্ষিত হবে, এমনকি তা জনশূন্য সুদূর মরু প্রান্তরে-ও পৌঁছবে।"

হাদিসে ব্যবহৃত- السماء (আকাশ) বলতে মাথার উপর থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত পুরো মহাশূন্যকেই বুঝায়। আরবী ডিকশনারিগুলোতে তাই উল্লেখ রয়েছে।

আকাশে স্থাপিত প্রায় অর্ধশত স্যাটেলাইট ষ্টেশন থেকে প্রতি সেকেন্ডে লাখো ফেতনা টিভির পর্দা বেয়ে পৃথিবীতে নামছে। বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার জনক ডিশ এন্টেনাকে যদি সুদূর মরু প্রান্তরে-ও বসিয়ে দেয়া হয়, সহজে-ই সেখানে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। লোকালয় তো বটেই, আজকাল জন-মানবহীন মরুভূমিও ফেতনার শঙ্কামুক্ত নয়।

ধুঁ ধুঁ মরু প্রান্তরে তাবুর পাশে স্থাপিত ডিশ ছাতা

৯
'জঙ্গে সিফফীন' –মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ
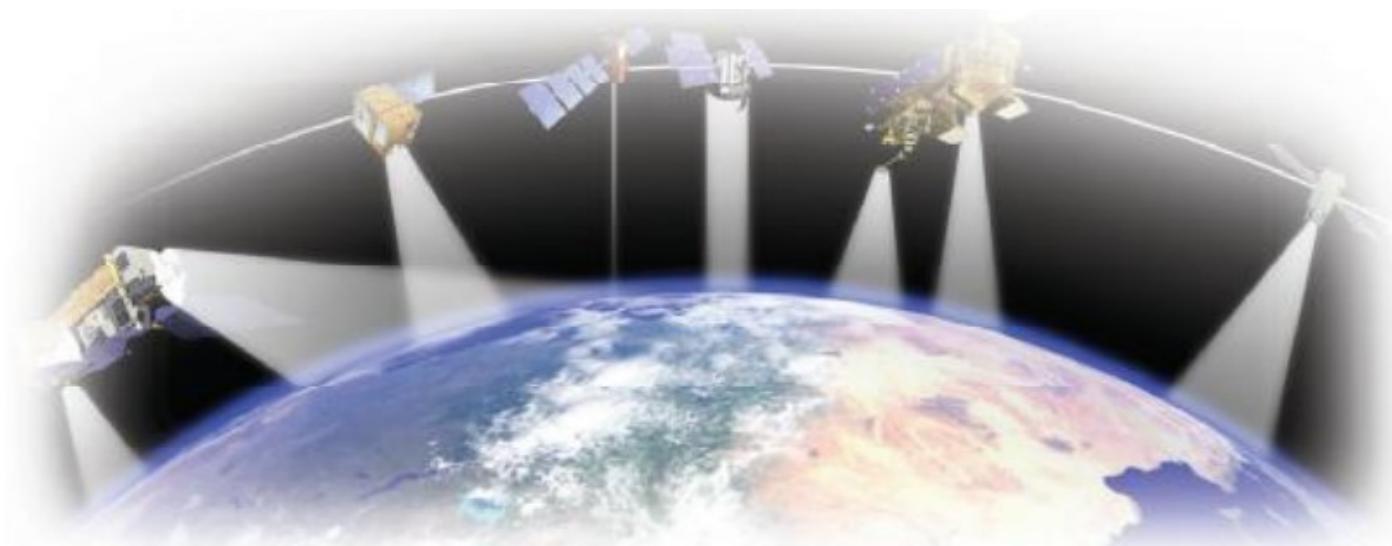
কেয়ামতের নিদর্শনবাহী অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে নবী করীম সা. ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তন্মধ্যে এক-ই কালেমার পতাকাবাহী দু-টি মুসলিম সেনাদলের মধ্যকার সিফফীন যুদ্ধের কথা একটু আলাদা করেই বলেছেন। উসমান বিন আফফান রা.-এর হত্যা-ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের ফলে প্রখ্যাত সাহাবী-দ্বয় আলী এবং মুয়াবিয়া রা.-এর মধ্যে ৩৬ হিজরী সনে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়, যা কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না একই দাবীর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের দুটি বিশাল বাহিনী তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়।" (বুখারী-মুসলিম)

সিফফীন রণাঙ্গন

■ সাহাবাদের পারস্পরিক সংঘাত এবং আহলে-সুন্নত মুসলমানদের অবস্থানঃ

সাহাবায়ে কেরাম রা. –সকলেই সাধারণ মানুষ ছিলেন, নবী ছিলেন না। সুতরাং অন্যান্য মানুষের মত সাহাবীদের মধ্যেও ছোটখাটো ইজতেহাদী ভুল..এমনকি সংঘাত –থাকতেই পারে।

সকল আহলে–সুন্নত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে,

❶ নবীদের পর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট, সর্ব পরিশুদ্ধ এবং শেষনবীর আদর্শের সবচে' কাছাকাছি মানব সম্প্রদায়।

❷ সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং সংঘাত নিয়ে –আমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই। নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের ছিদ্রান্বেষণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

❸ সাহাবাদের প্রতি কু–ধারণা পোষণ ফেতনার আশঙ্কায় জনসম্মুখে এ ব্যাপারে কথা বলা বা এ ধরনের কোন দুর্ঘটনা –প্রচার করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

১০
খারেজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ

মুসলমানদের মধ্যে নববী আদর্শের পরিপন্থী কতিপয় ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি হওয়া-ও কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। তন্মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় অন্যতম। প্রথমে তারা ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রা.এর সাথে ছিল। অনেক যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া এবং আলী রা.এর মধ্যে বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের পর আলী রা.-এর অনুসরণ থেকে তারা বের হয়ে যায়। সাধারণ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কূফা অঞ্চলের -হারূরা- নামক স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে।

তাদের মতবাদ হচ্ছেঃ

❶ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের। যেমন, যিনাকারী, মদ্য পানকারী। এরকম কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

সম্যক পথভ্রষ্টতা; বরং একজন মুসলমান যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, তবে তাকে কাফের বলা হবে না। বরং সে তো সাধারণ এক গুনাহগার। তার উপর তওবা করা এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসা আবশ্যক।

❷ তারা হযরত আলী এবং মুয়াবিয়া রা.সহ যে সকল সাহাবায়ে কেরাম বিচারব্যবস্থা পৃথকীকরণ বিষয়ে একমত হয়েছেন, তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে থাকে। (নাঊযুবিল্লাহ)

❸ গুনাহে লিপ্ত মুসলিম শাসনকর্তা অপসারণে বিদ্রোহ করাকে তারা জায়েয

মনে করে। (তবে যদি কোরআন-হাদিসের পরিষ্কার দলিলের মাধ্যমে শাসনকর্তার মুরতাদ হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তার পতন ঘটানো সকলের উপর ফরয)

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "শেষ জমানায় একদল নির্বোধ তরুণ জাতির আবির্ভাব হবে। কোরআন পড়বে, কিন্তু কোরআনের তাৎপর্য তাদের কণ্ঠাস্থি অতিক্রম করবে না। উৎকৃষ্ট কথা তারা বর্ণনা করবে। তীর যেমন ধনুক থেকে মুহূর্তে বের হয়ে যায়, তারাও দ্বীনে ইসলাম থেকে মুহূর্তের মধ্যে বের হয়ে যাবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

খারেজী সম্প্রদায় উত্থানের সূচনাঃ

সিফফীন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শাম ও ইরাকের সকল সাহাবীদের ঐক্যমত্যে বিচারব্যবস্থা পৃথকীকরণ এবং আলী রা.এর কূফায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখনই খারেজী সম্প্রদায় আলী রা.থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারূরা প্রান্তরে এসে বসতি স্থাপন করে। সেনাবাহিনীতে তাদের সংখ্যা আট হাজার ছিল। কারো কারো মতে ষোল হাজার। বিচ্ছিন্নতার সংবাদ পেয়ে হযরত আলী রা. -ইবনে আব্বাস রা.কে তাদের কাছে পাঠান। ইবনে আব্বাস রা. বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের থেকে দুই হাজারকে আলী রা.এর অনুসরণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। অতঃপর আলী রা. কূফার মসজিদে দাড়িয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিলে মসজিদের এক কোণায় -লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ-" (আল্লাহর বিধান ছাড়া কারো বিধান মানি না, মানব না) স্লোগানে তারা মসজিদ ভারী করে তুলে। আলী রা.-এর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়- "আপনি বিচারব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন?! আল্লাহর বিধানে অবজ্ঞা প্রদর্শনের দরুন আপনি মুশরেক হয়ে গেছেন..!!"

তখন আলী রা. বললেন- তোমাদের ব্যাপারে আমরা তিনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিঃ

১) মসজিদে আসতে তোমাদের আমরা বারণ করব না।
২) রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে তোমাদের বঞ্চিত করব না।
৩) আগে-ভাগে কিছু না করলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।

কিছুদিন পর সাধারণ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ করতঃ তারা আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব বিন আরিত রা.কে হত্যা করে তার স্ত্রীর পেট ফেড়ে দু-টুকরা করে দেয়।

আলী রা. জিজ্ঞেস করেন, আব্দুল্লাহকে কে হত্যা করেছে? জবাবে তারা -আমরা সবাই মিলে হত্যা করেছি- স্লোগান দিতে থাকে। এরপর আলী রা. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। নাহরওয়ান অঞ্চলে তাদের সাথে মুসলমানদের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে খারেজী সম্প্রদায়ের ফেতনা-ও সাময়িকভাবে খতম হয়ে যায়।

১১
মিথ্যা নবুওয়ত দাবীকারী দাজ্জালদের আত্মপ্রকাশ

মিথ্যা নবুওয়ত দাবীকারী ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ-ও কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। তাদের আবির্ভাব মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ফেতনা উস্কিয়ে দেবে। সহীহ হাদিস মতে- নবী করীম সা. এদের সংখ্যা ত্রিশ জনের মত বলেছেন।

এরশাদ করেছেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না প্রায় -ত্রিশজনের মত মিথ্যা নবুওয়ত দাবীকারীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সবাই নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল মনে করবে।" *(বুখারী)*

কেয়ামতের এই নিদর্শনটি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। নবী করীম সা.এর ইন্তেকালের পর থেকে অদ্যাবধি সময়ে সময়ে বিভিন্ন মিথ্যা নবী দাবীকারী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকৃত দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত এরকম আরো মিথ্যুক আত্মপ্রকাশ করবে বলে মনে হচ্ছে। নবী করীম সা.এর ভাষ্যতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়- "আল্লাহর শপথ! প্রায় ত্রিশ জনের মত মিথ্যুকের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। এদের সর্বশেষ হল কানা দাজ্জাল।" *(মুসনাদে আহমদ)*

ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের একদল লোক মুশরেকদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। আরেক দল মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যাবে। প্রায় ত্রিশজনের মত মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, সবাই নিজেকে নবী বলে মনে করবে, অথচ আমি-ই হলাম সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না।" *(তিরমিযী-আবূ দাউদ)*

অপর হাদিসে- সংখ্যাটি ত্রিশের পরিবর্তে সাতাশ উল্লেখ হয়েছে, যন্মধ্যে চারজন মহিলা মিথ্যুকের কথাও বলা হয়েছে।

হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমার উম্মতের মধ্যে সাতাশ জন মিথ্যুকের আগমন ঘটবে। তন্মধ্যে চারজন- মহিলা। অথচ আমি-ই সর্বশেষ নবী, আমার পর কোন নবী নেই।" *(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মুসনাদে বাযযার)*

■ অধিকাংশ–ই অতীতে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেঃ

❶ নবী করীম সা.এর জীবদ্দশাতেই ইয়েমেনে -আসওয়াদ আনসী- নামে প্রথম মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম ত্যাগ করে নিজেকে সে নবী বলে দাবী করতে থাকে। নবীজীর জীবদ্দশায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েও কুফুরীতে ফিরে যাওয়ার ঘটনা তার মাধ্যমেই প্রথম শুরু হয়। ইয়েমেন অঞ্চলে তার তৎপরতা শুরু হয়। তিন/চার মাসের মধ্যেই সারা ইয়েমেনে সে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সামর্থ্য হয়। অতঃপর নবী করীম সা. তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে ইয়েমেন বাসীর প্রতি চিঠি লিখে পাঠান। রাসূলের চিঠি পেয়ে ইয়েমেন বাসীর হুশ ফিরে আসে। অবশেষে স্ত্রীর একনিষ্ঠ সহায়তায় তার হত্যা-কাজ সমাধা করা হয়। স্ত্রী ছিল খাঁটি মুসলিমা। পূর্বের স্বামীকে হত্যা করে এই স্ত্রীকে সে জোরপূর্বক বিবাহ করেছিল। তার হত্যার মধ্য দিয়ে ইয়েমেনে ইসলামের ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটে। হত্যার সংবাদ জানাতে নবীজীর কাছে তারা চিঠি লিখে পাঠায়। চিঠি পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তালা আসমান থেকে ওহী নাযিল করে নবীকে সবকিছু জানিয়ে দেন। তার অপ-তৎপরতার মেয়াদ ছিল তিন মাস, কেউ বলেছেন- চার মাস।

❷ তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ আছদী। প্রথমে সে নবী দাবী করে। মুসলমানগণ তার বিরুদ্ধে একাধিকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে তওবা করে একনিষ্ঠ-ভাবে সে ইসলামের দিকে ফিরে আসে। মুসলিম বাহিনীতে যুগ দিয়ে বিভিন্ন জিহাদে সে অংশগ্রহণ করে। জিহাদের রাস্তায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। অবশেষে নেহাওয়ান্দ প্রদেশে এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

❸ মুছাইলিমা কাযযাব। রাত্রিকালে তার কাছে ওহী আসে বলে সে দাবী করত। খালেদ বিন ওলীদ, ইকরামা বিন আবি জাহল ও শুরাহবিল বিন হাসানা

রা. সাহাবা-ত্রয়ীর নেতৃত্বে আবূ বকর রা. তার বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। চল্লিশ হাজার সৈন্যবাহিনী দিয়ে সে মুসলমানদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ওয়াহশী বিন হারব রা. কর্তৃক মুছাইলিমাকে হত্যার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। মুসলমানগণ আরব বিশ্বে পুনরায় একত্ববাদের পতাকা উড্ডীন করতে সামর্থ্য হন।

৪ ছাজ্জাহ বিনতে হারেস। মহিলা মিথ্যুক। ইসলামপূর্ব যুগে সে আরব্য খ্রিষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবী করীম সা.এর মৃত্যুর পর সে নিজেকে নবী বলে দাবী করা শুরু করে। স্বজাতির অনেকেই তাকে অনুসরণ করে বসে। আশপাশের কতিপয় গোত্রের সাথে যুদ্ধে সে বিজয়ী হয়ে ইয়ামামা অভিমুখে রওয়ানা দেয়। সেখানে মুছাইলিমা কাযযাবের সাথে মিলিত হয়ে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। মুছাইলিমা খুশি হয়ে তাকে বিবাহ করে নেয়। মুছাইলিমা নিহত হওয়ার পর স্বদেশে ফিরে এসে সে খাঁটি ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইসলাম পরবর্তী তৎপরতা তার প্রশংসার দাবী রাখে। কিছুদিন পর তিনি বছরায় হিজরত করেন, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

৫ তাবেঈনের (সাহাবা পরবর্তী) যুগে আত্মপ্রকাশকারী মিথ্যুকদের মধ্যে মুখতার বিন আবু উবাইদ সাকাফী অন্যতম। প্রথমে নিজেকে সে কট্টরপন্থী শিয়া দাবী করলে শিয়াদের একটি বড় দল তার সাথে গিয়ে মিলিত হয়। ওহীর বাহক হয়ে জিবরীল আ. তার কাছে আসেন বলে সে দাবী করত। মুসআব বিন যুবাইর রা. তার বিরুদ্ধে একাধিকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে তার হত্যা-কার্য সমাধা করা হয়।

৬ হারেস বিন সাঈদ কাযযাব। দামেস্কে প্রথমে সে নিজেকে খোদা-প্রেমিক বলে দাবী করে। কিছুদিন পর নবী..। অতঃপর প্রতাপশালী মুসলিম শাসনকর্তা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেছে- জেনে সে গা-ঢাকা দেয়। বসরার এক মুসলিম যুবক তার আস্তানা চিহ্নিত করে ফেলে। সে হারেসের কাছে গিয়ে নিজেকে তার ভক্ত বলে পরিচয় দেয়। হারেস খুশি হয়ে সবসময় তার জন্য আস্তানার দরজা খুলা থাকবে বলে আশ্বাস দেয়। যুবকটি ওখান থেকে ফিরে এসে শাসনকর্তা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললে তিনি তার সাথে একদল সৈনিক প্রেরণ করেন। তারা তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসলে বাদশা কতিপয় আলেমকে ডেকে তাকে বুঝিয়ে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে ইসলাম ও তওবা করতে

অস্বীকার করলে বাদশা তার হত্যার আদেশ দেন।

৭ সম্প্রতি অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে উপমহাদেশে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামে এমন-ই এক মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটে। সে নিজেকে নবী মনে করত। চিটু-চিটু এবং টিচু-টিচু নামক দু-জন ফেরেশ্তা আসমান থেকে তার কাছে ওহী নিয়ে আসে বলে সে দাবী করত। দুনিয়াতে তার বয়স আশি বৎসর হবে -আল্লাহ আগেই তাকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন বলে সে দাবী করত। অল্প দিনের মধ্যেই সে অনেক অনুসারী কাছে টানতে সামর্থ্য হয়েছিল। সমসাময়িক উলামায়ে কেরামের সাহসী তৎপরতায় তার ফেতনাটি বেশিদূর এগুতে পারেনি। তবে হিন্দুস্তানে এখনো তার অনুসারীরা তৎপর বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ছানাউল্লাহ অমৃতসূরী রহ., আতাউল্লাহ বুখারী রহ. প্রমুখ উলামায়ে কেরাম তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য- এই মিথ্যুকের কু-পরিণাম দুনিয়াতেই আল্লাহ পাক দেখিয়ে দেন। পায়খানার ডাস্টবিনে পড়ে তার মৃত্যু হয়। অনেক উলামায়ে কেরাম কাদিয়ানী ফেতনাকে ইহুদী ষড়যন্ত্র বলেও উল্লেখ করেন। কারণ, কাদিয়ানীদের কমান্ডিং হেড-অফিস হচ্ছে- ইসরায়েলের রাজধানী তেলআবিবে।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ميرزا غلام أحمد القادياني

ছানাউল্লাহ অমৃতসূরী রহ. ১৯০৮ ইং সনে কাদিয়ানীকে চ্যালেঞ্জ করেন যে, দুজনের মধ্যে যে -মিথ্যুক, তার মৃত্যু আগে হবে। মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে

মিথ্যুকের ধ্বংস কামনা করে আল্লাহর কাছে তিনি অনেক দোয়া করেন। এক বৎসরের মধ্যেই কাদিয়ানীর উপর বদদোয়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হতে থাকে। অন্তিম অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তার শ্বশুর বলেন- "ব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ করলে একরাতে সে চিল্লাতে থাকে। জ্বালাময়ী যন্ত্রণা হচ্ছিল -অবস্থা দেখে তা-ই বুঝতে পারলাম। আমাকে দেখে সে বলতে থাকে যে, আমি কলেরা-য় আক্রান্ত হয়ে গেছি। এরপর মরণ অবধি সে আর কোন বাক্য উচ্চারণ করতে পারেনি।

ত্রিশজন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই একের পর এক মিথ্যা নবী দাবীকারী মিথ্যুক প্রকাশ হতে থাকবে। এ তালিকায় সবশেষে আছে কানা দাজ্জালের নাম। ঈসা বিন মারয়াম আ. কর্তৃক কানা দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা শেষ হবে না।

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে, নবী করীম সা. আমাদেরকে মিথ্যুকদের সংখ্যা ত্রিশজন বলে গেছেন। অথচ ইতিহাস এবং প্রেক্ষাপটে তো এর সংখ্যা আরো বেশি দেখা যায়।

উত্তরঃ মূলত আত্মপ্রকাশ ঘটবে অনেক মিথ্যুকের। তন্মধ্যে যাদের প্রসিদ্ধি এবং অনুসারী বেশি হবে, এদের সংখ্যা ত্রিশজনের মত। অপ্রসিদ্ধ মিথ্যুকদের কথা রাসূল গণা-য় ধরেননি।।

১২
শান্তি, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার জয়-জয়কার

প্রথমদিকে ইসলামের গণ্ডি মক্কা-মদিনায় সীমাবদ্ধ থাকা-কালে শত্রুদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয় মুসলমানদের। নবী করীম সা. বলে গেছেন, সময় যত-ই গড়াবে, কেয়ামত যত-ই সন্নিকটে আসবে -শান্তি, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতার ততই জয়-জয়কার হবে। এরশাদ করেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আরবের ভূমি সবুজ-শ্যামল পরিবেশ ও নদীনালায় পূর্ণ হয়ে উঠে। মক্কা নগরী থেকে সুদূর ইরাক পর্যন্ত মানুষ নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। পথ হারানো ছাড়া কোন ভয় থাকবে না। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সংঘাত বেড়ে যাবে। সংঘাত কি হে আল্লাহর রাসূল? প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বলেন- অধিক হত্যাযজ্ঞ!" *(মুসনাদে আহমদ)*

অপর হাদিসে- "নবী করীম সা. -আদী বিন হাতিম রা.-কে লক্ষ করে বলতে থাকেন- হে আদী! তুমি কি -হাইরা (কূফা থেকে তিন মাইল দূরে ইরাকের একটি) নগরী দেখেছ? (আদী বিন হাতিম বলছেন-) বললাম- না..! তবে শুনেছি! নবীজী বললেন- আয়ু দীর্ঘায়িত হলে তুমি দেখতে পাবে যে, মহিলারা -হায়রা- থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। পথিমধ্যে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।" *(বুখারী)*

অচিরেই ধনসম্পদের আধিক্য ঘটবে, জুলুম-অত্যাচারের সমাপ্তি ঘটবে, বিশ্বময় শান্তির জয়গান বেজে উঠবে। এ সবই ইমাম মাহদী এবং হযরত ঈসা আ.-এর জমানায়। (আল্লাহই ভাল জানেন)

১৩
হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুন্ড প্রকাশ

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ। উলামায়ে কেরাম এবং ঐতিহাসিকদের ঐক্যমত্যে ঘটনাটি ৬৫৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না হেজায ভূমি থেকে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ হবে, যার আলোতে সুদূর বছরা-য় (ইরাকের) উষ্ট্রীর স্কন্ধ আলোকিত হয়ে উঠবে।" *(বুখারী)*

তিন মাস পর্যন্ত আগুনটি অবিরাম জ্বলছিল। মদিনার মহিলারা আগুনের আলোতে নৈশ-গল্পের আসর জমাত।

৬৫৪ হিজরীতে হাররা থেকে উত্থিত বিশাল আগুনে পুড়ে যাওয়া এলাকার দৃশ্যে ভূ-পৃষ্ঠে আজো স্পষ্ট হয়ে আছে

ঘটনার বিবরণ দিয়ে গিয়ে আবূ শামা বলেন- "৬৫৪ হিজরী সনের ৩ জুমাদাল উখরা বুধবার দিবাগত রাতে মদিনার দিক থেকে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড ভড়কে উঠে। তিনদিন পর্যন্ত মদিনায় খানিক পর পর ভূমিকম্প অনুভূত হতে থাকে। এর পরক্ষণে হাররা প্রান্তরে বনূ কুরায়যার সন্নিকটে আরো একটি বিশাল অগ্নির সূত্রপাত ঘটে, যার আলোতে রাত্রিকালে-ও মদিনার সমস্ত অলিগলি আলোকিত থাকত। দেখে মনে হচ্ছিল যেন আগুনের এক বিশাল শহর মদিনার দ্বারপ্রান্তে এসে দাড়িয়েছে।" *(তাযকিরা)*

ইমাম নববী রহ. বলেন-“৬৫৪ হিজরীতে মদিনার পূর্বদিকে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত।”

ইবনে হাজার রহ. বলেন- “হাদিসে উল্লেখিত আগুন বলতে ৬৫৪ হিজরী সনে প্রকাশিত সেই আগুনই উদ্দেশ্য। ইমাম কুরতুবী রহ.-এর মত আমার-ও একই মতামত।”

ভস্মিত মুলাইছা পর্তব। সর্বশেষ ৬৫৪ হিঃ (১২৫৬ ইং) সনে প্রচণ্ড ভূ-কম্পন ও ভয়াবহ বিস্ফোরণসহ সেখানে আগুন ভড়কে উঠেছিল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে সেই আগুন প্রায় দু'মাস পর্যন্ত প্রজ্জলিত ছিল। দ্রবীভূত নির্যাস দক্ষিণে প্রায় ২৩ কিঃ মিঃ দুরত্ব পর্যন্ত পৌঁছেছিল, বর্তমান মদীনা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত অগ্নি-সীমা বিস্তৃত ছিল। মদীনার দিকে ১২ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এগিয়ে উত্তরে মুড় নিয়েছিল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯১৬ মিটার উপরে আগুনের উচ্চতা পৌঁছেছিল।

১৪
তুর্কীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ

বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অত্যধিক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। তন্মধ্যে তুর্কীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধটি হাদিসে বিশেষভাবে উল্লেখ হয়েছে। সাহাবীদের যুগে-ই বনি উমাইয়ার শাসনামলে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। তুর্কী সম্প্রদায় পরাজিত হলে মুসলমানগণ তাদের থেকে প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ অর্জন করে।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে। (তাদের নিদর্শন হল-) ছোট ছোট চোখ, রক্তিম (লাল) চেহারা, চ্যাপটে নাক, স্থুল বর্ম সদৃশ (গোলাকার) চেহারা। কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পশমের জুতা পরিধানে অভ্যস্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।"

মোগল বংশীয়দের চেহারায় হাদিসে বর্ণিত গুণাগুণ স্পষ্ট।

বর্ম। যুদ্ধে তরবারী ও বর্ষার আঘাত প্রতিহত করতে ব্যবহৃত হত

এর মাধ্যমে- (আল্লাহই ভাল জানেন) তাতারি (মোগল) সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। ১২৫৮ ইং সনে পুরো ইসলামী বিশ্বে আগ্রাসন চালিয়ে মুসলমানদের রক্তে -সাগর নদীগুলো রক্তিম করে তুলে। কিন্তু পরিশেষে সদলবলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

মোগল অশ্বারোহী

৬০২ হিজরীতে তাতারীদের রাজ্য ও উৎপত্তিস্থল। বর্তমান গণচীন ও আশপাশের দেশসমূহ

মোগলদের পরিধেয়

মোগল সৈনিক

শাম দখলের পর তাতারী (মোগল) রাজ্যের চিত্র

মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান

বাগদাদ অবরোধে তাতারদের আগমন-পথ

১৫
চাবুকে আঘাতকারী অত্যাচারী ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ

কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, অত্যাচারী শাসকদের সহায়তাকারী ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ। ষাঁড়ের লেজ সদৃশ এক প্রকার চাবুক দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। চাবুক পশম থেকেও হয়, বৃক্ষের ঢাল থেকেও চাবুক হয়, বৈদ্যুতিক চাবুকও পাওয়া যায় এবং রবার-এর প্রসারণ-যোগ্য চাবুকও প্রচলিত আছে।

আবূ উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "শেষ জমানায় এমন কিছু লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাদের সাথে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ এক প্রকার চাবুক থাকবে। আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে তারা সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "আমার উম্মতের দুই প্রকার লোককে এখনো আমি দেখিনি- ১) যাদের হাতে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। তা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে..." *(মুসলিম)*

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "আয়ূ থাকলে তুমি এমন কিছু লোককে দেখতে পাবে, যারা আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের মধ্য দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে। তাদের হাতে ষাঁড়ের লেজ সদৃশ কিছু একটা থাকবে।" *(মুসলিম)*

খুব-ই অত্যাচারী হবে। দুশ্চরিত্রের দরুন তারা আল্লাহর অভিশাপের পাত্রতে পরিণত হবে।

১৬
অধিক-হারে সংঘাত (হত্যাযজ্ঞ)

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে সংঘাত এবং হত্যাযজ্ঞ অত্যধিক-হারে বেড়ে যাওয়া। এমনকি একে অপরকে হত্যা করবে, হত্যাকারী জানবে না- কি উদ্দেশ্যে হত্যা করছে। নিহত ব্যক্তিও বুঝবে না- কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হচ্ছে।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে না, যতক্ষণ না একজন অপরজনকে হত্যা করবে। হত্যাকারী জানবে না- কি উদ্দেশ্যে হত্যা করছে। আর নিহত ব্যক্তি বুঝবে না- কি দুষে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হল- এটা কিভাবে সম্ভব হে আল্লাহর রাসূল!? নবীজী বললেন- সংঘাত-কালে এমনটি-ই ঘটবে। হত্যাকারী এবং নিহত উভয়েই জাহান্নামী হয়ে যাবে।" *(মুসলিম)*

ইসলামের তৃতীয় খলীফা আমীরুল মুমেনীন হযরত উসমান বিন আফফান রা. হত্যা ঘটনার মধ্য দিয়ে সংঘাতের সূচনা হয়। বিনা কারণে পর্যায়ক্রমে সংঘাত বাড়তেই থাকে। অদ্যাবধি সে সংঘাত অব্যাহত। অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং গোলাবারুদ আবিষ্কারের ফলে সংঘাত আরো সহজ ও ব্যাপক হয়ে পড়েছে।

■ **শুধুমাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটিত বৃহত্তম যুদ্ধগুলোতে নিহতের পরিসংখ্যান লক্ষ করুনঃ**

১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধঃ নিহত- এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ।
২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধঃ নিহত- পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ।
৩) ভিয়েতনাম যুদ্ধঃ নিহত- ত্রিশ লক্ষ।
৪) রাশিয়া-র গৃহযুদ্ধঃ নিহত- এক কোটি।
৫) স্পেনের গৃহযুদ্ধঃ নিহত- এক কোটি বিশ লক্ষ।
৬) ইরান-ইরাক (প্রথম উপসাগরীয়) যুদ্ধঃ নিহত- দশ লক্ষ।
৭) সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধঃ নিহত- এ পর্যন্ত দশ লক্ষের-ও উপরে।

ইসলামের বিগত চৌদ্দশত বৎসরের পরিসংখ্যান চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিগত একশত বৎসরে-ই সংঘাতের হার কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭
আমানত (বিশ্বস্ততা) অন্তর থেকে উঠে যাবে

প্রতিটি বস্তুকে আপন স্থানে রেখে বিচার করা-ই ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট। এর মধ্যেই -জাতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনগণের কল্যাণ নিহিত। এই মৌলিক বস্তুটি যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন কল্যাণের ঠিক উল্টো দিকটা প্রকাশ হতে শুরু করে। সমাজ সংস্কৃতি সবই বিনাশের মুখে পড়ে যায়। এটা-ই নবী করীম সা. হাদিসের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন।

মানুষের মৌলিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া-ই বিশ্বস্ততা ভঙ্গের মূল কারণ।

হুযায়ফা রা. বলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- "মানুষের হৃদয়ের গহীনে সর্বপ্রথম বিশ্বস্ততার অবতরণ হয়েছিল। অতঃপর কোরআন নাযিল শুরু হলে মানুষ কোরআন এবং হাদিসকে ধীরে ধীরে শিখতে থাকে।" -এরপর নবীজী বিশ্বস্ততা উঠে যাওয়ার কথা বলছিলেন- "মানুষ শয়নে যাবে, ঘুমের মধ্যেই হৃদয় থেকে বিশ্বস্ততা উঠিয়ে নেয়া হবে, কিন্তু তার প্রভাব অন্তরে থেকে যাবে। এরপর মানুষ শয়নে যাবে, আবারো অন্তর থেকে বিশ্বস্ততা উঠিয়ে নেয়া হবে, কিন্তু তার সূক্ষ্ম ছাপ অন্তরে থেকে যাবে। জ্বলন্ত টুকরা চামড়ায় পতিত হলে চামড়াটি ফোলে যায়, কিছুদিন পর তা শুকিয়ে গেলে চামড়ায় যেমন একপ্রকার ছাপ থেকে যায়, অথচ ভেতরে কিছুই নেই, এরপর শুকনা কিছু নিয়ে চামড়ায় লাগিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি..। এরপর মানুষেরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করবে, কেউ কারো বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে না। এমনকি বিস্ময়-কণ্ঠে মানুষ বলতে থাকবে, অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্ত মানুষ আছে। কাউকে সম্বোধন করে বলা হবে যে, লোকটি কত জ্ঞানী! কত ভদ্র! কত সুশীল! -অথচ তার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান নেই।"

হুযায়ফা রা. বলেন- "এমন এক সময় ছিল- যখন -যে কাউকে বায়আত করার সুযোগ থাকত (সবাই বিশ্বস্ত হওয়ার ফলে)। কিন্তু এখন (বিশ্বস্ততা উঠে যাওয়ার ফলে) অমুক অমুক ছাড়া কাউকে আমি বায়আত করব না।"

সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা যখন বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়, তখন নেতৃত্ব-

ও ঘাতকদের হাতে চলে যায়। আর তখনই বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটে। বর্তমান কালে প্রতিটি স্থানে প্রতিটি দেশে বিশ্বাসঘাতকতা ছেয়ে যাওয়ার ফলে যা কিছু ঘটছে, তা কারো অজানা নয়।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, "একদা নবী করীম সা. সাহাবীদেরকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এক বেদুইন এসে -কেয়ামত কখন?- জিজ্ঞেস করল। নবীজী তার কথায় কান না দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবস্থা দেখে কেউ কেউ ধারণা করল- নবীজী হয়ত শুনেও উত্তর দিতে আগ্রহী না হওয়ায় কিছু বলছেন না। অন্যরা ধারণা করল, বেদুইনের কথাই নবীজী হয়ত শুনেননি। আলোচনা শেষ করে প্রশ্নকারী কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে বেদুইন বলল- এই তো আমি এখানে হুজুর! বললেন- 'যখন বিশ্বস্ততা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে। বলল- বিশ্বস্ততা কিভাবে নষ্ট হবে? বললেন- 'যখন অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে নেতৃত্ব চলে যাবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর।" *(বুখারী)*

কেয়ামতের এই নিদর্শনটি সম্প্রতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সামাজিক পদ, স্কুল-কলেজ এমনকি সরকারী মন্ত্রণালয় পদে-ও আজ অযোগ্য ব্যক্তিদের ছড়াছড়ি। যে সকল পদে আজ বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দরকার ছিল, সেখানেই বিশ্বাসঘাতকরা সাপের মত ফনা তুলে বসে রয়েছে।

নবী করীম সা.-এর বাণী যে অবশ্যই বাস্তবায়িত হওয়ার ছিল...!

১৮
পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ

মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে সবচে বেশি যে ফেতনাটি আজকাল চোখে পড়ছে, তা হচ্ছে অন্ধ অনুসরণ। ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রচার-কৃত কৃষ্টি-কালচার এবং ফ্যাশনের শতভাগ বাস্তবায়ন।

নবী করীম সা. বর্ণনা করে গেছেন যে, তাঁর উম্মতের একদল লোক আচরণ, অভ্যাস ও জীবনাচারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট ইহুদী-খৃষ্টান জাতিকে হুবহু অনুসরণ করবে।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির হুবহু অনুসরণ শুরু করবে। এমনকি তারা যদি এক হাত সামনে গিয়ে থাকে, আমার উম্মতও যাবে। এক গজ পেছনে গিয়ে থাকে, আমার উম্মতও তাই করবে। 'পারস্য ও রোম জাতির মত?' জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- তা না হলে আর কাদের মত!?" *(বুখারী)*

তন্মধ্যে সিংহভাগ বৈশিষ্ট্য তো ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে, যে গুলো বাকী আছে, সেগুলো-ও মুসলমানদের ভেতর চলে আসবে বলে মনে হচ্ছে। আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অবশ্যই তোমরা পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতির হুবহু অনুসরণ শুরু করবে। তারা যদি একহাত সামনে গিয়ে থাকে, তোমরাও যাবে। একগজ পেছনে গিয়ে থাকলে তোমরাও তাই করবে। এমনকি তারা যদি কোন সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও সাপের গর্তে প্রবেশ করবে। 'ইহুদী-খৃষ্টানদের মত?' জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- তা না হলে আর কাদের মত !?" *(বুখারী-মুসলিম)*

কাযী ইয়ায রহ. হাদিস-দ্বয়ের ব্যাখ্যায় লেখেন- "এখানে গজ, বিঘা, সাপের গর্তে প্রবেশ -বলে পরিপূর্ণ অনুকরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।" *(ফাতহুল বারী)*

ইহুদী-খৃষ্টানদের অন্ধ অনুকরণ বলতে এখানে -তাদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক কিংবা তাদের আবিষ্কৃত পণ্যদ্রব্য ব্যবহার উদ্দেশ্য নয়; বরং অন্ধ অনুকরণ বলতে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, সমাজ সংস্কৃতি, অশ্লীলতা-নোংরামি,

সুদযুক্ত অর্থনীতিতে অবাধ লেনদেন ইত্যাদির অনুকরণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

১৯
দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম

কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে, দাসীর পেট থেকে মনিবের জন্ম গ্রহণ। প্রেক্ষাপটটি এভাবে তৈরি হতে পারে যে, একজন স্বাধীন ব্যক্তির একটি দাসী আছে। সহবাসের ফলে গর্ভবতী হয়ে দাসী একটি পুত্র সন্তানের জনক হয়েছে। পিতা স্বাধীন হওয়ায় ছেলেও বড় হয়ে স্বাধীন হয়েছে। পিতা জীবিত থাকলে মাতা এখনো দাসী-ই রয়ে গেছে। এভাবে পুত্র মনিব-তুল্য হয়েছে।

ফেরেশ্তা জিবরীল আ. যখন নবী করীম সা.কে কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন-ও নবীজী -দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্মগ্রহণ- উত্তর দিয়েছিলেন।" *(মুসলিম)*

কেউ কেউ উদ্দেশ্য করেছেন যে, দাসীরা রাজকুমার জন্ম দেবে। রাজকুমার বড় হয়ে রাজা হলে মাতা তার প্রজার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

অনেকেই বলেছেন যে, শেষ জমানায় ছেলেরা মায়ের সাথে দাস-দাসীর মত আচরণ করবে। মা-কে ঘর থেকে বের করে দেবে। মায়ের খোজ খবর নেবে না। মায়ের কথা ভুলে যাবে। মায়ের অবাধ্য হয়ে যাবে। মাকে গালিগালাজ করবে... ইত্যাদি। ফলে বহিরাগত কেউ দেখলে দাসীর সাথে মনিবের আচরণ ধারণা করবে। (আল্লাহ সকলকে হেফাযত করুন)

২০
স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন মহিলাদের আত্মপ্রকাশ

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার ছড়াছড়ি। রাস্তাঘাটে বের হলেই আজকাল নগ্ন-প্রায় মহিলাদের অবাধ চলাফেরা প্রত্যক্ষ করা যায়। দেহের অনেকাংশ-ই খোলা থাকে -এমন সংকীর্ণ বস্ত্র পরে তারা পুরুষদের সামনে বেহায়ার মত চলাফেরা করে। বাহ্যত তারা বস্ত্র-বাহী হলেও ফেতনা ছড়ানো এবং দেহের বিভিন্ন হটাঙ্গ প্রদর্শনের ফলে তারা নগ্ন।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "দুই প্রকার জাহান্নামী সম্প্রদায় এখনো আমি দেখিনিঃ ১) ষাঁড়ের লেজ সদৃশ চাবুক দিয়ে মানুষকে প্রহারকারী অত্যাচারী সম্প্রদায়। ২) আবেদনময়ী বস্ত্র-বাহী নগ্ন নারী সম্প্রদায়। আবেদন সৃষ্টি করতে তাদের মাথাগুলো একপাশে ঝুকিয়ে দেবে। তাদের মাথাগুলো উটের কুজের মত উঁচু দেখাবে। এসব নগ্নপ্রায় মহিলা কখনো জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের কথা; জান্নাতের সুঘ্রাণও তাদের কপালে জুটবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ তো এত....এত.... দূর থেকেই অনুভব করা যায়।" *(মুসলিম)*

২১
সুউচ্চ বাড়িঘর নির্মাণে নগ্নপদ নগ্নদেহ আরব্য রাখালদের প্রতিযোগিতা

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত কেয়ামতের ঘটিত নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে নগ্নপদ নগ্নদেহ রাখাল (আরব)দের বাড়িঘর সুউচ্চ করণ প্রতিযোগিতা। কে কার চেয়ে উঁচু করে বিল্ডিং নির্মাণ করতে পারে.. কে কার চেয়ে বেশি ডিজাইন/স্টাইল করে বাংলো বানাতে পারে..। অথচ এইতো কিছুদিন পূর্বেই তারা ছিল মেষপালের রাখাল। গায়ে ছিল না বস্ত্র, পায়ে ছিল না জুতো।

উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে -ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সংক্রান্ত আলোচনার পর নবী করীম সা. কেয়ামতের নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

"দাসীর গর্ভ থেকে মনিবের জন্ম হবে এবং নগ্নপদ নগ্নদেহ রাখালদের -সুউচ্চ বাড়িঘর নির্মাণে প্রতিযোগিতায় মত্ত দেখবে।" *(মুসলিম)*

অপর হাদিসে- "দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত অভাবী লোকদেরকে নেতৃত্বের পদে দেখতে পেলে সেটাই হবে কেয়ামতের নিদর্শন। দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, অভাবী, নগ্নপদ ও নগ্নদেহ রাখাল বলতে আপনি কাদের বুঝাচ্ছেন? প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বলেন- আরব জাতি।" *(মুসনাদে আহমদ)*

মানুষের উপকার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কল-কারখানা, কোম্পানি, টাওয়ার বা কোন বিল্ডিং উঁচু করে নির্মাণে দুষের কিছু নেই। তবে যদি তা পরস্পর অহংকার প্রকাশ, বা বহির্বিশ্বের সামনে দেশীয় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে অবশ্যই তা বৈধতার গণ্ডিতে পড়বে না।

হাদিসে বাড়িঘর উঁচু বলতে উপরের দিকে বিল্ডিংয়ের স্তর বা তলা বৃদ্ধি করা, নিত্য নতুন কারুকার্যে সুশোভিত করা, মাত্র এক/দুই জনের জন্য বিশাল বাংলো নির্মাণ করে আসবাবপত্র বৃদ্ধি করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

এ সব কিছুই ধন সম্পদ ও বিলাসিতার বর্তমান জমানায় অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

হাদিসে উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাহাড় পর্বত এবং সুদূর মরু প্রান্তরের রাখালেরা ছাগলের রাখালি ছেড়ে উঁচু উঁচু টাওয়ার নির্মাণে মত্ত হয়ে উঠবে। সকলেই চাইবে আমার-টা সবার চেয়ে উঁচুতে থাকুক!

বর্তমান আরব দেশগুলোতে এটা ব্যাপক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। প্রত্যেকটি দেশ-ই চাইছে, বিশ্বের সবচে দীর্ঘতম টাওয়ারটি তার দেশে হোক! এর জন্য যত টাকা দরকার হয়, খরচ করতে রাজী।

সম্প্রতি ১৬০ তলা বিশিষ্ট বিশ্বের সর্ববৃহৎ -"বুরজ আল-খলীফা-" টাওয়ারটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই-তে অবস্থিত। এদিকে সৌদি সরকার বিশ্বের সর্ববৃহৎ ৩০০ তলা বিশিষ্ট টাওয়ার নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে ইতিমধ্যেই নির্মাণ কাজ শুরু করে দিয়েছে।

২২
ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব-বোধ বজায়ের লক্ষ্যে আল্লাহ পাক সালামের বিধান চালু করেছেন। ছোট -বড়কে সালাম দেবে, ধনী -গরিবকে সালাম দেবে, আরব -অনারবকে সালাম দেবে, সাদা -কালোকে সালাম দেবে। পরিচিত অপরিচিত সকলকেই সালাম দিবে।

নবী করীম সা. বলেন- "পরিপূর্ণ মুমিন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পরস্পরের প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও সম্প্রীতি পোষণ না করা পর্যন্ত তোমরা মুমিন-ও

হতে পারবে না। কিভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে সেই রহস্য কি তোমাদের বলব?! 'বেশি বেশি সালাম দাও! আগে-ভাগে সালাম দাও!' *(মুসলিম)*

ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান কিংবা শুধু পরিচিত বুঝে সালাম প্রদান -কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। অথচ ইসলামী বিধান হচ্ছে, পরিচিত অপরিচিত সকলকেই সালাম দিতে হবে।

আবূ জাদ বলেন- ইবনে মাসউদ রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ-কালে এক ব্যক্তি বলল- আস সালামু আলাইকুম হে আব্দুল্লাহ! সালাম শুনে ইবনে মাসউদ রা. বলে উঠলেন- "নবীজী সত্য-ই বলেছেন। আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি- "কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে- মানুষ মসজিদে গমন করবে, কিন্তু (তাহিয়্যাতুল মসজিদের) দুই রাকাত নামায আদায় করবে না এবং পরিচিত ছাড়া কাউকে সালাম দিবে না।" *(সহীহ বিন খুযাইমা)*

বুখারী-মুসলিমের বর্ণনায়- এক ব্যক্তি নবীজীকে -"ইসলামের কোন কাজটি সবচে ভালো-" জিজ্ঞেস করলে নবীজী বলতে লাগলেন- "অসহায়কে খাদ্যদান এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান।"

২৩ ২৪ ২৫

ব্যাপক বাণিজ্য, স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায় স্ত্রীর অংশগ্রহণ, সারা বাজারে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর প্রভাব

অর্থাৎ বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে। পদ্ধতি সহজ হয়ে যাওয়ায় সকল মানুষ ব্যবসায় অংশীদার হয়ে যাবে (এমএলএম পদ্ধতির কথা চিন্তা করুন!)। এমনকি স্ত্রী-ও স্বামীর সাথে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করবে। উভয় নিদর্শন-ই এক-ই সাথে এক-ই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

বাজারের দৃশ্য।

নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ব্যক্তি বিশেষে সালাম দেয়া
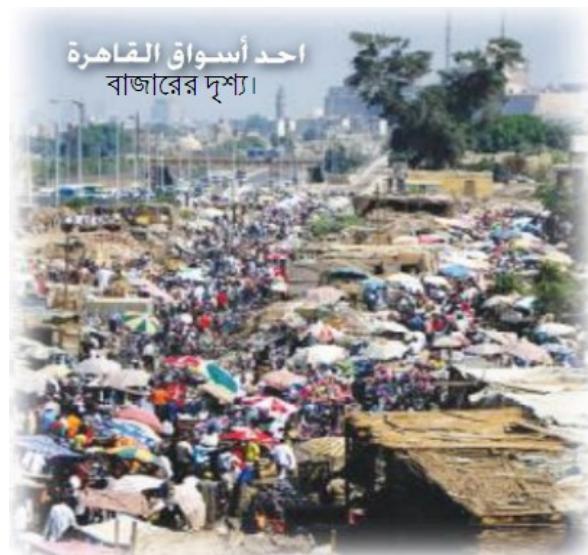
হবে, বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যাবে এমনকি ব্যবসায় স্ত্রী -স্বামীকে সহযোগিতা করবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে (তাদের খোঁজখবর নেয়ার সময় থাকবে না), মিথ্যা সাক্ষ্য -মহামারীর আকার ধারণ করবে, সত্য সাক্ষ্য গুম করা হবে এবং (মৌখিক দাওয়াতের তুলনায়) লেখালেখি বেশি হতে থাকবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

আমর বিন তাগলিব রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- "কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে, ধন সম্পদের ব্যাপক ছড়াছড়ি, ব্যাপক বাণিজ্য, ব্যাপক মূর্খতা -একজন অপরজনের কাছে ক্রয় বিক্রয় কালে বলবে- অমুকের সাথে বুঝাপড়া না করে লেনদেন করব না। সারা গ্রাম তালাশ করেও লেখতে জানে -এমন কাউকে পাওয়া যাবে না।" *(সুনানে নাসায়ী)*

হাদিসে বুঝাপড়া বলে মূলধনের অধিকারী বড় বড় ব্যবসায়ী বা আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক তৃণমূল ব্যবসায়ীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা-ই মূলত বাজার-দর কন্ট্রোলে রাখবে, যদ্দরুন ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা বিনা অনুমতিতে ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

অথবা অন্য ব্যবসায়ীর সদিচ্ছার উপর ক্রয়-বিক্রয়ে শর্তারোপ থাকবে।

অপর হাদিসে- লেখালেখি অধিক হয়ে যাবে। এই হাদিসে- লেখতে জানে এমন কাউকে পাওয়া যাবে

না। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, কেবল উচ্চারণে-ই অটো-লিপি হয়ে যায় -এরকম প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে এমন প্রজন্ম আসবে -যারা তারা হস্তলিপি বুঝবে না বা লেখতে পারবে না -হাদিসের মাধ্যমে তা উদ্দেশ্য হতে পারে।

অথবা হালাল-ব্যবসা সংক্রান্ত বিধি-বিধান জানে এবং মানুষের মাঝে সবকিছু ন্যায়সঙ্গত ভাবে লিখে বণ্টন করতে পারে -এমন কাউকে পাওয়া যাবে না।

২৬
ব্যাপক মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান

মামলা মোকদ্দমায় বা বিচার সালিশে সাক্ষ্যদান-কালে মিথ্যা কথা বলা মহা অপরাধ। কবিরা গুনাহের অন্যতম।

নবী করীম সা. বলেন- "সবচে বড় কবিরা গুনাহ কি- তোমাদের বলব? (এভাবে তিনবার বললেন) সাহাবায়ে কেরাম বললেন- বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! বললেন- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, (এতক্ষণ দাড়িয়ে ছিলেন, এবার হেলান দিয়ে বসে বলতে লাগলেন-) এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।" *(বুখারী-মুসলিম)*

শুধু বিচারক বা জজ সাহেব বরাবর মিথ্যা বলা-ই এখানে উদ্দেশ্য নয়; সব ধরনের সাক্ষীর ক্ষেত্রেই তা

প্রযোজ্য হবে। একে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা তুহমত লাগানো। কর্মক্ষেত্রে, অফিসে, কোম্পানিতে বা সংস্থায় প্রধানের কাছে কর্মীদের ব্যাপারে মিথ্যা বলা। কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের ব্যাপারে টিচারের কাছে মিথ্যা রিপোর্ট দেয়া। সন্তানের ব্যাপারে পিতা বরাবর মিথ্যা বলে পাঠানো -সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

অপর হাদিসে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এবং মিথ্যা শপথ করে মানুষের অধিকার হরণ থেকে কঠোর সতর্ক করা হয়েছে। নবী করীম সা. বলেন- "মিথ্যা শপথ করে যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের মাল হরণ করল -গোস্বান্বিত অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।" অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন- "যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না।" *(সূরা আলে ইমরান-৭৭) (বুখারী)*

আবূ উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মিথ্যা শপথ করে যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের সম্পদ হরণ করল, তার উপর আল্লাহ তালা জাহান্নামকে আবশ্যক করে দেবেন, জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন।" এক ব্যক্তি বলল- সামান্য হলেও? বললেন- কাঁটা গাছের মূল্যহীন সামান্য ঢাল হরণ করলেও..!!"

২৭
সত্য সাক্ষ্য গোপন

আল্লাহ তালা প্রতিটি মুসলমানকে -জালেম বা মজলুমকে সাহায্য করার আদেশ করেছেন। জালেমকে জুলুম থেকে বারণ করতে হবে আর মজলুমকে জালেমের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। অপরদিকে সত্য সাক্ষ্য গোপনকে হারাম করেছেন।

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ

হবে।" *(সূরা বাকারা-২৮৩)*

শেষ জমানায় মানুষ অন্যায়ভাবে একে অপরের অধিকার ভোগ করতে থাকবে। ব্যক্তি-স্বার্থ রক্ষায় জেনেও সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে। এটাই কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

২৮

সুশিক্ষার অভাব, ব্যাপক মূর্খতা প্রসারণ

আল্লাহ তালা তাঁর প্রিয়-নবীকে জ্ঞান অন্বেষণের আদেশ করেছেন -"বল! হে প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন!" *(সূরা ত্বাহা-১১৪)* ঐশী আদেশের প্রেক্ষিতে নবী করীম সা. সবসময় শিখতেন এবং শিক্ষা দিতেন।

অপরদিকে মূর্খতা থেকে নবী করীম সা. মানুষকে বারণ করতেন -"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন- প্রত্যেক রুক্ষ স্বভাবী, রাক্ষস, বাজারে হৈ হুল্লোড়ে অভ্যস্ত, দিনের বেলায় গাধা আর রাতে (আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে) মৃতের মত শয়নোম্মাদ এবং পার্থিব জ্ঞানী কিন্তু আখেরাত বিষয়ে গণ্ডমূর্খ।" *(সহীহ ইবনে হিব্বান)*

সমাজে (আখেরাতের বিষয়ে) মূর্খতা ছেয়ে যাওয়াকে কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নবী করীম সা. বলেন- "নিশ্চয় কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে (ইসলামী) জ্ঞান উঠে যাবে এবং সর্বত্র মূর্খতা ছেয়ে যাবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

অন্যত্র বলেন- "এমন এক কাল আসবে, যখন মানুষ জানবে না -নামায কি! রোযা কি! সাদাকা কি!" *(তাবারানী)*

অধিকাংশ মুসলিম দেশে আজকাল মুসলমানদের জ্ঞানের পরিধি পর্যবেক্ষণ করলে দেখবেন- সবাই সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে জ্ঞানী। কিভাবে কম্পিউটার চালাতে হয়, মোবাইলের বাটন চাপতে হয়, কিভাবে গাড়ী চালাতে হয় -সবাই
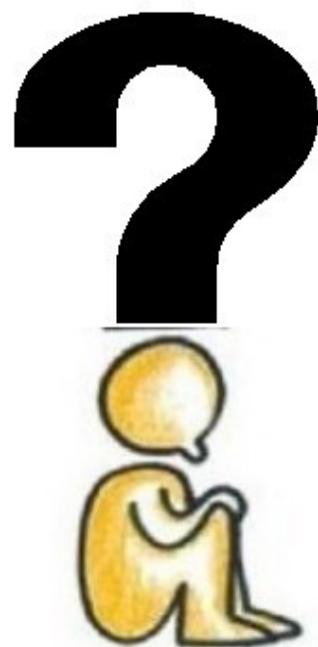
জানে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন- اللّٰہ الصمد শব্দের কি অর্থ? -বলতে পারবে না। নামাযে সহু-সেজদা -কখন, কি কারণে দেয়া লাগে -জিজ্ঞেস করলে মাথায় আসমান ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম।

একবার এক লোক আমাকে প্রশ্ন করল যে, নফল নামায পড়ার জন্যও কি অযু করতে হয়? নাকি অযু শুধু ফরয নামাযের জন্যই..! প্রশ্নটি শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আরো আশ্চর্য হলাম- যখন জানতে পারি যে, সে ইউনিভার্সিটিতে থার্ড ইয়ারের ছাত্র।

এছাড়াও মুসলমানদের ৯৫% মানুষই আজ বিবাহ-তালাক ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত নয়। অথচ সামাজিক জীবনে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিক সম্পৃক্ততা, অনর্থক বিষয়ের সীমাতিরিক্ত ব্যবহার, জ্ঞানের মজলিসে তাদের নিয়মিত অনুপস্থিতি এবং কোরআন-হাদিস থেকে তাদের বিমুখ থাকাটাই এর প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি। (আল্লাহ সবাইকে সতর্ক হওয়ার তওফীক দান করুন)

২৯ ৩০ ৩১

ব্যয়কুণ্ঠতা ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি, ব্যাপক-হারে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ, প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার

ইসলামী সমাজে ব্যয়কুণ্ঠতা ও কার্পণ্যতার মত -মানসিক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "কার্পণ্যতা বেড়ে যাওয়া কেয়ামতের আলামত।" *(তাবারানী)*

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "সবকিছু কঠোর হয়ে যাবে, মানুষের মধ্যে কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে।" *(ইবনে মাজা)*

অন্যত্র নবী করীম সা. বলেন- "সময় দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে, (আখেরাতের জন্য) মানুষের আমল কমে যাবে, অন্তরে কার্পণ্যতা সৃষ্টি হবে এবং

অধিক হারে সংঘাত (হত্যাযজ্ঞ) ঘটতে থাকবে।” *(বুখারী-মুসলিম)*

অপর হাদিসে নবী করীম সা. এরশাদ করেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি পাবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে এবং প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে।” *(মুসনাদে আহমদ)*

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ঐ সত্তার শপথ- যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বস্তকে ঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খদের জনপ্রিয়তা ও মাতব্বরি বেড়ে যাবে।” *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

বর্তমান মুসলিম সামাজিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে সেই দৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ে। আত্মীয়দের খোঁজখবর নেয়ার সময় নেই। আছে না মরে গেছে- আল্লাহই ভাল জানেন। প্রতিবেশীর সাথে অবাধে দুর্ব্যবহার হচ্ছে।

৩২

অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি

অশ্লীলতা বলতে মহিলারা শর্ট ড্রেস পরে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করবে। কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল গালিগালাজ বেড়ে যাবে।

নবী করীম সা. একে কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন- “ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত.! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা বেড়ে যাবে..!”

৩৩
বিশ্বস্তকে ঘাতক আর ঘাতককে বিশ্বস্ত জ্ঞান

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে- বিশ্বস্ততা উঠে যাবে, অযোগ্যদের হাতে নেতৃত্ব চলে যাবে। তদ্রূপ বিশ্বস্তকে ঘাতক আর ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে। সন্দেহ করে বিশ্বস্তের কাছে কেউ আমানত রাখবে না। অপরদিকে ঘাতক, মিথ্যুক, কপট ও লম্পটদেরকে বিশ্বস্ত মনে করা হবে।

নবী করীম সা. বলেন- "ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত.! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না বিশ্বস্তকে ঘাতক আর ঘাতকে বিশ্বস্ত মনে করা হবে...।"

৩৪
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ও মূর্খদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, সমাজ থেকে জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খ ও নির্বোধেরা তাদের স্থল-বর্তি হবে।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ঐ সত্তার শপথ- যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত.! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না অশ্লীলতা ও কার্পণ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বস্তকে ঘাতক এবং ঘাতককে বিশ্বস্ত মনে করা হবে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলুপ্তি ঘটবে। মূর্খদের জনপ্রিয়তা ও মাতব্বরি বেড়ে যাবে।-"

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বা প্রচার মাধ্যমের কল্যাণকে

কাজে লাগিয়ে তারা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। অপরদিকে সম্ভ্রান্ত, গুণী ও উপদেশদাতা ব্যক্তিগণ পর্দার আড়ালে থেকে যাবে, ব্যাপক অশ্লীলতার কারণে মিডিয়া থেকে তারা নিজেদের দূরে রাখবে। ফলে যারা নাচ-গান ভাল করতে পারে, দ্রুত অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে পারে -তারাই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। উৎকৃষ্ট ও প্রতিভাধর কারোর-ই কোন চান্স থাকবে না।

নিদর্শনটি বর্তমান কালে স্বতঃসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।

যদি-ও এখনো কিছু কিছু ভাল ব্যক্তিদের অবস্থান রয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে জ্ঞানী ও দ্বীনের দায়ীদেরকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হচ্ছে। কুরআনের মাহফিলে যথেষ্ট লোক সমাগম হচ্ছে। ইসলামী চ্যানেলে পর্যায়ক্রমে দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে। এমনকি দ্বীনী আলোচনা-অনুষ্ঠানে আজকাল অমুসলিমদের-ও ব্যাপক আনাগোনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারপরও......!!

৩৫
সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারামের তোয়াক্কা বিলুপ্তি

আল্লাহর ভয় যখন অন্তর থেকে লুপ পায়, কাজ-কর্মেও তখন ধর্মীয় অনুভূতি হ্রাস পায়। ধর্মীয় অনুভূতি হ্রাস পাওয়ার ফলে শুরুতে সন্দেহে.. এরপর হারামে লিপ্ত হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে ধন সম্পদ উপার্জনে আর হালাল-হারামের বাছ-বিচার থাকে না। মুসলিম সমাজে আজকাল নিদর্শনটি প্রতিনিয়ত বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করবে না।" *(বুখারী)*

হালাল বা হারাম যে কোন উপায়েই হোক -টাকা পয়সা আমাকে কামাতে-ই হবে -বর্তমান কালে এটি সকলের একমাত্র জীবন-লক্ষে পরিণত হয়েছে।

এ কারণেই আজ হালাল-হারামের বাঁধন ছিড়ে গেছে। মানুষ অবৈধ চাকুরী এবং হারাম ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে গেছে। সিগারেট ব্যবসা, মদের ব্যবসা, মহিলাদের শর্ট ড্রেস বিক্রি, সুদি কারবারি, কু-কর্মীদের জন্য বিলাসবহুল হোটেল নির্মাণ। এগুলো-ই আজকাল অভিজাত ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক বলেছেন- "তোমরা উত্তম বস্তু ব্ক্ষণ কর।-"

আল্লাহ পাক হচ্ছেন পবিত্র, পবিত্র বস্তু ছাড়া তিনি কিছুই গ্রহণ করবেন না। সুদ ও হারামের টাকায় কেনা খাদ্য খেয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হলে জাহান্নাম-ই তার একমাত্র ঠিকানা হবে -এতে কোন সন্দেহ নেই।

অপরদিকে যারা হারাম এবং সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন, তারা আজ অপরিচিত। বরং সুদ গ্রহণে অস্বীকার করতঃ হালাল পথে চলার কারণে হয়ত আজ তার চাকুরীটি-ও খোয়া গেছে। নবী করীম সা. বলেছেন- "যে

ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকল, সে তার দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচিয়ে নিল। পক্ষান্তরে যে সন্দেহযুক্ত কাজকর্মে লিপ্ত হল, সে হারামে লিপ্ত হয়ে গেল।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তওফীক দান করুন!!

৩৬
যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জ্ঞান

মুজাহিদীন কর্তৃক বিনাযুদ্ধে (শত্রুবাহিনী পলায়ন বা আত্মসমর্পণের দরুন) অর্জিত সম্পদ বণ্টনে আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত বিধান প্রণয়ন করেছেনঃ

"আল্লাহ জনপদ-বাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।" *(সূরা হাশর-৭)*

সম্পদ যাতে শুধু বিত্তশালীদের কাছেই সীমাবদ্ধ না থাকে এ কারণে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বিনাযুদ্ধে অর্জিত সম্পদের সুসম বণ্টন-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মানুষ আল্লাহর উপরোক্ত বিধানকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মানবরচিত বণ্টন নীতি প্রয়োগ করবে। ফলে সম্পদ শুধু নেতৃস্থানীয় বিত্তবানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। গরিবদের হাতে পৌঁছবে না। হাদিসে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩৭
আমানতকে খরচের বস্তু জ্ঞান

আমানতের মালকে আল্লাহ পাক বিনা হস্তক্ষেপে মূল মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার আদেশ করেছেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকের নিকট পৌঁছে দাও।-" *(সূরা নিসা-৫৮)*

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে আমানত রক্ষিত থাকবে না। কারো কাছে আমানত

রাখা হলে সে তা খরচ করে ফেলবে। ফেরৎ চাইলে সামনাসামনি অস্বীকার করে দেবে। ফেরৎ দিতে অনীহা করবে।

৩৮ যাকাত প্রদানকে জরিমানা জ্ঞান

দরকার তো ছিল- বছর ঘুরে আসার সাথে সাথেই মানুষ স্বর্ণ ও সম্পদের যাকাত আদায়ে উঠে পড়ে লেগে যাবে। কারণ, যাকাত -সম্পদকে পবিত্র করে দেয়, যাকাত প্রদানে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়।

শেষ জমানায় ব্যয়কুণ্ঠতা বেড়ে যাওয়ার বিত্তবানরা যাকাত আদায়কে এক প্রকার চাঁদা ও জরিমানা মনে করবে। মনের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে সে যাকাত আদায় করবে। সৎ নিয়তের অভাবে আল্লাহ এরকম ব্যক্তির যাকাত কখন-ই গ্রহণ করবেন না।

৩৯ আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ

মুসলমান হিসেবে একজন ব্যক্তির জন্য সবচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা অতঃপর দ্বীন শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করা।

নবী করীম সা. এরশাদ করেন- “যারা মানুষকে কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) শিক্ষা দেয়, তাদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, আসমানের ফেরেশতাকুল, গর্তের পিপীলিকা এবং সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে।” *(তিরমিযী)*

শেষ জমানায় ইসলামী শিক্ষা অবহেলার পাত্রে পরিণত হবে। সকলেই যুগোপযোগী আধুনিক জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত থাকবে। যে কয়জন কুরআন-হাদিসের জ্ঞান চর্চা করবে, তারাও আবার দুনিয়ার আশায়, টাকা কামানোর আশায়; বরং সমাজে সুনাম-সুখ্যাতি পাওয়ার আশায় করবে।

৪০
মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ

কেয়ামতের অন্যতম মৌলিক নিদর্শন হচ্ছে, মানুষ তার জন্মদাতা পিতা-মাতাকে ছেড়ে স্ত্রীর কথায় উঠা-বসা করবে। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মায়ের অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে যাবে। প্রতিটি মুসলিম পরিবার বর্তমানে এ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। অধিকাংশ সময় মা তার ছোট্ট কুঠিরে পড়ে থাকে, ছেলে পাশের রুমে থাকা সত্ত্বেও মাকে একনজর দেখার সময় নেই। অথচ স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে সে মহা ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছে। পিতা-মাতা যদি চুপ থাকেন, তবে সেই অবাধ্যতা দিন দিন চরম আকার ধারণ করে। যার নমুনা আমরা প্রতিদিন পেপার-পত্রিকায় পড়ে থাকি।

দীর্ঘ হাদিসটি সামনে উল্লেখ করা হবে ইনশাল্লাহ।

৪১

জন্মদাতা পিতাকে দূরে ঠেলে বন্ধু-বান্ধবকে কাছে আনয়ন

এটাও কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন যে, বন্ধু বান্ধবের সাথে সারাদিন বসে গল্প করবে, তাদেরকে কাছে ডাকবে। কিন্তু পিতার সাথে যে দু একটি কথা বলবে, বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করবে, তার মনে প্রশান্তি দিবে, তার কাছ থেকে দোয়া নেবে- এ যেন মহা বিরক্তিকর বিষয়। বিশেষত পিতা যদি বয়োবৃদ্ধ হয়, তবে তো কোন কথা-ই নেই।

প্রতিটি সন্তানকে তার পিতার অধিকার সম্পর্কে অবগত হতে হবে। আল্লাহ তালা বলেন- "আর তোমরা পিতা-মাতার সহিত নম্র, ভদ্র ও সম্মানজনক আচরণ কর।"

৪২

মসজিদে চিল্লাচিল্লি ও ব্যাপক হৈ হুল্লোড়

মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর ঘর। সবসময় সেখানে নীরবতা ও প্রশান্তিময় পরিবেশ বিরাজ থাকা চাই। কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, মসজিদগুলোতে দুনিয়াবি কথাবার্তা, হৈ হুল্লোড় ও বাক-বিতণ্ডা বেড়ে যাবে।

৪৩

গোত্রীয় নেতৃত্বে পাপিষ্ঠদের আগমন

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যোগ্য হচ্ছে জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হল- পাপিষ্ঠ-রা নেতৃত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। বংশীয় মর্যাদা, ধন সম্পদ বা এলাকায় সীমাহীন প্রতাপের দরুন তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস পাবে না।

৪৪

সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সমাজের নেতা

পূর্বের নিদর্শনের সাথে যথেষ্ট সামঞ্জস্য-পূর্ণ। সর্ব বিষয়ে এমন ব্যক্তিদেরকে নেতা মানবে, যারা নগণ্য ও নিকৃষ্ট স্তরের লোক। দুরবস্থা বা সমাজে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা-ই এর জন্য দায়ী হবে।

৪৫

আক্রমণের ভয়ে সম্মান

দাঙ্গাবাজ এবং সন্ত্রাসীদের হাতে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চলে যাবে। মনে মনে ঘৃণা করলে-ও অনিষ্টতা ও আক্রমণের ভয়ে সর্বসাধারণ তাদেরকে সম্মান ও স্যালুট করতে বাধ্য হবে।

■ উপরোক্ত কতিপয় নিদর্শনের বিবরণ এক হাদিসেই বর্ণিত হয়েছেঃ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “নিম্নোক্ত নিদর্শনগুলো প্রকাশ হতে দেখলে -লাল বাতাস, ভূ-কম্পন, ভূমিধ্বস, রূপ-বিকৃতি, পাথর-বর্ষণ এবং ছিঁড়ে যাওয়া তছবিহ-র দানার মত দ্রুত একের পর এক কেয়ামতের নিদর্শন বাস্তবায়নের অপেক্ষা করঃ

১ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জ্ঞান
২ আমানতকে খরচের বস্তু জ্ঞান
৩ যাকাতকে জরিমানা জ্ঞান
৪ আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ
৫ মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ
৬ পিতা-কে দূরে ঠেলে বন্ধু বান্ধবকে কাছে আনয়ন
৭ মসজিদের ভেতর উচ্চস্বরে হৈ হুল্লোড়
৮ গোত্রীয় নেতৃত্বে পাপিষ্ঠদের আগমন
৯ সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের হাতে জাতির নেতৃত্ব
১০ আক্রমণের ভয়ে সম্মান
১১ হরেক রকম বাদ্য-যন্ত্র ও অশ্লীল নর্তকীদের আত্মপ্রকাশ
১২ ব্যাপক হারে মদ্য-পান
১৩ পরবর্তী উম্মত কর্তৃক পূর্ববর্তী উম্মতকে গালমন্দ ও অভিশাপ দান।"
(তিরমিযী)

৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯

মেয়েদের সাথে মেলামেশা, রেশমি কাপড় পরিধান, মদ্য এবং গান-বাজনা বৈধ জ্ঞান

ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর মধ্যে -ভ্যাবিচার, মদ্য পান, অশ্লীল নৃত্য, পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শেষ জমানায় একদল মুসলমান এই হারাম বিষয়াবলীকে হালাল মনে করে অবাধ ব্যবহার শুরু করবে। নবী করীম সা. একে কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিকটতম নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন।

রেশমের এই হারাম পোশাক বর্তমানে যুব সমাজের ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে

হালাল জ্ঞান -দু-ভাবে হতে পারেঃ

১ মনে প্রাণে এগুলোকে হালাল মনে

করা।

২ অথবা অধিকাংশ মানুষ-ই এতে লিপ্ত হয়ে যাবে। গুনাহ করার সময় সংকোচ লাগবে না।

আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা, রেশমী কাপড় পরিধান, মদ্য পান এবং গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে। আরেক দল উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে মেষপাল নিয়ে অবতরণ করবে, তাদের কাছে ফকির এসে সাহায্যের আবেদন করলে তারা বলবে- আগামীকাল এসো!, এসকল ব্যক্তিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন, সুউচ্চ পাহাড় (ধ্বসে) তাদের উপর আপতিত হবে। অপর দলকে আল্লাহ (কেয়ামত পর্যন্তের জন্য) শুকর-বানরের আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেবেন।" *(বুখারী)*

অনেক মুসলিম দেশে আজ ভ্যাবিচার ও মদ্য-পান রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করে দেয়া হয়েছে। সরকারী অনুমোদন নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় বেশ্যা-পাড়া গড়ে উঠেছে। হোটেলগুলোতে সুন্দরী নারীদের দিয়ে ভ্যবিচারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

আজকাল দিনে-দুপুরে অলিতে গলিতে অবাধ মদ্য-পান চলছে। অনেক মুসলিম দেশ -মদের ব্যবসা এবং বাজারে বিদেশী মদের আমদানিকে বৈধ ঘোষণা করেছে।

মুসলিম বিশ্বে এভাবেই আজকাল অবাধে মদ বিক্রি চলছে

আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অবশ্যই আমার উম্মতের একদল -মদ্যপানে লিপ্ত হবে। (ব্যবসার সুবিধার্থে) মদের নামকে তারা পরিবর্তন করে দেবে। তাদের মাথার উপর গান-বাজনা এবং

নর্তকীদের নৃত্যানুষ্ঠান শোভা পাবে। আল্লাহ তালা তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেবেন। কতিপয়কে শুকর-বানরে পরিবর্তন করে দেবেন।” *(ইবনে মাজা)*

বর্তমান সময়ে গান-বাদ্য এবং অশ্লীল মিউজিক -মানুষের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হওয়ার ফলে অন্তরে কপটতার ব্যাধি সৃষ্টি হচ্ছে। এই কপটতা-ই মানুষকে -নামায, আল্লাহর স্মরণ, কুরআন পাঠ এবং কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ করে দিয়েছে। আল্লাহ তালা বলেন- “একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করতে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।-” *(সূরা লুকমান-৬)*

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত আয়াতে -“অবান্তর কথাবার্তা-” বলতে গান-বাজনা এবং বাদ্যযন্ত্র উদ্দেশ্য বলেছেন। হাদিসে গান-বাদ্য শ্রবণকে নবী করীম সা. -ভ্যাবিচার এবং মদ্য পানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

ব্যাপকভাবে গান-বাজনা এবং আধুনিক মিউজিককে কেন্দ্র করে প্রতিদিন নিত্যনতুন স্যাটেলাইট মিউজিক-চ্যানেল আবিষ্কৃত হচ্ছে। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার বিশেষ মিউজিক রেডিও-ষ্টেশন গড়ে উঠছে। এগুলোতে কোন সংবাদ বা ভাল কিছু প্রচারিত হচ্ছে না।

এটা-ই কেয়ামত ঘনিয়ে আসার

অন্যতম নিদর্শন, যা নবী করীম সা. বহুকাল পূর্বেই আমাদেরকে বলে গেছেন। সকল মুসলমানকে এগুলো থেকে সতর্ক হতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন- "পানি সিঞ্চনে যেমন ফসল বেড়ে উঠে, তেমনি গান-বাদ্য শুনার ফলে অন্তরে কপটতা (নেফাকী) গড়ে উঠে।"

৫০

(তীব্র সঙ্কটের ফলে) মানুষের মৃত্যু কামনা

বিপদাপদ, ফেতনা, ব্যাপক সংঘাত এবং জুলুম-অত্যাচারের জমানা আসবে বলে নবী করীম সা. আগেই সতর্ক করে গেছেন। এমনকি সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তি -মৃত বন্ধুর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতে থাকবে- "হায়! আমি যদি বন্ধুর স্থানে (কবরের ভেতর) থাকতাম..!"

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তি -কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আফসোস করে বলতে থাকবে- "হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম!" *(বুখারী-মুসলিম)*

ইবনে মাসউদ রা. বলেন- "মৃত্যু যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত, তবে মানুষ মৃত্যুকে কিনে ফেলত-" এমন সঙ্কটাপন্ন কাল অচিরেই তোমাদের উপর আবর্তিত হবে।"

এক হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- "সঙ্কটে পড়ে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে।"

উভয় হাদিসের মাঝে বাহ্যিক বৈপরীত্য দেখা গেলে-ও মূলত কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, শেষ জমানায় -দুনিয়া থেকে নিরাশ হয়ে নয়; বরং অপরাধ-ভরা সমাজ এবং ঈমান হরণকারী ফেতনাসমূহ থেকে নিস্তার পেতে

আল্লাহর দরবারে সরাসরি মরণ প্রার্থনা করা হবে।

প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে-ই এমন যাতনা-র উদ্রেক হওয়া আবশ্যক নয়। বরং রাষ্ট্র-ভিত্তিক পরিস্থিতি এবং মাত্রা বুঝে এগুলো ঘটতে থাকবে। সবার ঈমান তো আর সমান নয়! যার ঈমান যত বেশি, কষ্ট ও ফেতনার মুকাবেলায় তার ধৈর্য-ও তত বেশি হবে।

৫১

যখন মানুষ –সকালে মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে

ফেতনা এবং স্বভাব বিবর্তনের দরুন মানুষের চেতনার-ও বিবর্তন ঘটবে। মনো-চাহিদা পূরণের জন্য সমাজে পাপাচার ছেয়ে যাবে। অবাধ পাপাচারে লিপ্ত হওয়ায় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ক্রমাগত ফেতনা আসার আগে-ই যা আমল করার -করে ফেলো।! মানুষ তখন সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় নিজের ঈমানকে সে বিক্রি করে দেবে।" *(বুখারী)*

উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. মানুষকে দ্রুত আমল করার তাগিদ দিয়েছেন। কারণ, অচিরেই এমন সব ফেতনার আবির্ভাব হবে, যা মানুষকে সৎ কাজ থেকে বিমুখ করে দেবে। অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায় কালো ফেতনায় লিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ঈমানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে।

মুসলমানদের ঈমান তখন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে, মূর্খতা-বশত ঈমান নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হবে। এমন কথা বলবে- কাফের হয়ে যাবে। সামান্য

মুনাফা-য় ঈমানকে বিক্রি করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। বর্তমান প্রেক্ষাপট চিন্তা করলে এ-সবকিছু সুপরিচিত মনে হয়।

৫২
মসজিদ কারুকার্যকরণ প্রতিযোগিতা

মসজিদ নির্মাণের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করতে সঠিকভাবে এবাদত পালনের সুযোগ তৈরি করা। বাহ্যিক কারু-কার্যকরণ যথাসম্ভব কমিয়ে নামাযের গুরুত্ব এবং ইসলামী শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা।

কিন্তু শেষ জমানায় মানুষ প্রচুর পরিমাণে মসজিদ নির্মাণ করবে, নানান কারুকার্য ও হরেক রকম ডিজাইন দিয়ে মসজিদ সাজিয়ে তুলবে। সবাই চাইবে, আমার মসজিদটি সবার থেকে আলাদা হোক। ফলে নামাযের চেয়ে কারুকার্যের দিকেই মানুষের দৃষ্টি বেশি থাকবে। মিডিয়াকে ব্যবহার করে তারা মসজিদগুলোর প্রচার-প্রসারে লিপ্ত হয়ে যাবে। (কারণ, সরাসরি নামায সম্প্রচারের ফলে সারা বিশ্বের দৃষ্টি মসজিদের উপর থাকবে)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ (কারু-কার্যকরণ) নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে। *(আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)*

সাহাবায়ে কেরাম রা. সবসময় মসজিদ সুসজ্জিত করা থেকে সতর্ক করতেন। এবাদত, আল্লাহর স্মরণ এবং দ্বীনী শিক্ষার মাধ্যমেই মসজিদ আবাদ
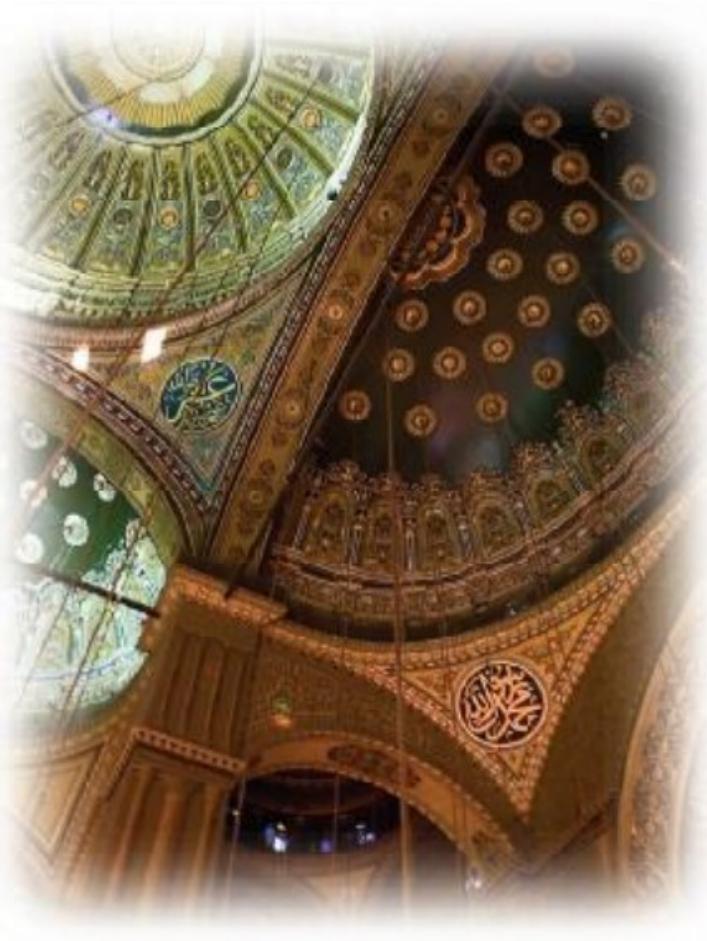
করার প্রতি তাগিদ দিতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন- "অচিরেই তোমরা মসজিদগুলোকে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মত কারুকার্য করে গড়ে তুলবে।" *(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)*

ইমাম বগভী রহ. বলেন- "প্রাথমিক যুগে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়গুলো কারুকার্যমন্ডিত ছিল না, আসমানী কিতাব বিকৃত হওয়ার পর-ই তারা কারুকার্যকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে।" *(ফাতহুল বারী)*

খাত্তাবী রহ. বলেন- "ইহুদী-খ্রিষ্টানরা যখন আসমানী কিতাব বিকৃত করে ফেলে, আল্লাহর দ্বীনকে বিনষ্ট করে ফেলে, তখন-ই তারা গির্জা সুসজ্জিত-করণে আত্মনিয়োগ করে।" *(উমদাতুল ক্বারী)*

মসজিদ ডিজাইনের কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারেঃ

১) দেয়ালে বাহারি বর্ণিল ছাপ।

২) মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের ছবি স্থাপন। যেমন, মক্কা-মদিনার ছবি।

৩) কারু-কার্যকৃত বা নকশাকৃত জায়নামায (কার্পেট) বিছানো।

৪) বিভিন্ন লেখা (কুরআনের বাণী, হাদিসের বাণী) দিয়ে মেহরাব সুসজ্জিত করণ।

হিসেব করলে আপনি দেখবেন যে, একটি বড় মসজিদের ডিজাইন এবং মেহরাব কারুকার্য করতে গিয়ে যে টাকা খরচ হয়েছে, তা দিয়েই আরো চার/পাঁচটি ছোট মসজিদ অনায়াসে তৈরি করা যেত।

এর মাধ্যমে মসজিদগুলোকে দুর্বল গঠনে তৈরি করা বা সুন্দর কার্পেটে অবহেলা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং হাদিসে সুন্দর করতে গিয়ে সীমাতিরিক্ত করে

ফেলা কিংবা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আবু দারদা রা. বলেন- "যখন তোমরা মসজিদগুলোকে ডিজাইন করবে, কোরআনের আয়াতগুলোকে কারু-কার্যমণ্ডিত করবে -তখন তোমাদের ধ্বংস কাছিয়ে যাবে।" *(ইবনে আবি দাউদ, তাহছীনে আলবানী রহ.)*

৫৩

ঘরবাড়ী ডিজাইন ও সুসজ্জিত-করণ

অত্যধিক অপচয়, অনর্থক বিষয়ে প্রতিযোগিতা, অহংকার -এগুলো অতি-নিন্দনীয় ব্যাপার। আল্লাহ তালা বলেন- "আর তোমরা সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না, নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়-কারীদেরকে পছন্দ করেন না-" *(সূরা আনআম-১৪১)*

সম্পদের আধিক্যের ফলে শেষ জমানায় মানুষ বাড়িঘর/বাংলো ডিজাইন করবে। দুয়ারে দামী চাদর ঝুলিয়ে রাখবে, সুগন্ধিময় কাঠ দিয়ে দরজা-জানালা নির্মাণ করবে, রকমারি টাইলস লাগিয়ে ঘরের শোভা বৃদ্ধি-র চেষ্টা করবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ সু-বিশাল বাড়ী নির্মাণ করবে। ডোরাকাটা মহামূল্যবান চাদর দিয়ে দেয়ালকে সুসজ্জিত করবে।" *(বুখারী)*

অর্থাৎ চাদর যেমন সুন্দর ডিজাইনে বুনা হয়, দেয়াল-ও সে

রকম কারুকার্যে বানানো হবে।

ঘরকে সুদর্শন করতে চাদর ঝুলানো -হারাম কিছু নয়; কিন্তু এক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত অপচয়, অহংকার এবং প্রতিযোগিতায় মত্ত হওয়া হারাম।

৫৪

অত্যধিক বজ্রপাত

বজ্রাঘাতে নিহতের হার বেড়ে যাওয়া কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত ঘনিয়ে আসার পাশাপাশি বজ্রপাতের ঘটনাও বেড়ে যাবে। এমনকি মানুষ পাশের এলাকায় গিয়ে বলতে থাকবে- "গতরাতে তোমাদের এদিকে বজ্রপাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম। উত্তরে তারা বলবে- অমুক, অমুক এবং অমুক বজ্রপাতে মারা গেছে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

বজ্র হচ্ছে এক প্রকার বৈদ্যুতিক ঝটকা, যা বিজলী গর্জনের মুহূর্তে আকাশ থেকে বর্ষিত হয়।

এরকম বজ্রাঘাতের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন- "আর যারা ছামূদ, আমি তাদেরকে হেদায়েত দেখিয়েছিলাম, অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকা–ই পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাব এসে ধৃত করল।" *(সূরা ফুছছিলাত-১৭)*

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন- "অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে –আদ ও ছামূদের আযাবের মত।-" *(সূরা ফুছছিলাত-১৩)*

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বজ্রাঘাতকে মহা প্রলয়ঙ্করী বলে সাব্যস্ত

করেছেন।

৫৫

ব্যাপক লেখালেখি এবং কলামিস্টদের ছড়াছড়ি

আগের যুগে লেখালেখি এবং প্রচার-মাধ্যম এত ব্যাপক ছিল না। একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কত কষ্ট, কত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হত। কিন্তু এখন...! প্রেক্ষাপট কত বদলে গেছে! অধিক লেখালেখি, বই-পুস্তক প্রকাশ এবং কলামিস্টদের আধিক্যকে নবী করীম সা. কেয়ামতের নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অধিক হারে ঘটতে থাকবেঃ

১ ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান
২ ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য। এমনকি স্ত্রী-ও ব্যবসায় স্বামীকে সাহায্য করবে।
৩ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ
৪ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান
৫ সত্য সাক্ষ্য গোপন
৬ কলম প্রকাশ।" *(মুসনাদে আহমদ)*

"কলম প্রকাশ-" বলতে সম্ভবত লেখালেখি এবং অধিক হারে বই পুস্তক প্রকাশের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রকাশনা এবং ছাপানোর জন্য অত্যাধুনিক মেশিন আবিষ্কার ও মাধ্যম সহজ হওয়ার ফলে যে কেউ চাইলেই পুস্তক প্রকাশ করতে পারবে। এতকিছুর পর-ও দ্বীনী এবং ইসলামী শিক্ষায় মানুষের মধ্যে মূর্খতা প্রকাশ পাবে।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের

নিদর্শনাবলীর মধ্যেঃ

১ কোরআনের জ্ঞান উত্তোলন

২ (ইসলামী শিক্ষায়) ব্যাপক হারে মূর্খতা প্রকাশ

৩ (যিনা) ভ্যাবিচার অধিক ও ব্যাপকভাবে প্রকাশ

৪ মদ্য-পান

৫ পুরুষ হ্রাস এবং মহিলা বৃদ্ধি। এক পর্যায়ে- পঞ্চাশ জন নারীর দায়ভার একজন পুরুষ গ্রহণ করবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ বর্তমান সমাজে হুবহু বাস্তবায়িত হচ্ছে -এতে কোন সন্দেহ নেই। দেখেও আমরা না দেখার ভান করছি। অথচ সাহাবায়ে কেরাম সামান্য কিছু ঘটলেই কত সতর্ক হয়ে যেতেন। মানুষকে কেয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে সচেতন করতেন..। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞান দান করুন।

৫৬

বাক-জাদুতে সম্পদ উপার্জন এবং চাপাবাজি প্রতিযোগিতা

শরীয়ত সম্মত পন্থায় পয়সা উপার্জনে দুষের কিছু নেই। জজ, উকিল ও ব্যরিষ্টারগণ এ নিয়মেই বেতনভূক্ত চাকুরী করে থাকেন। কিন্তু ভ্রান্ত কথা, ব্যবসায় মিথ্যা শপথ, আর অধিক চাপাবাজিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ-কে ইসলাম সম্পূর্ণ নিন্দা করে।

উমর বিন সাঈদ বিন আস রা. একদা পিতা বরাবর খুবই পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য-পূর্ণ ভাষায় একটি আবেদন পেশ করলেন। আবেদন পাঠ শেষ হলে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন- তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? ছেলে বলল- জ্বি হ্যাঁ..! পিতা বললেন- (ওহে বৎস! ভেবো না যে, তোমাকে আমি অবহেলা করছি অথবা তোমার

আবেদন পূরণে আমি অসম্মত। তবে শুনে রাখ-) নবী করীম সা.কে আমি বলতে শুনেছি- "অচিরেই এমন জাতির আবির্ভাব হবে, যারা গরু-গাভীর মত -মুখ ব্যবহার করে উপার্জন করবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত ঘনিয়ে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছেঃ

১ অসৎ ব্যক্তিদের মর্যাদা দান
২ সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদেরকে অসম্মান
৩ অশ্লীল সংলাপ ব্যাপক আকার ধারণ
৪ (দ্বীন ছাড়া) সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন
৫ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক অনাচার প্রকাশ

'ব্যাপক অনাচার-' কি? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- আল্লাহর কালাম ছেড়ে যা কিছুই লেখা হবে, সবই অন্যায়।" *(তাবারানী)*

৫৭

কোরআন অবহেলা এবং অনর্থক গ্রন্থের ছড়াছড়ি

কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, মানুষ প্রচুর পরিমাণে বই-পুস্তক পড়বে। বিভিন্ন বিষয়ের বই দিয়ে ঘরোয়া লাইব্রেরী সাজিয়ে তুলবে। কোরআনের জ্ঞান অবহেলা করে পার্থিব জ্ঞান অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

উপরোক্ত হাদিসেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়- "...সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক অনাচার প্রকাশ পাবে। -'ব্যাপক অনাচার-' কি? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- আল্লাহর কালাম ছেড়ে যা কিছুই লেখা হবে, সবই অন্যায়।" *(তাবারানী)*

৫৮
কোরআনের পাঠক বেড়ে যাবে, জ্ঞানী (ফক্বীহ)দের সংখ্যা কমে যাবে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অচিরেই এমন এক জমানা আসবে, যখন কোরআনের পাঠক বেড়ে যাবে, দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন লোক কমে যাবে, ওহীর জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে এবং সংঘাত বেড়ে যাবে। সংঘাত কি? জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- "পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞ-"। অতঃপর এমন এক জমানা আসবে, যখন কোরআন পাঠ করা হবে, কিন্তু কোরআনের আয়াত তাদের কণ্ঠাস্থি অতিক্রম করবে না (কোরআনের বিধান বাস্তবায়িত হবে না)। অতঃপর এমন এক জমানা আসবে, যখন কাফের, মুনাফেক, মুশরেক ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে মুমিনের সাথে তর্কযুদ্ধ করবে।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে যাবে -যখন আলেমদের মৃত্যুতে এলেম উঠে যাবে। বিদগ্ধ আলেমদের অনুপস্থিতিতে মানুষ মূর্খদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। মূর্খরা ভুল ফতোয়া দিয়ে নিজেরা-ও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদের-ও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে জ্ঞানকে আল্লাহ আকস্মিক উঠিয়ে নেবেন না; বরং উলামাদেরকে উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে যখন বিজ্ঞ আলেম বলে কেউ থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদের শরণাপন্ন হয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। আলেম নামধারী মূর্খরা ভুল ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদের-ও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

অর্থাৎ দ্বীনের জ্ঞানকে আল্লাহ পাক আকস্মিক মানুষের অন্তর থেকে উঠিয়ে নেবেন না; বরং দ্বীনের ধারক-বাহকদের উঠিয়ে নেবেন। বিগত দশ বছরের মধ্যেই সৌদি আরব বড় মাপের কয়েকজন আলেমকে হারিয়েছে।

সৌদি আরবের উচ্চতর উলামা পরিষদের প্রধান -শেখ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. -১৯৯৯ ইং-১৪২০ হিঃ সনে ইন্তেকাল করেন। আল্লামা মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন রহ. -২০০০ ইং-১৪২১ হিঃ সনে ইন্তেকাল করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. ১৯৯৯ ইং-১৪২০ হিঃ সনে

ইন্তেকাল করেন।

শেখ আলবানী

শেখ বিন উসাইমিন

শেখ বিন বায

বর্তমান সময়ে মুসলমানদের ধর্মীয় পরিস্থিতি যাচাই করলে দেখবেন যে, একদল যুবসম্প্রদায় সুমধুর কণ্ঠে কোরআন পাঠে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। রকমারি ডিজাইনে, নানান সুরে, বাহারি ভঙ্গিতে কোরআনের আওয়াজ ভেসে আসছে। অপরদিকে কোরআনের সঠিক শিক্ষা ও ইসলামী বিধি-বিধান নিয়ে গবেষণা করার মত লোক নেই। যারা কোরআন পাঠ সুমধুর করতে গিয়ে এত সময় ব্যয় করছে, তাদের কাউকে যদি আপনি পবিত্রতা সংক্রান্ত একটি মাসালা জিজ্ঞেস করেন বা ছহু সেজদা -কখন -কি কারণে দেওয়া লাগে -জিজ্ঞেস করেন, সঠিক উত্তরটি পাবেন না।

৫৯

তুচ্ছ ও স্বল্পজ্ঞানীদের কাছে এলেম অন্বেষন

নবী যুগে মানুষ -খোদা ভক্ত এবং মর্যাদাবান জ্ঞানীদের সমীপে জ্ঞান অন্বেষণে যেত। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে স্বল্প-জ্ঞানী এবং নির্বোধ লোকেরা নিজেদেরকে আলেম বলে পরিচয় দেবে। আলেম ভেবে মানুষ তাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে। ভুল ফতোয়া দিয়ে তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবে।

আবু উমাইয়া জুমাহী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "স্বল্প-জ্ঞানীদের কাছে জ্ঞান অন্বেষণে যাওয়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.কে স্বল্প-জ্ঞানীর পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি

বলেন- "যারা ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা করে"।

অর্থাৎ তাদের জ্ঞান পরিপক্ব হবে না। ফতোয়ার বিষয়ে তারা যাচাই-বাছাই করবে না। কোরআন-হাদিস ছেড়ে ব্যক্তিগত যুক্তি দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করবে।

কেউ কেউ বলেন- এখানে স্বল্প-জ্ঞানী বলতে কুসংস্কারী (বেদআতী) উদ্দেশ্য।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. বলেন- "যতদিন মুসলমান -নবী করীম সা., তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের কাছ থেকে এলেম অন্বেষণে সচেষ্ট থাকবে, ততদিন তাদের কল্যাণ সুরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যখন-ই তারা তুচ্ছ ও স্বল্পজ্ঞানীর কাছে এলেম অন্বেষণে লিপ্ত হবে এবং মনোবৃত্তিকে প্রাধান্য দেবে, তখন-ই তারা ধ্বংস হবে।"

বর্তমান সময়ে (সৌদি আরবে) আলহামদুল্লিাহ ইসলামী জ্ঞান -পূর্ণ সংরক্ষণে রয়েছে। তবে মিডিয়া -স্বল্প বয়সী বহু নামধারী আলেমকে জনপ্রিয় করে তুলছে। মৌলিক বিষয়ে পারদর্শী হলেও দ্বীনের সকল বিষয়ে তারা পরিপক্ব নয়। তাদেরকে ফক্বীহ-এর কাতারে বিবেচনা করা হয় না। মানুষ মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে, তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অন্বেষণে মনযোগী হচ্ছে। উচ্চ পর্যায়ের অনেক উলামায়ে কেরাম মিডিয়াতে আসেন না। তারা যদি বিভিন্ন টি ভি চ্যানেলে আসতেন, নিজেদের মতামতগুলো ইন্টারনেটে প্রচার করতেন, তাহলে মানুষ সহজেই তাদেরকে চিনতে পারত। ফতোয়ার জন্য তাদের-ই শরণাপন্ন হত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকম-ই ঘটছে। তবে বয়স বেশি হওয়া কিন্তু অধিক জ্ঞানের মাপকাঠি নয়। পক্ষান্তরে অল্পবয়স্ক হওয়া-ও মূর্খতার নিদর্শন নয়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন- "জ্ঞান বয়সের সাথে সম্পৃক্ত নয়। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন- "বয়সের তারতম্য জ্ঞানের মাপকাঠি নয়; বরং আল্লাহ তালা (নিয়ত ও প্রচেষ্টা দেখে) যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন।"

মিডিয়াতে আগন্তুক স্বল্প-জ্ঞানীদের বলছি, আপনারা স্বল্পতার গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ-স্তরে পৌঁছতে সচেষ্ট হোন। ব্যক্তিগত মতামতের উপর কোরআন-হাদিসকে প্রাধান্য দিন। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন..!!

৬০

আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি

সম্প্রতি ঘটিত কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকস্মিক মৃত্যু অন্যতম। হার্ড এ্যাটাক, হাই প্রেশার এবং ব্যাপক সড়ক দুর্ঘটনার ফলে অধিক হারে আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম বলেন- “কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে -ব্যাপক হারে আকস্মিক মৃত্যু -অন্যতম।” *(তাবারানী)*

আগে মানুষ দুই-তিন দিন পূর্বে থেকে-ই মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে টের পেত। কিছুদিন বিছানায় অসুস্থ পড়ে থাকত। মরণ কাছিয়ে গেছে বুঝে -অসিয়ত লিখে রাখত। পরিবারের কাছে দোয়া ও বিদায় চাইত। সারা জীবনের পাপ থেকে আল্লাহর দরবারে তওবার সুযোগ পেত। বেশি বেশি কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করত।

কিন্তু এখন...!! শুনে থাকবেন যে, সুস্থ সবল পূর্ণ আরোগ্য ব্যক্তিটি হার্ড এ্যাটাক করে গত রাতে মারা গেছে..। অমুক মন্ত্রীর ছেলে পাঁচ বন্ধু সহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে..। সুতরাং জ্ঞানী মাত্র-ই সদা নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রাখা চাই। গুনাহ হওয়ার সাথে সাথে তওবা করে নেয়া চাই।

৬১
নির্বোধদের নেতৃত্ব

কথায় আছে- নেতৃত্ব ঠিক থাকলে জনগণ ঠিক-। নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়লে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হুমকির মুখে পড়ে। কোরআন-হাদিসে অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী নির্বোধ ব্যক্তিদের -নেতৃত্বে আগমনকে নবী করীম সা. কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, একদা -কাব বিন উজরা রা.কে উদ্দেশ্য করে নবী করীম সা. বলতে লাগলেন- "নির্বোধ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহ পাক তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন!" নির্বোধের নেতৃত্ব কি? -জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- "আমার পর এমন সব নেতা-নেত্রীদের আগমন হবে, যারা আমার আদর্শকে অবহেলা করবে। প্রচুর মিথ্যা কথা বলবে। সুতরাং যারা-ই মিথ্যুকদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, অপরাধ-দুর্নীতিতে তাদেরকে সহায়তা করবে, অবশ্যই তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হাউজে কাউসারে -তারা আমার ধারে-কাছেও আসতে পারবে না। পক্ষান্তরে যারা মিথ্যুকদেরকে সত্যায়ন করেনি, অপরাধ-দুর্নীতিতে সহায়তা করেনি, তারাই আমার উম্মত। আমি তাদের পক্ষে থাকব। হাউজে কাউসারে তারা আমার কাছে আসবে। ওহে কাব বিন উজরা..! (জেনে রেখো!) রোযা হচ্ছে ঢাল, সাদাকা -পাপকে ধুয়ে দেয় এবং নামায হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। ওহে কাব বিন উজরা..! (জেনে রেখো!) অবৈধ উপার্জনে ক্রিত খাদ্যে যে মাংস শরীরে বেড়ে উঠল, তা কখনো-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং জাহান্নামের আগুনই তার জন্য অধিক মানানসই। ওহে কাব.! মানুষ প্রতিদিন (কর্ম শেষে) প্রত্যাগমন করে, কেউ নিজেকে বিক্রি করে

দিয়ে আসে, কেউ (নিজেকে জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে আসে।” *(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বাযযার)*

অপর হাদিসে- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না প্রত্যেক জাতিকে মুনাফেক-রা নেতৃত্ব দেবে।” এখানে মুনাফিক বলতে যাদের অন্তরে খোদা-ভীতি বলতে কিছু নেই, দুর্বল ঈমান, প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী এবং গণ্ডমূর্খ লোক উদ্দেশ্য।

এ রকম নির্বোধ গণ্ডমূর্খরা -নেতৃত্বে আসার ফলে সমাজের আমূল বিবর্তন ঘটবে। মিথ্যুককে সত্যবাদী বলা হবে, সত্যবাদীকে -মিথ্যুক বলে অবহেলা করা হবে। ঘাতককে বিশ্বস্ত আর বিশ্বস্তকে ঘাতক মনে করা হবে। জ্ঞানীদের মুখ বন্ধ করে -মূর্খরা সমাজ নিয়ে কথা বলবে।

ইমাম শাবী রহ. বলেন- “কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে প্রকৃত জ্ঞান হয়ে যাবে মূর্খতা, আর মূর্খতা হয়ে যাবে প্রকৃত জ্ঞান। এভাবেই দৃশ্যপট পাল্টে যাবে।”

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, উৎকৃষ্টদের অবহেলা করা হবে এবং নিকৃষ্টদের মর্যাদা দেয়া হবে।” *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

৬২

দ্রুত সময় পার

দ্রুত সময় পার হয়ে যাওয়াকে নবী করীম সা. কেয়ামতের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “(কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে) দ্রুত সময় পার হয়ে যাবে। (দ্বীনের) জ্ঞান কমে যাবে। পর্যায়ক্রমে ফেতনা প্রকাশ হতে থাকবে। ব্যয়কুণ্ঠতা প্রকাশ পাবে। অধিক হারে সংঘাতের ঘটনা ঘটবে। ‘সংঘাত কি? -জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বলেন- হত্যাযজ্ঞ... হত্যাযজ্ঞ...।” *(বুখারী-মুসলিম)*
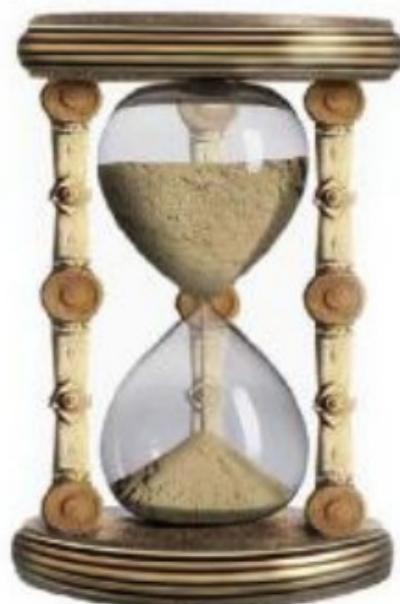
উলামায়ে কেরাম এখানে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা বলেছেনঃ

১ সময়ের বরকত শেষ হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী লোকেরা (দ্বীনী বিষয়ে) যে কাজ এক ঘণ্টায় সেরে ফেলত, পরবর্তীগণ কয়েক ঘণ্টায়ে-ও তা পারবে না।

ইবনে হাজার রহ. বলেন- "আমরা দ্রুত সময় পার হওয়ার বিষয়টি অনুভব করছি। অথচ পূর্বের যুগে এমনটি ছিল না।" (*ফাতহুল বারী*)

২ মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষ একে অন্যের কাছাকাছি হয়ে যাবে, কেউ কাউকে দূরে ভাববে না।

৩ বাহ্যিক সংকোচন। হতে পারে শেষ জমানায় আল্লাহ পাক সময়কে দ্রুত করে দেবেন। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে দিবস দীর্ঘ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে সংকীর্ণ করতে পারেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহা ক্ষমতাবান।

কারণ, দাজ্জাল আবির্ভাবের প্রথম তিনদিন এরকম-ই হবে। প্রথম দিনটি এক বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ হবে। দ্বিতীয় দিনটি এক মাসের ন্যায় দীর্ঘ হবে। তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহের ন্যায় দীর্ঘ হবে। তদ্রূপ আল্লাহ চাইলে দিবসকে সংকীর্ণ-ও করতে পারেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সময় কাছাকাছি হয়ে যাবে। ফলে বৎসরকে মাসের মত মনে হবে। মাসকে সপ্তাহের মত মনে হবে। সপ্তাহকে এক দিনের মত মনে হবে। দিনকে এক ঘণ্টার মত মনে হবে। এক ঘণ্টাকে বাতাসে উড়ে যাওয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত মনে হবে।" *(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী)*

৪ কেউ কেউ এখানে -মানুষের আয়ু হ্রাস পাওয়া- উদ্দেশ্য বলেছেন।

৬৩

জন-কল্যাণ বিষয়ে নগণ্য ব্যক্তিদের বাক্যালাপ

নিয়ম তো হচ্ছে, রাষ্ট্র এবং জনগণের বিষয়ে শুধু জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই কথা বলবে। কিন্তু শেষ জমানায় জ্ঞানীদের অভাবে গণ্ডমূর্খরা জনকল্যাণ নিয়ে কথা বলবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "(কেয়ামতের

পূর্বমুহূর্তে) প্রতারণার যুগ আসবে, মিথ্যুককে তখন সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী প্রচার করা হবে। ঘাতককে বিশ্বস্ত আর বিশ্বস্তকে ঘাতক মনে করা হবে। জনগণের বিষয়ে তখন নির্বোধ গণ্ডমূর্খরা কথা বলতে থাকবে।” *(তাবারানী)*

নির্বোধ গণ্ডমূর্খ-রা জ্ঞানীদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে ক্ষমতা এবং শাসনকার্য সম্পূর্ণ তাদের হাতে থাকবে, যেমনটি বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

জনকল্যাণ ও বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে সবসময় জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞদেরকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

৬৪

পৃথিবীর সবচে’ সুখী ব্যক্তি হবে ‘লুকা বিন লুকা’

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীর সবচে সুখী ব্যক্তি হবে -‘লুকা বিন লুকা।” *(তাবারানী)*

আরবীতে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে لكع (লুকা) বলা হয়। নির্বোধ ও গণ্ডমূর্খ অর্থ বুঝানোর জন্য এর ব্যবহার বেশি হয়। এ কারণেই দুশ্চরিত্রা, খারাপ ও নষ্টা মহিলার ক্ষেত্রে-ও لكاع এর প্রযোজ্য হয়।

শেষ জমানায় এ রকম দুশ্চরিত্র ব্যক্তি -গাড়ী, বাড়ী, ধন সম্পদ, মর্যাদা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সবচে সুখী ব্যক্তি গণ্য হবে। হালাল-হারাম যাচাই না করে সব ধরনের সোর্স থেকে উপার্জন করবে।

৬৫

মসজিদকে পর্যটন ও পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহার

অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মসজিদকে মানুষ -যাতায়াতের পথ ও পর্যটন কেন্দ্রের মত ব্যবহার করবে। নামায পড়তে নয়; মসজিদের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসবে।

মসজিদগুলোকে আজকাল নামাযের তুলনায় পর্যটন ও পারাপারের পথ হিসেবে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে।
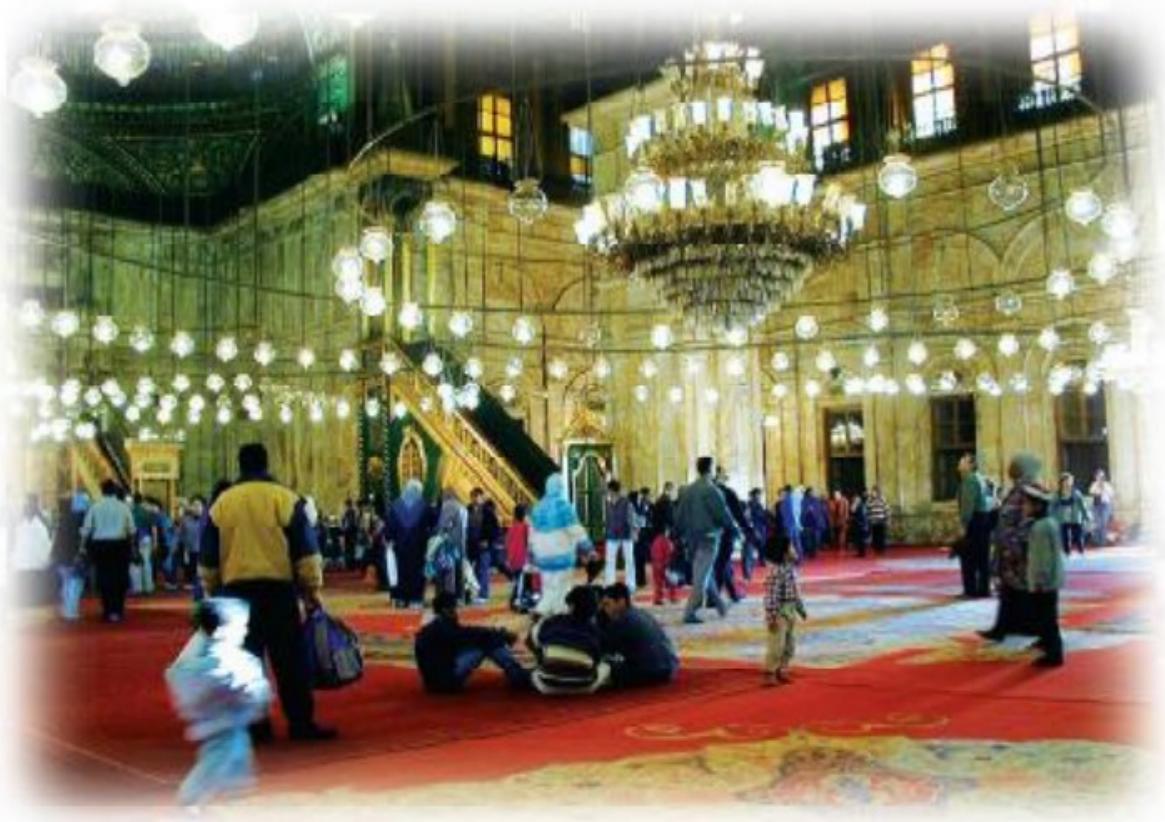
৬৬ ৬৭
মোহরের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস, অশ্বের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস

খারেজা বিন সাল্ত বারজামী বলেন- "নামাযের উদ্দেশ্যে আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের সাথে ঘর থেকে বের হলাম। ইমাম তখন রুকুতে ছিলেন, আমরা রুকু করলাম। অতঃপর গিয়ে মুসল্লিদের সাথে কাতারে শরীক হলাম। তখন এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় -আস সালামু আলাইকুম হে আবু আব্দুর রহমান- বলল। উত্তরে তিনি আল্লাহু আকবার! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন! নামায শেষে আমরা বললাম- "ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদানকে কেন্দ্র করেই হয় আপনি তা বলেছিলেন!! বললেন- হ্যাঁ..! "কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যেঃ

১ মসজিদকে পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহার
২ ব্যক্তি বিশেষে সালাম প্রদান
৩ ব্যবসায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর অংশগ্রহণ
৪ মোহরের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস
৫ এবং অশ্বের মূল্য বৃদ্ধি অতঃপর হ্রাস

একবার হ্রাস পেলে কেয়ামত অবধি আর মূল্য-বৃদ্ধি হবে না।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম, তাবারানী)*

৬৮
বাজার ও দোকানপাট কাছাকাছি হয়ে যাওয়া

বর্তমান কালে বাজারগুলো কাছাকাছি হয়ে গেছে। এক মার্কেট থেকে অন্য মার্কেটে যাতায়াত-ব্যবস্থা সহজ হয়ে গেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানেই মানুষ একাধিক শপিং-মল ঘুরে কেনাকাটা করে আসছে। টেলিভিশন, মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ আগেই পণ্যের নির্ধারিত মূল্য জানতে পারছে। কোনটা আসল, কোনটা নকল বাড়ীতে বসেই চিনতে পারছে।

রিক্সা, গাড়ী, ট্যাক্সি, কার, মাইক্রো, বাস, ট্রেন ও বিমান ইত্যাদি অত্যাধুনিক যান-বাহন আবিষ্কারের ফলে দূরের মার্কেট গুলো এখন আর দূরের মনে হয় না। শত শত মাইল দূর থেকে মানুষ রাজধানীর অভিজাত মার্কেটগুলোতে ঈদের বাজার করতে আসছে। বিয়ের মার্কেট করতে এক দেশ থেকে মানুষ অন্য দেশে যাচ্ছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফেতনাসমূহ প্রকাশ পায়, মিথ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বাজারসমূহ নিকটবর্তী হয়ে যায়।" *(মুসনাদে আহমদ)*

বাজার নিকটবর্তী হওয়া-র ব্যাখ্যা তিনভাবে করা যেতে পারেঃ

- **প্রথমঃ** বাজার-দর সম্পর্কে দ্রুত জ্ঞান হয়ে যাবে।
- **দ্বিতীয়ঃ** শত শত মাইল দূরে হওয়া সত্তেও এক বাজার থেকে অন্য বাজরে দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকবে।
- **তৃতীয়ঃ** এক মার্কেটের দর অন্য মার্কেটের কাছাকাছি হবে। সমিতি ভিত্তিক চুক্তি করে ব্যবসায়ীগণ সব মার্কেটের দর সমান রাখবে। (আল্লাহই ভাল

জানেন)

শেখ আব্দুল আজীজ বিন বায রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

"সম্প্রতি আধুনিক সড়ক, পরিবহন ও বিমান আবিষ্কারের ফলে দূর দূরান্তের শহরগুলি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। যাতায়াত ও ভ্রমণের জন্য এখন আর পূর্বের মত কষ্ট করতে হয় না। এক ঘণ্টার ব্যবধানেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যায়। হাদিসে কাছাকাছি হওয়ার অর্থ এভাবেই করা যেতে পারে।"

৬৯
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সকল বিধর্মী রাষ্ট্রের একক অবস্থান

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সকল বিধর্মী পরাশক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। কিন্তু বরাবরের মত আল্লাহ মুসলমানদেরকে কাফেরদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন।

ইতিহাসে আপনি পড়ে থাকবেন, মুসলিম বিশ্বের উপর দিয়ে এ পর্যন্ত অনেক ক্রান্তিকাল এবং ঝড়-ঝাপটা অতিবাহিত হয়েছে। প্রতিবারই আল্লাহ মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছেন। প্রথম বার খৃষ্ট-সম্প্রদায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। এরপর তাতারি সম্প্রদায় মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন চালিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে মুসলিম বিশ্বের শক্তিকে আরো দ্বিগুণ করেছেন। সম্প্রতি ইহুদী-খ্রিষ্টান সমন্বিত ক্রুসেড-যুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব আক্রান্ত। সঠিক পথে ফিরে আসলে আল্লাহ তালা-ও মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন- "আল্লাহ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।" *(সূরা হজ্ব-৪০)* অপর আয়াতে- "আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" *(সূরা মুজাদালা-২১)*

ছাউবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "প্লেট সামনে রেখে যেমন একে অপরকে খাদ্যের জন্য ডাকাডাকি করে, ঠিক তেমনি সকল বিধর্মী জাতি মুসলমানদের নিঃশেষ একে অপরকে ডাকাডাকি করবে। "সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব হে আল্লাহর রাসূল?" জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী

বললেন- না.! সংখ্যায় তোমরা অনেক থাকবে। তবে স্রোতের আবর্জনার মত। শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের আতঙ্ক উঠিয়ে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে এক প্রকার লাঞ্ছনা গেঁথে দেবেন। 'লাঞ্ছনা কি? জিজ্ঞেস করা হলে বললেন- 'দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি বিতৃষ্ণা।" *(আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)*

বর্তমান সময়ে সকল কুফুরী মতবাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী অবস্থান নিয়েছে। মুসলমানদের চেহারায় আজ লাঞ্ছনা আর অসহায়ত্বের ছাপ। সংখ্যায় কম বলে..?! না..! সংখ্যায় প্রায় দেড়শ কোটি। পৃথিবীর একচতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী। কিন্তু স্রোতের আবর্জনার মত তারা আজ বিক্ষিপ্ত। বিধর্মীদের অন্তরে আজ মুসলমানদের আতঙ্ক নেই। ইসলাম ও মুসলমানকে তারা আজ অবহেলা ও তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

এত উজ্জ্বল অতিতেতিহাস থাকা সত্ত্বেও মুসলমান আজ দুর্বল কেন..?! হ্যাঁ..! নবীজী সত্যই বলেছেন- "দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি বিতৃষ্ণা। আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে ফিরে আসার তওফীক দান করুন।

৭০

নামাযের ইমামতি নিয়ে মুসল্লিদের ধাক্কাধাক্কি

আগেই পড়ে এসেছেন যে, দ্বীনের ব্যাপারে ব্যাপক মূর্খতা প্রকাশের ফলে নির্বোধ লোকদের হাতে নেতৃত্ব চলে যাবে। এমনকি মসজিদে ইমামতি করার জন্যও তখন ভাল ইমাম পাওয়া যাবে না। ফলে ইমাম নির্ধারণে মুসল্লিরা ধাক্কাধাক্কি করবে। শরীয়তের বিষয়ে মূর্খ এবং ক্বেরাত অশুদ্ধ বলে কেউ-ই ইমামতি করতে চাইবে না।

ছালামা বিনতে হুর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের

নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে, নামাযের সময় মুসল্লিরা ইমাম নির্ধারণে ধাক্কাধাক্কি করবে। বিশুদ্ধ কোরআন পাঠ জানে -এমন কাউকে পাওয়া যাবে না।" *(আবু দাউদ)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন- "এমন এক জমানা আসবে, যখন মানুষ মসজিদে সমবেত হয়ে নামায আদায় করবে। তাদের মধ্যে একজন মুমিন-ও পাওয়া যাবে না।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

বহিঃর্বিশ্বের কথা জানি না। তবে আরব-বিশ্বে (আলহামদুলিল্লাহ) এখন পর্যন্ত এমন কাল আসেনি। প্রতিটি শহরে জ্ঞানীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। মসজিদে মসজিদে দ্বীনের দরস চালু আছে। শিক্ষার্থী এবং কোরআনের পাঠক-ও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

((আমাদের উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা আজ অবহেলার পাত্র। মুসলমান আজ বিধর্মী স্কুল-মুখী। ধর্মহীন আধুনিক শিক্ষা-ই তাদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা যতটুকু আছে, তা-ও বন্ধ করার ষড়যন্ত্র। অনেক মসজিদ আছে, যেখানে হাজারো মুসল্লির সমাগম হয়, কিন্তু একজন বিশুদ্ধ জ্ঞানীর দেখা পাওয়া যায় না। হাদিসের প্রেক্ষাপট আরব বিশ্বে তৈরি না হলে-ও অনারবে ঠিক-ই হয়ে গেছে।_অনুবাদক))

৭১

মুমিনের সত্য-স্বপ্ন

মানুষ ঘুমের মধ্যে যা কিছু দেখে, তন্মধ্যে কিছু -প্রভাত-রবির ন্যায় সত্য। কিছু সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিছু দুঃস্বপ্ন। আর কিছু নফসের ধোকা। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মুমিনদেরকে আল্লাহ প্রচুর সত্য-স্বপ্ন দেখাবেন। কেয়ামতের নিদর্শন সম্বলিত বহু ইঙ্গিত তাতে দেয়া থাকবে।

মুমিনের সত্য-স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমার মৃত্যুর পর সুসংবাদ ছাড়া নবুওয়তের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। 'সুসংবাদ কি? -জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- মুমিনের সত্য-স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে দেখানো হবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

সু-সংবাদবাহী মুমিনের সত্য-স্বপ্ন কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন। বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কট যতই গভীর হতে থাকবে, ততই তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে থাকবে।

নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত যখন সন্নিকটে এসে যাবে, মুসলমানের স্বপ্ন তখন খুব কম-ই মিথ্যা হবে। কথায় যে বেশি সত্যবাদী, স্বপ্নেও সে অধিক সত্যবাদী বলে বিবেচিত হবে। মুসলমানের স্বপ্ন নবুওয়তের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকারঃ

১ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ বাহক সু-স্বপ্ন
২ অভিশপ্ত শয়তান কর্তৃক দুঃস্বপ্ন
৩ ব্যক্তিগত কর্ম অনুযায়ী স্বপ্ন

তোমাদের কেউ যদি স্বপ্নে খারাপ ও ভয়ঙ্কর কিছু দেখে, সাথে সাথে উঠে যেন সে বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। দুঃস্বপ্নের বিবরণ কাউকে শুনানো থেকে বিরত থেকো! স্বপ্নে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় বন্দি থাকতে দেখা ভাল লক্ষণ। কিন্তু উভয় হাত ঘাড়ের পেছনে বাঁধা অবস্থায় দেখা খারাপ লক্ষণ। শিকল পায়ে বন্দি থাকার ব্যাখ্যা হবে, দ্বীনের উপর অবিচল থাকা।" *(মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)*

হাফেয ইবনে হাজার রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন- "শেষ জমানায় মুমিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না' এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, স্বপ্নগুলো সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তবসম্মত হবে। মিথ্যা বা সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। বাস্তবসম্মত হওয়ায় মুমিনের কাছে স্বপ্নটি সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়বে। শেষ জমানায় মুমিন অপরিচিত (গরিব) থাকবে, যেমনটি হাদিসে এসেছে- "অপরিচিত অবস্থার মধ্য দিয়ে ইসলামের সূচনা। অচিরেই ইসলাম আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সত্য-স্বপ্নই হবে তখন মুমিনের একমাত্র সম্বল। সত্য-স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাকে সুসংবাদ দেবেন। দ্বীনের উপর দৃঢ়-অবিচল থাকতে সাহায্য করবেন।" *(ফাতহুল বারী)*

সত্য-স্বপ্ন দর্শনের কাল। দু-ধরনের সম্ভাবনাঃ

❶ যখন এলেম উঠিয়ে নেয়া হবে। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও ফেতনার দরুন শরীয়তের বিধি-বিধান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন-ই মুমিন অপরিচিত হয়ে যাবে। সে সময় দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তৎপর মুমিনদেরকে আল্লাহ অনেক সত্য স্বপ্ন দেখাবেন।

❷ অথবা ঈসা বিন মারিয়াম আ.-এর আসমান থেকে অবতরণ-কালে-ও এমন হতে পারে। কারণ, ঈসা আ.-এর সমকালীন মুমিনগণ সর্ব-সত্যবাদী মুমিন হিসেবে আল্লাহর কাছে বিবেচিত হবে। তাদের স্বপ্ন খুব কম-ই অবাস্তব থাকবে।

৭২

মিথ্যার ব্যাপক প্রচার প্রসার

সমাজে অত্যন্ত ন্যক্কার ও ঘৃণিত একটি অভ্যাস হচ্ছে মিথ্যা বলা। মিথ্যুককে সবাই ঘৃণা করে। অধিক মিথ্যার কারণে এক পর্যায়ে আল্লাহর কাছে সে মহা-মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়।

ঘরের ভেতর কেউ কখনো মিথ্যা বললে নিষ্ঠার সাথে তওবা না করা পর্যন্ত নবী করীম সা. তাকে অবজ্ঞা করতেন। কথা বলা বন্ধ করে দিতেন।

ব্যাপক হারে মিথ্যা বেড়ে যাওয়া -কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মিথ্যাকে কেউ-ই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে না। কোথাও কিছু শুনলে যাচাই ছাড়াই তা অন্যের কাছে বর্ণনা করে দেবে।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “শেষ জমানায় প্রচুর মিথ্যুক দাজ্জালদের আবির্ভাব ঘটবে। কখনোই তোমাদের কানে পৌঁছেনি, এমন কথা তারা বর্ণনা করবে। তাদের থেকে তোমরা বেঁচে থেকো! অন্যথায় পথভ্রষ্ট করে তারা তোমাদেরকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে দেবে।” *(মুসলিম)*

জাবের বিন ছামুরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে কতিপয় মিথ্যুকদের আগমন ঘটবে, তাদের থেকে তোমরা নিরাপদ দূরত্বে থেকো!” *(মুসলিম)*

অন্তরে আল্লাহর ভয় হ্রাস পাওয়ায় প্রতিদিন কত মিথ্যা-সংবাদ এবং মিথ্যা কাহিনীর জন্ম হচ্ছে। এ কারণেই নবী করীম সা. আমাদের সতর্ক করে গেছেন-

বিনা যাচাই-য়ে কোন কথাই বিশ্বাস করা যাবে না। মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে, এমন কথা প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় আমরাও মিথ্যুকদের সাড়িতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন!!

৭৩

পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ

দুঃখ, কষ্ট আর ফেতনাসমূহ পর্যায়ক্রমে প্রকাশের ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকরণ এবং পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ বাড়তে থাকবে। স্বার্থ ছাড়া কেউ কাউকে চিনবে না।

হুযায়ফা রা. বর্ণনা করেন- নবী করীম সা.এর কাছে একবার -‘কেয়ামত কখন?’ জিজ্ঞেস করা হলে বলতে লাগলেন- “কেয়ামতের প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ-ই ভাল জানেন। মূল-সময়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ এর প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। তবে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন তোমাদের বলে যাচ্ছি, ফেতনা এবং সংঘাত ব্যাপক হারে ঘটতে থাকবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- হত্যাযজ্ঞ এবং পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে যাবে। ফলে কেউ কাউকে চিনবে না।” *(মুসনাদে আহমদ)*

শঙ্কা-টি বর্তমান জমানায় অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সকল সম্পর্কই এখন পার্থিব উদ্দেশ্যে স্থাপিত হচ্ছে। স্বার্থ ছাড়া কেউ কাউকে চিনতে চায় না। ফলে স্বার্থ উদ্ধারের সাথে সাথেই সম্পর্ক-হানি ঘটছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হওয়ায় পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পেতে চলেছে।

৭৪

অধিক হারে ভূ-কম্পন

অধিক হারে ভূ-কম্পন -কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

হয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে পাপ মার্জনা ও রহমত স্বরূপঃ

যেমন, আবু মুছা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমার উম্মত অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আখেরাতে তাদের কোন শাস্তি নেই। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, অধিক ভূ-কম্পন ও ফেতনাসমূহের মাধ্যমে শাস্তির পালা তাদের দুনিয়াতে-ই শেষ।" *(মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম)*

অথবা অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় শাস্তি স্বরূপঃ

যেমন, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না (দ্বীনের) জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হয় এবং অধিক হারে ভূ-কম্পন সৃষ্টি হয়।" *(বুখারী)*

আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ওহে ইবনে হাওয়ালা! যখন জেরুজালেমে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে -দেখতে পাবে, (মনে রেখো) তখন অধিক ভূ-কম্পন, আসমানী বিপদাপদ এবং কেয়ামতের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী প্রকাশের সময় কাছিয়ে গেছে। (সাহাবীর মাথার উপরে হাত নিয়ে নবীজী বলেন-) কেয়ামত তখন তোমার মাথা থেকে আমার

হাত অপেক্ষা মানুষের অধিক নিকটে।" *(আবু দাউদ)*

৭৫ ৭৬

পুরুষ হ্রাস, মহিলা বৃদ্ধি

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে পুরুষ হ্রাস পাওয়া এবং নারী জাতি বৃদ্ধি পাওয়া।

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে অধিক সংঘাত ও হত্যাযজ্ঞের দরুন পুরুষ নিঃশেষ হতে থাকবে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অধিক হারে মুসলমানদের বিজয় উদ্দেশ্য। বন্দী হিসেবে তখন প্রচুর দাসী তাদের হস্তগত হবে।

ইবনে হাজার রহ. বলেন- "হাদিসের বাহ্যিক অর্থে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, অন্য কোন কারণে নয়; কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে এমনিতেই আল্লাহ পুত্র-সন্তান জন্মের হার কমিয়ে কন্যা-সন্তান বাড়িয়ে দিবেন।"

আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যেঃ

১ (দ্বীনের) জ্ঞান উত্তোলন
২ (দ্বীনের ব্যাপারে) ব্যাপক মূর্খতা প্রকাশ
৩ মদ্য-পান
৪ (যিনা) ভ্যবিচার ব্যাপকতা লাভ
৫ পুরুষ হ্রাস
৬ এবং মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি। এক পর্যায়ে পঞ্চাশ জন মহিলার দায়ভার একজন পুরুষ গ্রহণ করবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

বর্তমান বিশ্বে কন্যা সন্তান জন্মের হার এবং আন্তর্জাতিক জরিপগুলো যাচাই করলেই বুঝতে পারবেন যে, নিদর্শনটি সূচনা হয়ে গেছে এবং দ্রুত সামনের দিকে এগুচ্ছে।

৭৭

ব্যাপক ও খুলাখুলি অশ্লীলতা

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে গান-বাজনা, মদ্য পান এবং কু-প্রবৃত্তি পূরণের মাধ্যমগুলো সহজ ও ব্যাপক হয়ে যাবে। এমনকি দিনে দুপুরে রাস্তাঘাটে যুবক-যুবতী যৌনাচারে লিপ্ত হবে।

প্রথমতঃ ভ্যাবিচার প্রকাশ পাবে

দ্বিতীয়তঃ লুকিয়ে নয়; ব্যাপক ও খুলাখুলি যৌনাচার চোখে পড়বে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যেঃ

❶ ভূ-পৃষ্ঠে এমন কেউ থাকবে না, যার প্রতি আল্লাহর কোন প্রয়োজন আছে (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যার সামান্য মূল্য আছে)

❷ রাস্তা-ঘাটে খোলামেলা যৌনাচার চোখে পড়বে, বাঁধা দেয়ার কেউ থাকবে না। সে কালের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যে সাহস করে বলবে- রাস্তা থেকে সরে গিয়ে একটু আড়ালে যদি এই কাজ করতে!! সে কালে সে-ই এ কালে তোমাদের আবু বকর-উমর সদৃশ।” (মুস্তাদরাকে হাকিম)

বর্তমান কালে নিদর্শনটি বাস্তবায়ন লক্ষ করা যাচ্ছে। টিভি পর্দায় প্রতিদিন হাজারো অশ্লীল-নোংরা দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। ইন্টারনেটে খুলাখুলি যৌনাচারের দৃশ্য-প্রচার -ব্যাপক করে যুব সম্প্রদায়কে ভ্যবিচারে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এহেন পরিস্থিতিতে মুমিন মাত্র-ই আল্লার কাছে বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। নিজেকে সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে পবিত্র রাখতে হবে। সর্বদা দৃষ্টি নিচের দিকে রাখতে হবে। লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হবে। টেলিভিশনের সামনে বসে সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দুষ্টু বন্ধু-বান্ধবের সংশ্রব ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন! আমীন!

৭৮

কোরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ

কোরআন পাঠ করা সুমহান এক এবাদত। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম উপায়। উপার্জনের উপকরণ নয়; কোরআন পাঠ নিতান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া চাই।

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে একদল ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যারা জনসমাবেশে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পয়সা উপার্জনের লক্ষে সুমধুর কণ্ঠে কোরআন পাঠ করবে।

একদা প্রখ্যাত সাহাবী ইমরান বিন হুছাইন রা. মানুষের সামনে কোরআন পাঠে লিপ্ত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোরআন পাঠ শেষে ব্যক্তিটি লোকদের কাছে কিছু চাইলে তিনি -ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ূন- বলে উঠলেন। বলতে লাগলেন- আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোরআন পড়ল, এর বিনিময় সে যেন একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে। কারণ, অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কোরআন পড়ে মানুষের কাছে বিনিময় আশা করবে।” *(মুসনাদে আহমদ)*

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন- একদা আমরা কোরআন পাঠে লিপ্ত ছিলাম, আমাদের মধ্যে আরব-অনারবের সংমিশ্রণ ছিল। নবী করীম সা. আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন- শ্রেষ্ঠ কাজ! পড়তে থাকো! (আর মনে রেখো!) অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা সুমধুর কণ্ঠে কোরআন পড়ার চেষ্টা করবে। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই তারা এর বিনিময় আশা করবে।” *(আবু দাউদ)*

৭৯

দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি

ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ। এরপর আমার সাহাবীদের যুগ। এরপর তৎপরবর্তীদের যুগ। এরপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে, যারা বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য দিবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাদের কাছে আমানত রাখা হবে না। মানত করেও পূরণ করবে না। তাদের দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা প্রকাশ পাবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

রকমারি সুস্বাদু খাবার এবং অত্যাধুনিক সব হোটেল-রেস্তোরা গড়ে উঠার ফলে হয়ত মানুষের দেহে স্থূলতা দেখা দেবে। দৈহিক পরিশ্রমের ক্ষেত্র কমে যাবে। অত্যাধুনিক যানবাহন আবিষ্কারের ফলে যাতায়াতে কষ্ট হবে না। এভাবেই ছোট-বড় সকলের দেহে মাংসলতা দেখা দেবে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত জরিপমতে- পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ মানুষ অতিরিক্ত মেদ সমস্যায় আক্রান্ত।

এ কারণেই অতিরিক্ত ওজন কমাতে আজকাল বহু ইলেকট্রিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। টিভি পর্দায় নিয়মিত ব্যায়ামের ট্রেনিং প্রচারিত হচ্ছে।

৮০ ৮১

বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য প্রদান, মানত করে অপূরণ

উপরোক্ত হাদিসেই এর বিবরণ গত হয়েছে- "এরপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে, যারা বিনা সাক্ষ্য কামনায় সাক্ষ্য দিবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাদের কাছে আমনত রাখা হবে না। মানত করেও পূরণ করবে না..."। দ্বীন নিয়ে অবহেলা, দুর্বল ঈমান এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে হ্রাস পাওয়ায় এ জাতিয় ঘটনা বহুল পরিমাণে ঘটতে থাকবে।

৮২

সবল দুর্বলকে খেয়ে ফেলবে

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, "হে আয়েশা! তোমার গোত্র সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে!" বলতে বলতে নবী করীম সা. একদা আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। বসার পর বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! -আপনার জন্য আমার প্রাণ কুরবান- ঘরে ঢুকেই আপনি এমন হৃদয়বিদারক কথা বললেন? নবীজী বললেন- হ্যাঁ.! বললাম- এটা কেন হবে? বললেন- কারণ, মৃত্যু তাদেরকে চারদিক থেকে গ্রাস করে ফেলবে। সবাই তাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করবে। বললাম- সে সময় মানুষের অবস্থা কেমন হবে? বললেন- ঘাস-ফড়িংয়ের ন্যায় সবলরা দুর্বলদের খেয়ে ফেলবে। কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

নবীজীর মৃত্যুর পরপরই মহা ফেতনা এসে উম্মতকে গ্রাস করে ফেলবে, সবলরা দুর্বলদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে- এ ইঙ্গিত-ই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

৮৩

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে অবহেলা

মুসলমানদের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ফরয। আল্লাহ পাক বলেন- "যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।" *(সূরা মায়েদা-৪৪)*

শেষ জমানায় ইসলামের মৌলিক সিঁড়িগুলো এক এক করে ভেঙ্গে পড়বে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে কোরআনের শাসন।

আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলো একে একে ভেঙ্গে পড়বে। একটি ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ অপর স্তম্ভকে ধরে ফেলবে। সর্বপ্রথম ভাঙবে- কোরআনের শাসন। সর্বশেষে- নামায।" *(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী)*

মহা পরিতাপের বিষয়- আজকাল অধিকাংশ মুসলিম দেশে কোরআনের বিধান অবহেলার বস্তু। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো বহু আগে থেকেই; এমনকি আজকাল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়েও কোরআনের বিধান উপেক্ষিত হচ্ছে। বিবাহ, তালাক, মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ বণ্টন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অপরাধ-দণ্ড ইত্যাদি বিষয়-ও এখন ব্রিটিশ প্রবর্তিত শাসন-নীতি অনুসারে প্রয়োগ হচ্ছে, যা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের সরাসরি অস্বীকার। আল্লাহ পাক বলেন- "আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?" *(সূরা মায়েদা-৫০)*

৮৪
রোমান (খৃষ্টান) আধিক্য এবং আরব হ্রাস

রোমক বলতে বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকা উদ্দেশ্য। আসফার বিন রূম বিন ঈসু বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম আ.-এর নামানুসারে এদেরকে রোমক বলা হয়। হাদিসে এদেরকে -বনুল আসফার- বলেও সম্বোধন করা হয়েছে।

মুস্তাওরাদ ফাহরী থেকে বর্ণিত, একদা তিনি আমর ইবনুল আস রা.-এর সামনে বলতে লাগলেন- কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে রোমক সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। আমর ইবনুল আস বললেন- ভেবে চিন্তে কথা বল! মুস্তাওরাদ বললেন- নবী করীম সা. থেকে আমি যেমন শুনেছি, তেমন-ই বলছি। তখন আমর বলতে

লাগলেন- তবে এটাও শুনে রাখ! রোমকদের মধ্যে চারটি ভাল গুণ-ও রয়েছেঃ

১ পতনের পর দ্রুত উঠে আসে
২ দরিদ্র, মিসকীন ও দুর্বলদের সহায়তায় তারা আগেভাগে এগিয়ে আসে
৩ ফেতনার সময় তারা দৃঢ় অবিচল থাকে
৪ রাজা-বাদশাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

শেষোক্তটি সর্বোৎকৃষ্ট।” *(মুসলিম)*

উম্মে শুরাইক রা. নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছেন- “দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার লক্ষে মানুষ দূরের পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মে শুরাইক বললেন- আরব-জাতি সেদিন কোথায় থাকবে হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে বললেন- তারা তো সেদিন যৎসামান্য..!!” *(মুসলিম)*

রোমকদের সংখ্যাধিক্যের ব্যাখ্যায় অনেক উলামায়ে কেরাম বলেন- ইউরোপিয়ান ভাষা (ইংরেজি) বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। আরবী ভাষার প্রতি মানুষের অনীহা সৃষ্টি হবে।

আরব-জাতির ব্যাখ্যায় কোন কোন আলেম বলেন- আরবীতে কথা বলতে জানে -সবাইকে আরবী বলা হবে। মরুভূমিতে থাকে -সবাইকে বেদুইন বলা হবে।

৮৫

ধন সম্পদের প্রাচুর্য

নবী করীম সা.এর যুগে মুসলমানগণ অতি কষ্টে জীবন যাপন করতেন। দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন ছিল নিত্য দিনের সাথী। মাসের পর মাস চলে যেত, রাসূলের ঘরে চুলায় আগুন জ্বলত না। কৃষ্ণ-দ্বয় খেজুর ও পানি খেয়ে কোন মতে দিনাতিপাত করতেন।

নবী করীম সা. প্রায়ই সাহাবিদেরকে অভাব-অনটন দূর হয়ে

যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী শুনাতেন। বলতেন- "কেয়ামতের সন্নিকটে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ঘটবে, এক পর্যায়ে যাকাত গ্রহণের লোক পাওয়া যাবে না। কাউকে যাকাত নিতে বললে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে।"

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে ধন সম্পদের প্রাচুর্য ঘটে, তখন সাদাকা দেয়ার উদ্দেশ্যে কেউ কাউকে আহবান করলে বলবে যে, আমার কোন টাকার দরকার নেই।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আবু মুছা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "এমন এক জমানা আসবে, যখন সাদাকার স্বর্ণ নিয়ে মানুষ ঘুরাঘুরি করবে, কোন গ্রাহক পাবে না।" *(মুসলিম)*

নিদর্শনটি প্রকাশ হয়েছে কি না- এ নিয়ে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

১ কেউ বলেছেন যে, সাহাবা যুগে অধিক পরিমাণে যুদ্ধ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধন সম্পদের হিড়িক পড়ে যায়। পারস্য এবং রোমের সকল রত্ন-ভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়।

অতঃপর খলীফা উমর বিন আব্দুল আজীজের যুগেও সম্পদের প্রাচুর্য ঘটে। মুসলমানদের মধ্যে কেউ তখন সাদাকা গ্রহণে রাজী ছিল না।

২ অনেকেই বলেছেন যে, কেয়ামতের অতি সন্নিকটে এমনটি হবে। ইমাম মাহদীর জমানায় সম্পদের আধিক্য ঘটবে। ভূ-পৃষ্ঠের সকল রত্ন-ভাণ্ডার তখন উন্মুক্ত হয়ে যাবে। দু-হাত ভরে তিনি মানুষের মাঝে স্বর্ণ-রূপা বিলি করবেন। নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে মানুষকে সম্পদ প্রদান করবেন।

সাঈদ আবু নাযরা রা. বলেন- আমরা জাবের রা.-এর কাছে বসা ছিলাম।

তিনি বলতে লাগলেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- "আমার শেষ উম্মতের মাঝে একজন খলীফা হবে, নিঃসংকোচে দু-হাত ভরে সে মানুষের মাঝে সম্পদ বিলি করবে।" বললাম- খলীফা উমর বিন আব্দুল আজীজ কি সেই ব্যক্তি? জাবের রা. বললেন- না!" *(মুসলিম)*

৮৬

ভূ-পৃষ্ঠের সকল রত্ন-ভাণ্ডার উন্মোচন

ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্যের পাশাপাশি ভূ-পৃষ্ঠ-ও সকল খনিজ সম্পদ এবং রত্ন-ভাণ্ডার প্রকাশ করে দেবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ভূ-পৃষ্ঠ (রাজকীয় প্রাসাদের) সুবিশাল স্তম্ভ-সদৃশ গচ্ছিত স্বর্ণ-রূপার সকল রত্ন-ভাণ্ডার উন্মোচন করে দেবে। খুনি বলবে- একে পাওয়ার জন্যই আমি খুন করেছি। সম্পর্কচ্ছেদ-কারী বলবে- একে পাওয়ার জন্যই আমি সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। চুর বলবে- এর জন্যই আমার হাত কাটা গেছে। এভাবেই পরস্পর ঝগড়া করতে থাকবে। কেউ কিছু নিতে পারবে না।" *(মুসলিম)*

প্রাচীন রাজকীয় প্রাসাদের কয়েকটি সুবিশাল স্তম্ভ

৮৭ ৮৮ ৮৯

ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি

শেষ জমানায় এ ধরনের শাস্তি কতিপয় ব্যক্তিদের উপর আবর্তিত হবে। ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, রূপবিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি ঘটবে। এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল- এরকম শাস্তি কখন আসবে? নবীজী বললেন- যখন গান-বাদ্য এবং অশ্লীল নর্তকীদের আবির্ভাব হবে।” (তিরমিযী)

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ হ্রাস পাওয়ার ফলে মাত্রাতিরিক্ত হারে অপরাধ-বিস্তার ঘটবে। আর তখনই উল্লেখিত শাস্তিগুলো ঘটতে থাকবে।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “শেষ জমানার উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস, রূপ-বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে। বললাম- সৎ মানুষ থাকতে-ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? নবীজী বললেন- অপরাধ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাই হবে।” *(তিরমিযী)*

রাতের অন্ধকারে ৩০০ গজ গভীরে ধ্বসিত ভূমির দৃশ্য

তকদীরে অবিশ্বাসী একদল নাস্তিক এবং কুসংস্কারী কিছু যিন্দীক-এর উপরও উপরোক্ত তিন ধরনের শাস্তি আবর্তিত হবে বলে নবী করীম সা. ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

নাফে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.এর কাছে বসা ছিলাম। এক

ব্যক্তি এসে বলল- অমুক (শামের একজন ব্যক্তি) আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উমর বললেন- শুনেছি, সে নতুন কোন কুসংস্কার আবিষ্কার করেছে। যদি তাই হয়, তবে তাকে গিয়ে আমার সালাম বলবে না। নবী করীম সা.কে আমি বলতে শুনেছি- "কুসংস্কারী যিন্দীক এবং তকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর ভূমিধ্বস এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে।" (মুসনাদে আহমদ)

অপর হাদিসে- কাবা শরীফে আশ্রিত(ইমাম মাহদী)র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল নামধারী মুসলিম বাহিনীকে-ও পুরোপুরি মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে।

বুকাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী করীম সা.কে মিম্বারে দাড়িয়ে বলতে শুনেছি- "বিশাল কোন বাহিনী আশপাশে কোথাও ধ্বসে গেছে বলে যখন সংবাদ পাবে, (মনে রেখো!) তখন কেয়ামত সন্নিকটে এসে গেছে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

অর্থাৎ মদিনা-র সন্নিকটেই ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটবে। উক্ত বাহিনীর আলোচনা সামনে আসবে ইনশাল্লাহ।

পাপিষ্ঠ এবং নীরবতা অবলম্বনকারীদের উপরই এ ধরনের শাস্তি আপতিত হবে। সকল মুসলমানকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

৯০

সকল জনপদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এমন বৃষ্টি

কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে -এমন বর্ষণ, যা মাটি ও পাথরে নির্মিত সকল স্থাপনা ভাসিয়ে নেবে। তবে উটের জন্য নির্মিত কাপড়ের ছোট তাঁবু নিস্তার পেয়ে যাবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আকাশ থেকে এমন বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যা থেকে চাদরে নির্মিত ঘর (তাঁবু) নিস্তার পেলেও পাথর নির্মিত সুবিশাল ঘরবাড়ী নিস্তার পাবে না।" (মুসনাদে আহমদ)

৯১

ফসলহীন অতিবৃষ্টি

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে- ফসলাদি উৎপন্ন করে না -এমন প্রবল বর্ষণ।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে আকাশ থেকে অবিরাম বর্ষণ হবে, কিন্তু তা থেকে সামান্য ফসল-ও অঙ্কুরিত হবে না।" *(মুসনাদে আহমদ)*

কোন সন্দেহ নেই- ভূ-পৃষ্ঠের বরকত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এরকম ঘটবে। যেমনটি নবী করীম সা. বলেছেন- "বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্ভিক্ষ নয়; বরং অবিরাম বর্ষণ সত্তেও জমিনে ফসল না ফলানো দুর্ভিক্ষ।" *(মুসনাদে আহমদ)*

৯২
পুরো আরব-বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে এমন ফেতনা

কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে- পুরো আরব বিশ্বে এমন ভয়াবহ সংঘাতের সৃষ্টি হবে, যদ্দরুন মাত্রাতিরিক্ত হত্যা-ঘটনা ঘটতে থাকবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "এমন ফেতনা সৃষ্টি হবে, যা পুরো আরব বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে। নিহত সকলেই জাহান্নামে যাবে। তরবারির তুলনায় মুখের কথা তখন বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হবে।" *(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)*

পার্থিব অর্জন কিংবা ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে লড়াই করে নিহত হয়েছে বলে সকলেই জাহান্নামে যাবে।

যে কোন সংগ্রামের ক্ষেত্রে -আল্লাহর দ্বীন উঁচু করা, অত্যাচারীর পতন বা সত্যের সহায়তার নিয়ত থাকতে হবে। বিশৃঙ্খলা, সংঘাত কিংবা ক্ষমতার লোভে সংগ্রাম করলে জাহান্নাম-ই হবে তার একমাত্র ঠিকানা।

ফেতনার সময় বিধর্মীদের প্রচারিত কোন তথ্য বিশ্বাস করা কিংবা আগত তথ্যকে বিনা যাচাইয়ে অন্যের কাছে বর্ণনা করা থেকেও সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

৯৩ ৯৪ ৯৫

ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাথর ও বৃক্ষকুল মুসলমানদের সাহায্যে কথা বলবে

শেষ জমানায় মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে সর্বশেষ মরণ-যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে মহা-বিজয় দান করবেন। ইহুদীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে থাকবে। পাথর ও বৃক্ষকুল মুসলমানদের ডেকে বলবে- হে মুসলিম! এদিকে এসো! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে। তাকে এসে হত্যা কর!

আল্লাহর ইচ্ছায় সব কিছুই মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এভাবেই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পুনর্বিজয় দান করবেন।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ইহুদীদের সাথে তোমাদের লড়াই হবে। তাদেরকে তোমরা ছত্রভঙ্গ করে দিলে পাথর ও বৃক্ষকুল তোমাদের ডেকে বলতে থাকবে- ওহে মুসলিম! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, এসো! একে হত্যা কর!" *(বুখারী-মুসলিম)*

হাদিসে উল্লেখিত সেই গারকাদ বৃক্ষ

পাথর ও বৃক্ষকুলের বাক্যালাপ -কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন। তবে গারকাদ বৃক্ষ -ইহুদীদের রোপিত হওয়ায় কোন কথা বলবে না।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে ইহুদীদেরকে হত্যা করা হবে। কোন ইহুদী পালিয়ে -গাছ বা পাথরের পেছনে আত্মগোপন করলে সেই গাছ বা পাথর মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে- ওহে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়েছে, এদিকে এসো! একে হত্যা কর! তবে গারকাদ বৃক্ষ একথা বলবে না। কারণ, তা ইহুদীদের

বৃক্ষ।” *(মুসলিম)*

হ্যাঁ...। বাস্তবেই বৃক্ষ সেদিন কথা বলবে। আল্লাহ পাক জড়বস্তুদের দিয়ে কথা বলাবেন। এটাই কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন।

এগুলোকে-ও গারকাদ বলা হয়ে থাকে

নাহিক বিন ছুরাইম রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মুশরেকদের সাথে তোমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবে। তোমাদের অবশিষ্ট বাহিনী সেদিন জর্ডান নদীর তীরে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা পূর্বদিকে আর দাজ্জাল-বাহিনী পশ্চিম-দিকে থাকবে।”

বর্ণনাকারী নাহিক বলেন- প্রথম যেদিন রাসূলের মুখ থেকে হাদিসটি শুনেছিলাম, সেদিন -জর্ডান কোথায়- জানতাম না।

উপরোক্ত হাদিসে নদী বলতে -জর্ডান এবং অধিকৃত ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী উপসাগর উদ্দেশ্য।

মৃত সাগর উপকূল (যুগার ঝর্ণা)। এর পশ্চিমে জর্ডান এবং পূর্বেইহুদী অধিকৃত বর্তমান ফিলিস্তীন। গবেষণায় জানা গেছে- মৃত সাগরের পানি ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতেথাকলে ১৪৭০ হিঃ (২০৫০ ইং)নাগাদ পুরোপানি নিঃশেষ হয়ে যাবে।
(আল্লাহই ভাল জানেন)

৯৬

ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের খনি প্রকাশ

ইরাকের বক্ষ দিয়ে প্রবাহিত নদী-দ্বয়ের মধ্যে ফুরাত অন্যতম। এক সময় এতে প্রচুর পানি ছিল। এখনও আছে, তবে ক্রমেই নিম্নে চলে যাচ্ছে। নবী করীম সা. বলেছেন- ফুরাত-নদী শুকিয়ে বহন-পথ পরিবর্তন হয়ে যাবে। অতঃপর স্বর্ণের খনি উন্মোচিত হবে। সকল পরাশক্তি স্বর্ণ-দখলে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সেখানে অজস্র লোকের মরণ হবে।

স্বর্ণের খনি প্রকাশকালে -সেখানে যাওয়া কিংবা স্বর্ণের লোভে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে নবী করীম সা. কড়া ভাষায় নিষেধ করে গেছেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের খনি প্রকাশ হবে। স্বর্ণ দখলের লোভে সবাই সেখানে যুদ্ধ করতে থাকবে। ৯৯% যোদ্ধা-ই সেখানে নিহত হয়ে যাবে। বেঁচে থাকা প্রত্যেকেই -আমি-ই শুধু বেঁচে আছি- মনে করবে।" *(মুসলিম)*

অপর বর্ণনায়- "তোমাদের মধ্যে যারা তখন বেঁচে থাকে, কেউ যেন ওখান থেকে কিছু গ্রহণ না করে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

উবাই বিন কাব রা. বলেন- দুনিয়ার পেছনে মানুষ সবসময় ছুটাছুটি করবে। নবী করীম সা.কে আমি বলতে শুনেছি- "অচিরেই ফুরাত নদীতে স্বর্ণের ভাণ্ডার প্রকাশ পাবে, শুনা মাত্রই সবাই সেখানে চলে যাবে। স্থানীয় লোকেরা বলবে- ব্যবস্থা না নিলে সবটুকু স্বর্ণ-ই মানুষ দখল করে নিয়ে যাবে। ফলে তারাও সেখানে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। ৯৯% যোদ্ধা-ই সেখানে নিহত হয়ে যাবে।"

(মুসলিম)

সম্ভবত বহন পথ পরিবর্তনের ফলে ফুরাত নদীর পানি কমে যাবে। এভাবে কমতে কমতে-ই হয়ত স্বর্ণের খনি প্রকাশ পাবে। মুসলমানদের মধ্যে যারাই তখন জীবিত থাকবে, তাদের উচিত- সেখানে না যাওয়া বা স্বর্ণ-দখলের কোন চেষ্টা না করা। কারণ, নবী করীম সা.-ই বলে গেছেন- ওখানে যারা যাবে, তাদের ৯৯%-ই নিহত হবে।

سد (أتاتورك) التركي على نهر الفرات
ফুরাত নদীর উপর তুরস্কের নির্মিত আতাতুর্ক বাঁধ

ফেতনাটি এখনো অপ্রকাশিত। কবে নাগাদ হবে, আল্লাহই ভাল জানেন।
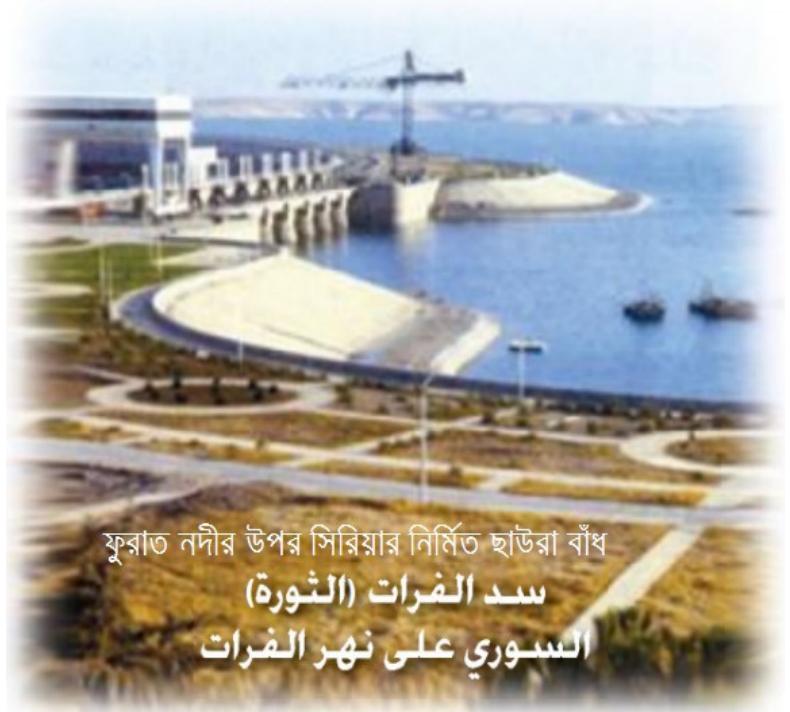
ফুরাত নদীর উপর সিরিয়ার নির্মিত ছাউরা বাঁধ
سد الفرات (الثورة) السوري على نهر الفرات

ফুরাত নদীর পানি অধিকাংশ-ই তুরস্ক এবং সিরিয়া থেকে আসে। বর্তমানে তুরস্ক এবং সিরিয়া ফুরাত নদীর উপর অনেকগুলো বাঁধ স্থাপন করেছে। বড় বড় ফ্যাক্টরি নির্মাণ করেছে। ফলে পানির প্রবাহ বহুলাংশে-ই হ্রাস পেয়েছে। এটাই হয়ত পরবর্তীতে স্বর্ণ-প্রকাশে মূল ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে।

৯৭

হয়ত কাজ কর, নয়ত বিদায় হও!

আমাদের কোম্পানির এটাই নিয়ম, তোমার একার জন্য তো আর সংবিধান পরিবর্তন করা যাবে না! চাকুরীর ইচ্ছা থাকলে কোম্পানীর নিয়মানুসারেই কর, নয়ত বিদায় হও!

শুধু কোম্পানিই নয়; অফিস, আদালত, ব্যাংক, বিজনেস, পুলিশ, সেনাবাহিনী ইত্যাদি যে কোন ডিপার্টমেন্টে-ই হালাল পন্থায় কাজ করতে যাবেন, উপরের কথাটি-ই আপনাকে শুনিয়ে দেয়া হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, কেয়ামতকে আমরা জোর করে ঘরের উঠানে টেনে আনতে চেষ্টা করছি। সেই সাড়ে চৌদ্দশত বৎসর আগে নবী করীম সা. বলে গেছেন, আর এখন এগুলোর বাস্তবায়ন ঘটছে। সত্যনবীর সত্য ভবিষ্যদ্বাণী, বাস্তবায়ন যে ঘটবেই।

উপরোক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে নবী করীম সা. -হারাম কর্ম ত্যাগ করে বিদায় নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেনঃ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- “এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষকে হারাম কিংবা বিদায়- কোন একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করা হবে। তোমরা যারা সেদিন বেঁচে থাকো, বিদায়কে হারামের উপর প্রাধান্য দিয়ো!” *(মুসনাদে আহমদ)*

এয়ারপোর্টে চাকুরী করতে হলে বুরকা পরা যাবে না- এ্যারাবিয়ান বিমানবন্দরে-ও আজকাল এই শর্তারোপ করা হচ্ছে। পুলিশে চাকুরী করতে হলে দাড়ি মুণ্ডন করতে হবে। ব্যাংকের চাকুরী বাঁচিয়ে রাখতে হলে সুদী লেনদেন অব্যাহত রাখতে হবে। এ সকল বিষয় আজ মুসলিম বিশ্বকে হেস্তনেস্ত করে ছেড়েছে।

((প্রথমবার যখন আরব কান্ট্রিতে পা রাখি, বাংলাদেশ থেকে বিমানে উঠার

পর এ্যারাবিয়ান এক তরুণীকে ইংরেজদের মত শর্ট ড্রেস পরে যাত্রীদের সেবা করতে দেখি। প্রথমে চোখ পড়ার পর স্বভাবতই অবাক হয়ে যাই, একজন আরবী তরুণী এভাবে...!! পরে পেছনে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, সে যা বলল, তা শুনে রীতিমত আমার মাথা ঘুরে যায়...!! সে যে একজন কোরআনের হাফেজা!! পর্দার কথা জিজ্ঞেস করলে নিজের বুরকাটি ড্রয়ার থেকে বের করে দেখিয়ে বলল- চাকুরীর সময় বুরকা পরা নিষেধ। ডিউটি শেষ হলেই বুরকা পরে নিই। _অনুবাদক))

৯৮

আরব উপদ্বীপ সুউচ্চ বাগিচা এবং নদী-নালায় পূর্ণ হয়ে উঠবে

আরব উপদ্বীপের প্রায় ৭০% এলাকা-ই হচ্ছে তৃণ-বিহীন মরুভূমি। নবী করীম সা. বলে গেছেন- কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে আরব উপদ্বীপ বৃক্ষলতা ও নদীনালায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। চারিদিকে গাছ-পালা, শস্য-শ্যামল ও উদ্ভিতপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, -যতক্ষণ না আরবের ভূমি সুউচ্চ বাগিচা এবং নদী-নালায় ভরে উঠবে। -যতক্ষণ না সুদূর ইরাক থেকে মক্কা নগরী পর্যন্ত মানুষ ভ্রমণ করবে, পথিমধ্যে পথ হারানো ব্যতীত কোন ভয় থাকবে না। -যতক্ষণ না সংঘাত বেড়ে যাবে। সংঘাতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন- হত্যাযজ্ঞ।" *(মুসনাদে আহমদ)*

একই বর্ণনাকারীর অপর হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, -যতক্ষণ না ধন-সম্পদ ছেয়ে যাবে। যাকাত দিতে গেলে

গ্রহীতা পাওয়া দুষ্কর হবে। -যতক্ষণ না আরব ভূ-খণ্ড সুউচ্চ বাগিচা ও নদীতে ভরে উঠবে।" *(মুসলিম)*

মুয়ায বিন জাবাল রা. বলেন- তাবুক যুদ্ধের বছর আমরা নবী করীম সা.এর সাথে বের হলাম। (ভ্রমণকালে) নবীজী দুই নামাযকে একত্রে পড়তেন। জুহর-আসর এবং মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিতেন। যথারীতি বের হয়ে নবীজী জুহরের নামায কিছুক্ষণ দেরী করে জুহর-আসর একত্রে পড়ে নিলেন। মাগরিবের সময় হলে মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিলেন। অতঃপর বললেন- আগামীকাল ইনশাল্লাহ তোমরা তাবুকের (ঐতিহাসিক) ঝর্ণার কাছে পৌঁছে যাবে। প্রভাত-রবি উদ্ভাসিত হওয়ার আগে সেখানে পৌঁছতে পারবে না। আমি না পৌঁছা পর্যন্ত ঐ ঝর্ণার পানি তোমরা পান করো না! অতঃপর যথাসময়ে আমরা ঝর্ণার কাছে এসে পৌঁছালাম। আমাদের আগেই দু-জন এসে পৌঁছেছিল। ঝর্ণাটি জুতার ফিতার ন্যায় সরু ছিল। খুব-ই স্বল্প পানি সেখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। নবীজী এসে -তোমরা কেউ পানি স্পর্শ করেছো?" জিজ্ঞেস করলে ঐ দুজন বলল- জ্বি হ্যাঁ..!! নবীজী তখন রাগত-স্বরে তাদেরকে কিছু কটু কথা বললেন। অতঃপর সবাই ঝর্ণা থেকে অঞ্জলি ভরে একটু একটু করে পানি এনে এক-পাত্রে জমা করলেন। নবীজী পাত্রের পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পানিকে পুনরায় ঝর্ণার প্রবাহ-পথে রেখে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল স্রোতের মত পানি আসতে লাগল। আমরা সকলেই সেখান থেকে পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। অতঃপর নবী করীম সা. বললেন- ওহে মুয়ায! আয়ু থাকলে ভবিষ্যতে এই স্থানকে তুমি বাগ-বাগিচায় পূর্ণ দেখতে পাবে।" *(মুসলিম)*

আবহাওয়াবীদগণ সম্প্রতি তুষারপাতের প্রবাহ আরব উপদ্বীপের দিকে ধেয়ে আসছে বলে উল্লেখ করেন। ফলে নিকট ভবিষ্যতে আরব দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ও শীতল আবহাওয়ার প্রবল সম্ভাবন রয়েছে। তাই যদি হয়, তবে কোন সন্দেহ নেই- আরব বিশ্ব সবুজ-শ্যামল পরিবেশ এবং নদীনালায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। নিদর্শনটি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। অচিরেই হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, আরব বিশ্বের চিরাচরিত সেই ধূ ধূ মরু-চেহারা এখন আর অবশিষ্ট নেই। আধুনিকতার ছোঁয়ায় পুরো আরব বিশ্ব আজ সবুজ শ্যামল প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বড় বড় শহর নির্মিত হয়েছে। বিশ্বের অত্যাধুনিক মহা সড়ক, মহা নগর এবং সুউচ্চ টাওয়ার এখন আরব বিশ্বে। গাড়ীতে করে আপনি পুরো আরব বিশ্ব ঘুরতে পারবেন। এটাই কেয়ামত ঘনিয়ে অন্যতম নিদর্শন।

বৃহত্তর কৃষি প্রকল্পের আওতায় তাবূক প্রান্তরে আজ বিশাল বিশাল ফলের বাগিচা গড়ে উঠেছে।

সবুজ শ্যামল প্রান্তর-খ্যাত বর্তমান তাবুকের চিত্র

৯৯ ১০০ ১০১

আহলাছ, সচ্ছলতা এবং অন্ধকার ফেতনা

ভয়াবহ তিনটি ফেতনা -মুসলমানদেরকে গ্রাস করবে বলে নবী করীম সা. সতর্ক করে গেছেনঃ

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন- "আমরা নবী করীম সা.এর দরবারে বসা ছিলাম। নবীজী অধিক হারে ফেতনাসমূহের বিবরণ শুনাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে আহলাছের ফেতনার কথা বললেন। এক ব্যক্তি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আহলাছের ফেতনা কি? নবীজী বললেন- পলায়ন আর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফেতনা। অতঃপর সচ্ছলতার ফেতনা, যার ধূম্র আমার পরিবারস্থ দাবীকারী ব্যক্তির পদ-নিচ থেকে সৃষ্টি হবে। মনে মনে ভাববে, সে আমার খুব কাছের। অবশ্যই নয়। শুধু খোদাভীরুগণ-ই আমার বন্ধু। অতঃপর পাঁজরের হাড় যেমন নিতম্বের দিকে ঝুকে পড়ে, তেমনি সবাই একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে (নেতা হিসেবে মেনে নেবে)। এরপর অন্ধকার ফেতনা। ফেতনাটি প্রতিটি মুসলমানের গালে চপেটাঘাত করবে। যখনি বলা হবে- শেষ, তখনি আরো বেড়ে যাবে। সে কালে সকালে ব্যক্তি মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ দু-দলে বিভক্ত হয়ে যাবেঃ (১) ঈমানের দল, যাতে কোন কপটতা থাকবে না। (২) নেফাকের দল, যেখানে কোন ঈমান থাকবে না। এরকম ঘটতে দেখলে ঐ দিন বা পরের দিন দাজ্জাল প্রকাশের অপেক্ষা কর।" *(আবু দাউদ)*

أحلاس শব্দটি حلس এর বহুবচন। উটের পিঠে কাষ্ঠের নিচে যে চাদর নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, সেটাকে আরবীতে حلس বলা হয়। সব সময় তা উটের পিঠে দেয়া থাকে। ঠিক তেমনি ফেতনাটিও সদা মানুষের সাথে লেগে থাকবে। কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না।

সচ্ছলতার ফেতনা বলতে এখানে ধনৈশ্বর্যের আধিক্য উদ্দেশ্য। প্রাচুর্যের মোহে পড়ে মানুষ নানান অপরাধে লিপ্ত হয়ে যাবে। হারাম কাজে সম্পদ ব্যয় করবে।

ধূম্র (ধোঁয়া) বলতে এখানে ফেতনার সূচনা উদ্দেশ্য। ধূম্র যেমন আগুন থেকে বের হয়ে উপরে উঠতে থাকে, ফেতনাটিও তেমন প্রকাশ হয়ে ধীরে ধীরে

বাড়তে থাকবে!!

নিতম্বের সাথে তুলনা করার অর্থ হচ্ছে- পাঁজরের হাড় যেমন ভারী নিতম্বকে সামলাতে পারে না। তেমনি বিরোধের পর মানুষ এমন একজনকে নেতা হিসেবে মেনে নেবে, স্বল্প-জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় যার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী থাকবে না। বিচারব্যবস্থা পরিচালনার যোগ্যতা থাকবে না।

অন্ধকার ফেতনাটি সবার গালে চপেটাঘাত করবে। অর্থাৎ ফেতনার প্রতিক্রিয়া সবার ঘরে পৌঁছে যাবে।

মনে হচ্ছে ফেতনাটি এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। (আল্লাহই ভাল জানেন) আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন।

১০২

একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে

ঈসা বিন মারিয়াম আ.-এর জমানায় বরকত-পূর্ণ পরিবেশ বিরাজিত হবে। সকল ফেতনার চির অবসান ঘটবে। সবদিক দিয়ে রহমত নাযিল হবে। মেঘমালা বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিন তার ফসল-ভরা যৌবন প্রকাশ করবে। সাপ-বিচ্ছু থেকে বিষ উঠিয়ে নেয়া হবে। সে কালে একটি সেজদা-ই সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! অচিরেই ঈসা বিন মারিয়াম -ন্যায়বান শাসক রূপে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। ক্রোশকে ভেঙ্গে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়া(ট্যাক্স)-র বিধান রহিত করবেন। তাঁর জমানায় চারিদিকে ধন-সম্পদের জয়-জয়কার হবে। একটি মাত্র সেজদা তখন সারা দুনিয়া অপেক্ষা

উত্তম হবে।”

অতঃপর আবু হুরায়রা নিম্নোক্ত আয়াতটুকু পাঠ করলেনঃ “আর আহলে-কিতাব (খৃষ্টান)দের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে।” *(সূরা নিসা-১৫৯)*

জিযয়া (ট্যাক্স)র বিধান রহিত করার তাৎপর্য হল- ঈসা আ.-এর জমানায় অন্য সকল ধর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইহুদীবাদ মুসলমানদের হাতে নিশ্চিহ্ন হবে। খৃষ্ট সম্প্রদায় ঈসা আ.-এর উপর ঈমান এনে পূর্ণ মুসলমান হয়ে যাবে। বিধর্মী না থাকায় ট্যাক্সের বিধান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে।

ঈসা আ.-এর জমানায় নামায এবং অন্যান্য এবাদতের দিকে মানুষের আগ্রহ বেড়ে যাবে, নও-মুসলিমরা পুরো উদ্যমে আল্লাহর উপাসনায় লিপ্ত হবে। কেয়ামত সন্নিকটে জেনে কেউ কাউকে কষ্ট দেবে না। কেউ কারো অধিকার হরণ করবে না। নীরবে নিশ্চিন্তে প্রশান্ত মনে সবাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী হবে।

১০৩
চন্দ্র-স্ফীতি

স্বভাবত আরবী মাসের প্রথম দিনে চন্দ্রের জন্ম হয়। অতঃপর আস্তে আস্তে বড় হয়ে অর্ধমাসে গিয়ে পূর্ণিমার আকার ধারণ করে। আবার কমতে কমতে মাসের শেষ দিকে এসে নিঃশেষ হয়ে যায়।

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হল- চন্দ্র স্ফীত হয়ে যাবে। নব উদিত প্রথম দিনের চাঁদ দেখে মানুষ বলতে থাকবে- “আরে.. এতো দুই দিনের চাঁদ মনে হচ্ছে..!”

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “চন্দ্র-স্ফীতি -কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন। এক দিনের চাঁদ দেখে মানুষ -“এতো দুই দিনের চাঁদ মনে হচ্ছে..!” বলতে থাকবে।” *(তাবারানী)*

নিদর্শনটি এখনো অপ্রকাশিত মনে হচ্ছে। তবে যারা নিয়মিত চাঁদের খোঁজখবর রাখেন, তারাই বিষয়টি ভাল বুঝবেন।

ইউরোপীয় মাস অনুযায়ী চন্দ্রের ধাপসমূহ

১০৪
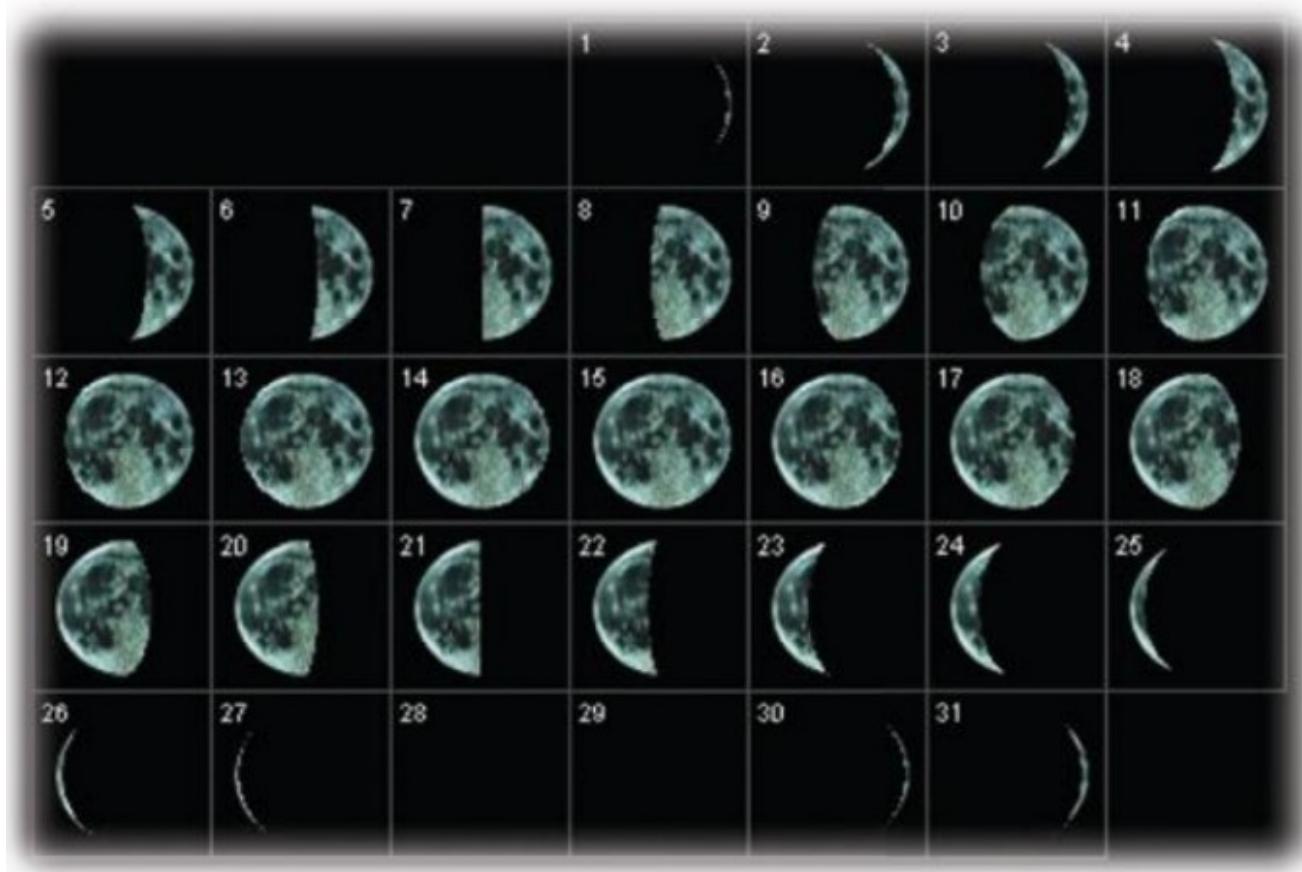
সকল মুসলমান শামে চলে যাবে

নবী করীম সা.এর যুগে -বর্তমান লেবানন, জর্ডান এবং অধিকৃত ফিলিস্তীন সমন্বিত রাষ্ট্রকে একবাক্যে -শাম- বলা হত। শাম নবীদের ভূমি, শাম পুনরুত্থানের ভূমি। শামের মুসলমানদের জন্য আভিজাত্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সা. বলেন- "শাম-বাসী যখন বিনাশের

সম্মুখীন হবে, তখন উম্মতের জন্য কোন কল্যাণ বাকী থাকবে না। আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদায় বিজয়ী থাকবে, কেয়ামত অবধি বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন-ই ক্ষতি করতে পারবে না।” *(তিরমিযী)*

এ কারণেই নবীজী শামে বসবাসের ফযিলত বর্ণনা করেছেনঃ আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “বিশ্ব-যুদ্ধকালে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠাংশ শামের দামেস্ক শহরের আল-গুতা প্রান্তরে থাকবে।” *(মুসনাদে আহমদ)*

হাদিসে বিশ্বযুদ্ধ বলতে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যকার সর্বশেষ বৃহৎ যুদ্ধ উদ্দেশ্য।

বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের প্রসিদ্ধ একটি শহরের নাম হচ্ছে আল-গুতা।

বিশ্বযুদ্ধটি ইমাম মাহদীর কিছু পূর্বে, মাহদীর জমানায় বা তৎপর-বর্তী কালেও সংঘটিত হতে পারে। এক সাহাবী হিজরতের পরামর্শ চাইলে নবীজী শামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

বাহয বিন হাকীম, তার পিতা-পিতামহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন দিকে হিজরতের আদেশ দিবেন? নবীজী বললেন- ওই দিকে!! (হাত দিয়ে শামের দিকে ইশারা করলেন)” *(তিরমিযী)*

কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে অধিকাংশ মুসলমান হিজরত করে শামে চলে যাবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এমন এক কাল আসবে, যখন সকল মুমিন-মুসলমান শামে গিয়ে মিলিত হবে।” *(ইবনে আবি শাইবা)*
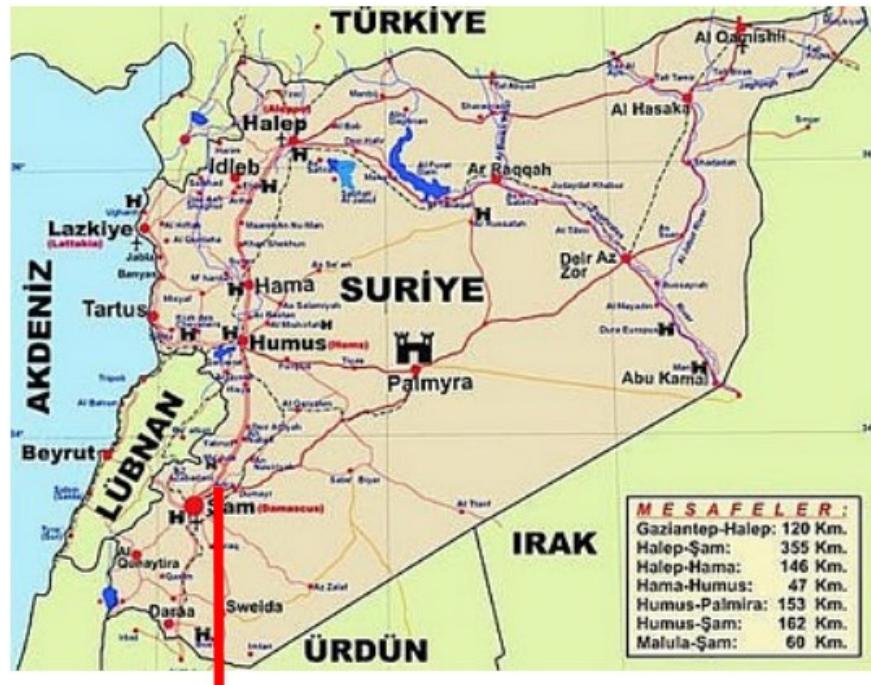
আল-গুতা প্রান্তরের সবুজ-শ্যামল মনোরাম পরিবেশ

১০৫ ১০৬

মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বৃহৎ যুদ্ধ, কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়

মুসলমানদের সাথে খৃষ্ট-সংঘাতের ইতিহাস অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের সম্মুখীন হয়েছে। কখনো শান্তিচুক্তি, কখনো যুদ্ধ, কখনো সংঘাত আবার কখনো আপোষ। সম্প্রতি খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করলেও অদূর ভবিষ্যতে এক মহাযুদ্ধ অপেক্ষা করছে। নবী করীম সা. একে বিশ্বযুদ্ধ বলে ব্যক্ত করেছেন। সে যুদ্ধে মুসলমানদেরকে আল্লাহ মহা-বিজয় দান করবেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী -কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হবে। শুধু -আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তারা পুরো কনস্টান্টিনোপল বিজয় করে নেবে। এর পরপর-ই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "জেরুজালেমে স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদিনা বিনাশের নিদর্শন। মদিনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিপোল বিজয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী)*

নবী করীম সা. বলেন- "তোমরা -রোমক (খৃষ্টানদের) সাথে এক শান্তিচুক্তি করবে। অতঃপর তোমরা এবং খৃষ্ট সম্প্রদায় মিলে পেছনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে। সেখানে বিজয়ী হয়ে তোমরা প্রচুর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অধিকারী হবে।

গণিমত বণ্টন শেষে প্রত্যাবর্তন কালে উঁচু টিলাবিশিষ্ট উপত্যকায় এসে পৌঁছুলে -খৃষ্টানদের একজন তখন ক্রোশ উঁচু করে -ক্রোশের বিজয় হয়েছে- বলতে থাকবে। এক মুসলমান তখন রাগান্বিত হয়ে ক্রোশকে ভেঙ্গে দেবে। খৃষ্ট সম্প্রদায় তখন চুক্তি ভঙ্গ করে মহাযুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে যাবে।”

অপর বর্ণনায়- “মুসলমান-ও তখন অস্ত্র বের করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। মুসলমানদের ঐ দলটিকে আল্লাহ শাহাদতের সুমহান মর্যাদায় ভূষিত করবেন।” *(আবু দাউদ)*

কনষ্ট্যান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল)

কনষ্ট্যান্টিনোপলের দু'টি শহর এবং ইউরোপ-এশিয়ার সেতুবন্ধন

■ পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না রোমক (খৃষ্ট) সম্প্রদায় আমাক (মতান্তরে দাবেক) প্রান্তরে (শামের প্রসিদ্ধ হালব শহরের সন্নিকটে একটি স্থান, সেখানে-ই মহাযুদ্ধটি সংঘটিত হবে) এসে একত্রিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দামেস্ক শহর থেকে একদল শ্রেষ্ঠ মুসলমান বের হবে। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে রোমক

সম্প্রদায় বলবে- তোমরা সরে যাও! ধর্মত্যাগীদেরকে আমরা হত্যা করতে এসেছি

(বুঝা গেল, এর পূর্বে মুসলিম-খৃষ্ট আরো কতিপয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলমান সেখানে বিজয়ী হয়ে কিছু খৃষ্টানকে বন্দি করে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে বন্দি খৃষ্টানরা মুসলমান হয়ে মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে)

মুসলমান তখন বলবে- (দ্বীনী) ভাইদেরকে আমরা কস্মিনকালেও তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ (মুসলমান) পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে, এদের তওবা আল্লাহ কখনো কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে আল্লাহ মহা-বিজয় দান করবেন, কখনোই ফেতনা তাদের গ্রাস করতে পারবে না। সামনে এগিয়ে তারা কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে। তরবারিগুলো বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে, হঠাৎ শয়তান তাদের মাঝে ঘোষণা করবে- "দাজ্জাল তোমাদের পরিবারগুলোকে ধাওয়া করেছে-"। ঘোষণাটি মিথ্যে হলেও মুসলমানগণ -সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হবে। তারা যখন শামে ফিরে আসবে, তখন ঠিক-ই দাজ্জাল বের হয়ে আসবে।"

অপর বর্ণনায়- "দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলমান সারিবদ্ধ হতে থাকবে। হঠাৎ ফজরের নামাযের ইকামত-কালে ঈসা বিন মারিয়াম আসমান থেকে অবতরণ করবেন।" *(মুসলিম)*

■ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ

নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ত্যাজ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের সুযোগ থাকবে না। অতঃপর শামের দিকে হাতে ইশারা করে বলতে লাগলেন- "ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে শত্রুসেনা সমবেত হবে। মুসলমান-ও তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে। ইবনে মাসউদ শত্রুসেনা বলতে রোমক উদ্দেশ্য করেছেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে যাবে। কেউ-ই ফিরে যেতে প্রস্তুত নয়। মুসলমান আত্মঘাতী বাহিনী পাঠাবে, শর্ত করবে- বিজয় না নিয়ে ফিরে আসা যাবে না। রাত অবধি যুদ্ধ করতে করতে বাহিনী শেষ হয়ে যাবে। কোন পক্ষেরই বিজয়

হবে না। দ্বিতীয় দিন মুসলমান আরেকদল আত্মঘাতী বাহিনী পাঠাবে। তারাও সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এবার-ও কোন পক্ষের বিজয় হবে না। তৃতীয় দিন-ও এরকম হবে। চতুর্থ দিন সাকুল্য মুসলিম বাহিনী আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমুল যুদ্ধ হবে, ইতিপূর্বে কখনো এমন যুদ্ধ ঘটেনি। শত্রুবাহিনীকে আল্লাহ পরাজিত করবেন। নিহতের সংখ্যা এত অধিক হবে যে, উড়ন্ত পাখি -লাশের দীর্ঘ স্তূপ অতিক্রম করতে গিয়ে নিজেই লাশ হয়ে পড়ে যাবে। একশ সন্তানের জনক মাত্র একজনকে ফিরে পাবে, নিরানব্বই জন-ই সেখানে মারা যাবে। এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কিংবা ত্যাজ্য-সম্পদ নিয়ে আনন্দ উল্লাসের সুযোগ থাকবে না। মুসলিম বাহিনী ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামে থাকবে, হঠাৎ মহা-বিপদের ধ্বনি ভেসে আসবে- "দাজ্জাল তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ধাওয়া করছে।-" শুনা মাত্র-ই সকল সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে মুসলিম বাহিনী স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবে। পরিস্থিতি যাচাই করতে দশজন অশ্বারোহীকে তারা অগ্রে প্রেরণ করবে। নবীজী বলেন- "আমি ঐ দশজনকে তাদের নাম, পিতার নাম এমনকি অশ্বের ধরন সহ চিনি। তারা-ই সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী।" *(মুসনাদে আহমদ, মুসলিম)*

যুদ্ধকালে মুসলিম বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি থাকবে আল-গুতা প্রান্তরে।

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী শামের প্রসিদ্ধ শহর দামেস্কের আল-গুতা প্রান্তরে অবস্থান করবে।"

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হবে না। ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়েই তারা শহরের প্রধান স্থাপনাগুলো ভেঙ্গে দেবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "একপ্রান্ত জলে, অপর প্রান্ত স্থলে- এমন শহরের কথা তোমরা শুনেছ? সবাই বলল- হ্যাঁ..! নবীজী বললেন- কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে বনী ইসহাকের সত্তর হাজার মুসলমান সেখানে যুদ্ধ করবে। তীর-তরবারি ব্যবহার করবে না; বরং -"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু

আকবার-” ধ্বনির সাথে সাথে শহরের এক প্রান্ত ধ্বসে পড়বে (ছাউর বিন ইয়াযিদ বলেন- ঠিক স্মরণে নেই আমার, সম্ভবত স্থলভাগের শহরটি প্রথমে ধ্বসে পড়বে)। দ্বিতীয়বার -“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার-” ধ্বনি দিলে অপর প্রান্ত ধ্বসে পড়বে। তৃতীয়বার -“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার-” উচ্চারণ করলে শহরের প্রধান ফটক উন্মুক্ত হয়ে যাবে। মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনে ব্যস্ত থাকবে, এমন সময় বিপদের ধ্বনি ভেসে আসবে- “দাজ্জাল বের হয়ে গেছে। সংবাদ শুনা মাত্রই তারা সবকিছু মাটিতে ফেলে রেখে চলে আসবে।” *(মুসলিম)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় -বনী ইসহাক- শব্দ এসেছে। তবে প্রসিদ্ধ হচ্ছে -বনী ইসমাইল। কারণ, হাদিসে আরব মুসলিম বাহিনী উদ্দেশ্য। শহর বলতে এখানে কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল) বুঝানো হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধে যে সকল মুসলিম রোমকদের সাথে যুদ্ধ করবে, তারাই পরে গিয়ে শহরটি বিজয় করবে।

১০৭ ১০৮

ত্যাজ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের সুযোগ থাকবে না

শেষ জমানায় খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের অধিক সংঘাতের ফলে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ত্যাজ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের সুযোগ থাকবে না।” কথাটি বলার সময় তিনি শামের দিকে হাতে ইশারা করেছিলেন।

বিস্তারিত বিবরণ পূর্বোক্ত হাদিসে গত হয়েছে।

১০৯

তীর-তলোয়ার এবং অশ্বের যুগ পুনঃ প্রত্যাবর্তন

পূর্বোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, "মুসলিম বাহিনী ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামে থাকবে, হঠাৎ মহা বিপদের ধ্বনি ভেসে আসবে- "দাজ্জাল তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ধাওয়া করছে। শুনা মাত্রই সকল সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে মুসলিম বাহিনী স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করবে। পরিস্থিতি যাচাই করতে দশজন অশ্বারোহীকে তারা অগ্রে প্রেরণ করবে। নবীজী বলেন- "আমি ঐ দশজনকে তাদের নাম, পিতার নাম এমনকি অশ্বের ধরন সহ চিনি। তারা-ই সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী।"

১১০ ১১১

জনবসতিতে জেরুজালেম আবাদ, বসতি শূন্য হয়ে মদিনার বিনাশ

মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "জেরুজালেমে স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদিনা বিনাশের নিদর্শন। মদিনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিপোল বিজয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ। অতঃপর নবীজী সাহাবীর ঘাড়ে হাত মেরে বললেন- তুমি এখানে বসে আছ যেমন সত্য, এগুলোর বাস্তবায়ন তেমন-ই সত্য।" *(আবু দাউদ)*

বিনাশ বলতে এখানে -মদিনায় বসতি ও পর্যটক শূন্যতা উদ্দেশ্য।

অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন- "বিশ্বযুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জাল প্রকাশ। তিনটি ঘটনা সাত মাস অন্তরন্তর ঘটে যাবে।" *(তিরমিযী)*

একটা শেষ হতে না হতেই অপরটা শুরু হয়ে যাবে। একটার সাথে অপরটা উত-প্রোতভাবে জড়িত। জেরুজালেম তথা বায়তুল মাকদিসের আশপাশে প্রচুর জন-বসতি গড়ে উঠবে। এর পরপরই মদিনা -অধিবাসী শূন্য হয়ে যাবে। বর্তমানে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি, মদিনায় দিন দিন বসতি কমে যাচ্ছে। উন্নত শহরগুলোর দিকে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে।

হাদিসে এসেছে- "সর্বোত্তম নগরী হওয়া সত্তেও মানুষ মদিনা ছেড়ে চলে যাবে। এমনকি মদিনার মসজিদে কুকুর-শেয়াল ঢুকে পেশাব করবে, পরিষ্কার করার কেউ থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন- তাহলে মদিনার ফসল-ফলাদী কে ভোগ করবে হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী বললেন- পশু পাখি।-" *(মুআত্তা মালিক রহ.)*

বাইতুল মাকদিস (জেরুজালেম)

মসজিদে নববী (মদীনা)

জেরুজালেম আবাদ বলতে শেষ জমানায় সেখানে মুসলিম খেলাফত প্রতিষ্ঠা-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা রা. এর হাদিসে এসেছেঃ

তিনি বলেন- নবী করীম সা. আমাদেরকে পদব্রজে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আনতে পাঠালেন। আমরা কিছু না পেয়ে খালী হাতে ফিরে এলাম। নবীজী আমাদের চেহারায় কষ্টের ছাপ দেখে দাড়িয়ে বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ! এদের সার্বিক দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করবেন না! আমি অপারগ। এদের নিজেদের উপর-ও করবেন না! তারা-ও অপারগ। সর্বসাধারণের উপর-ও ন্যস্ত করবেন না! আত্মসাৎ করে ফেলবে! অতঃপর নবীজী আমার মাথার উপর হাত রেখে বলতে

লাগলেন- ওহে ইবনে হাওয়ালা! জেরুজালেমে যখন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবে, (মনে রেখো!) তখন ভূ-কম্পন, বিপদাপদ এবং বৃহৎ নিদর্শনগুলো কাছিয়ে গেছে। কেয়ামত তখন তোমার মাথা থেকে আমার হাত অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী।” *(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)*

অর্থাৎ কোরআনের শাসন চালু হওয়ার পর সকল মুসলমান বায়তুল মাকদিসে চলে যাবে। শামের দিকে মুসলমানদের হিজরতের বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এভাবেই মদিনা বসতি-শূন্য হয়ে পড়বে।

১১২

মদিনা থেকে সকল মুনাফিক নির্বাসন

মদিনা বিনাশের সাথে সাথে সকল মুনাফিক-ও মদিনা থেকে বের হয়ে যাবে। নবী করীম সা.-এর যুগে মদিনা মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। ইসলামের প্রধান রাজধানী হওয়ায় সময়ের সাথে সাথে সেখানে জনবসতি বাড়তে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ মদিনার দিকে হিজরত করতে থাকে। কিন্তু কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মদিনা থেকে মানুষের আগ্রহ উঠে যাবে। কেউ আর মদিনায় আসতে চাইবে না।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “এমন এক সময় আসবে, যখন মদিনার লোক নিকটাত্মীয়কে ডেকে বলতে থাকবে- চল! উন্নত শহরে চলে যাই! আধুনিক নগরীতে গিয়ে বসবাস করি!- অথচ মদিনা-ই তাদের জন্য সর্বোত্তম স্থান ছিল। আল্লাহর শপথ করে বলছি- মদিনা-বিরাগী হয়ে যখন-ই এখান থেকে কেউ চলে যাবে, আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম মানুষ দিয়ে মদিনা আবাদ করে দেবেন। মদিনা একটি পবিত্র ভূমি, কপট বিশ্বাসীদের এখানে কোন স্থান নেই। কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মদিনা সকল অনিষ্টকে বের করে দেবে, ঠিক যেমন কামারের হাপর লোহার আবর্জনাকে বের করে দেয়।” *(মুসলিম)*

বর্ণিত আছে, উমর বিন আব্দুল আজীজ রহ. যখন মদিনা থেকে বের হয়ে যান, তখন মুযাহিমের (কৃতদাস) দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন- “ওহে মুযাহিম! মদিনা কি আমাদের নির্বাসনে দিয়ে দিল?!!”

মদিনা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসতি করলে-ই মুনাফিক হয়ে যাবে, এমনটি আবশ্যক নয়। সাহাবায়ে কেরাম-ও দাওয়াত এবং জিহাদের লক্ষে মদিনা ছেড়ে গিয়েছিলেন।

বসবাসের উপযোগী সত্তেও অধিবাসীগণ মদিনা ছেড়ে দেবেন। অথচ মদিনার ফসল-ফলাদি বরকতময়। বসবাস স্বাচ্ছন্দ্যকর। কিন্তু শেষ জমানায় নানান ফেতনা মানুষকে মদিনা ছাড়তে বাধ্য করবে। এক পর্যায়ে সকল ঘরবাড়ী বিরান পড়ে থাকবে। শেয়াল-কুকুর মসজিদে ঢুকে মিম্বরে পেশাব করবে, পরিষ্কার করার কেউ থাকবে না।

মদীনা মুনাওয়ারা

১১৩

পর্বতমালা স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে

পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত বসবাস উপযোগী রাখতে আল্লাহ পাক স্থানে স্থানে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে পাহাড়-পর্বত স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে।

- অধিক হারে বজ্র এবং ভূমিধ্বসের ফলে বাস্তবেই হয়ত এমন ঘটবে।
- পাহাড় কেটে ঘরবাড়ী এবং বড় বড় ফ্যাক্টরি নির্মাণের দরুন পর্বতের স্থানচ্যুতি ঘটবে। পর্বত-বহুল দেশগুলোতে বর্তমানে এমনটি-ই ঘটছে।
- অথবা প্রস্তর -খণ্ডাকারে ভাঙতে ভাঙতে এক সময় পর্বত বিলীন হয়ে যাবে।

ছামুরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পর্বতমালার স্থানচ্যুতি ঘটে। অদেখা বড় বিপদাপদ তখন তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে।” *(তাবারানী)*

এভাবেই পাহাড় কেটে বাড়ীঘর নির্মাণ করা হচ্ছে

পর্বতমালার প্রাকৃতিক ভাঙন

১১৪

কাহতান গোত্র থেকে এক মান্যবর ব্যক্তির আবির্ভাব

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, আরবের প্রসিদ্ধ ক্বাহতান গোত্র থেকে এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, একবাক্যে সবাই তাকে নেতা বলে মেনে নেবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ক্বাহতান গোত্র থেকে একজন নেতার আবির্ভাব হবে। লাঠি দিয়ে সকল মানুষকে সে চালিয়ে নেবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

লাঠি দিয়ে চালানোর অর্থ হচ্ছে, তার নেতৃত্বে সবাই সরল পথে চলবে। একবাক্যে তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেবে। এখানে কেবল-ই উদাহরণ দেয়া হয়েছে; লাঠি ব্যবহার উদ্দেশ্য নয়। বুঝাই যায়- খুব-ই কঠোর হবে।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত অপর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, "তিনি সৎ ও নিষ্ঠাবান হবেন।"

তিনি স্বাধীন হবেন, "জাহজাহ-"এর মত কৃতদাস নয়।

১১৫

'জাহজাহ' নামক ব্যক্তির আবির্ভাব

শেষ জমানায় নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অধিকারী অনেক ব্যক্তির-ই আবির্ভাব ঘটবে। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নবীজী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। জাহজাহ তাদের অন্যতম।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দিন-রাত শেষ হবে না, যতক্ষণ না জাহজাহ নামক এক কৃতদাস নেতৃত্বে আসবে।"

অপর বর্ণনায়- "জাহজাল"

১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯
চতুষ্পদ জন্তু, জড়বস্তু, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে, বাড়ীতে কি হচ্ছে– উরুর মাংস মানুষকে এর সংবাদ দেবে

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন- "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না চতুষ্পদ জন্তু, চাবুকের অগ্রভাগ এবং জুতার ফিতা -মানুষের সাথে কথা বলবে। বাড়ীতে পরিবার কি করছে, উরুর মাংস মানুষকে এর সংবাদ দেবে।" *(তিরমিযী)*

নিদর্শনগুলো এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

কতিপয় গবেষক এর মাধ্যমে সাম্প্রতিক বহুল ব্যবহৃত বাণী-প্রেরকযন্ত্র -মোবাইল, টেলিফোন এবং ইলেক্ট্রনিক চিপ উদ্দেশ্য বলেছেন।

■ চতুষ্পদ জন্তুর সাথে কথা বলার ঘটনা নবীযুগেই ঘটেছিলঃ

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- মদিনার পাশে জনৈক বেদুইন মেষপাল চরাচ্ছিল। হঠাৎ এক শিয়াল মেষপালের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে একটি ছাগল ছানা ধরে ফেলে। বেদুইন দৌড়ে বহু চেষ্টা করে ছানাটি শেয়ালের হাত থেকে ছুড়িয়ে নেয়। বেদুইন গোস্বায় শেয়ালকে অনেক গালমন্দ করতে থাকে। কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করে শেয়াল এক স্থানে এসে লেজ বিছিয়ে বসে বলতে থাকে- আল্লাহর দেয়া রিযিক তুমি আমার মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছ? বেদুইন বলল- কি আশ্চর্য- শেয়াল কথা বলছে!! শেয়াল বলল- এর চেয়েও আশ্চর্যের সংবাদ আছে আমার কাছে! বেদুইন জিজ্ঞেস করল- কি সেটা? শেয়াল বলল- দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল আছেন। তিনি পূর্বাপর সকল সংবাদ মানুষের কাছে বর্ণনা করছেন।

শেয়ালের কথা শুনে বেদুইন দ্রুত মেষপাল নিয়ে মদিনায় চলে আসল। নবীজীর ঘরের দরজায় সজোরে আঘাত করতে লাগল। নবীজী তখন নামাযে

ছিলেন। নামায শেষে নবীজী ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- রাখাল বেদুইন কোথায়? বেদুইন দাড়িয়ে গেলে -নবীজী তাকে বললেন- যা শুনেছ, যা দেখেছ, সবার কাছে বর্ণনা কর! বেদুইন শেয়ালের কাহিনী সবাইকে শুনালে নবীজী বললেন- সে সত্যই বলেছে- কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে কতিপয় নিদর্শন প্রকাশ পাবে। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ ঘর থেকে বের হবে, জুতার ফিতা, চাবুক বা লাঠি তাকে সংবাদ দেবে যে, ঘরে তার অনুপস্থিতিতে পরিবার কি করছে!" *(মুসনাদে আহমদ)*

■ তেমনি ষাঁড়ের সাথে কথা বলার ঘটনাও নবীযুগে ঘটেছিলঃ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "জনৈক ব্যক্তি ষাঁড়ের কাঁধে মাল বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। ষাঁড় লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল- আমার সৃষ্টি কৃষি কাজের জন্য, মাল বোঝাই-য়ের জন্য নয়! তা দেখে লোকেরা বলতে লাগল- বাহ! ভারী আশ্চর্য তো!! ষাঁড় কথা বলছে দেখছি!! নবীজী বললেন- আমি, আবু বকর এবং উমর তা বিশ্বাস করি।" *(মুসলিম)*

আল্লাহ পাক বলেন- "তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।-" *(সূরা ফাতির-১)*

১২০ ১২১

ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কাগজের পাতা এবং মানুষের অন্তর থেকে কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবে

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার প্রসিদ্ধ নিদর্শন হচ্ছে, ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অধিক ফেতনার কবলে পড়ে দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার বিলুপ্তি ঘটবে। কেউ-ই নামায পড়বে না, রোযা রাখবে না। মানুষের অন্তর থেকে কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বলবে- বাপ-দাদাকে আমরা -"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-" পড়তে শুনেছি, তাই আমরাও পড়ছি।

হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- অধিক পুরাতন হওয়ার

ফলে কাপড়ের রঙ যেমন মিটে যায়, তেমনি ইসলাম-ও এক সময় মিটে যাবে। নামায কি, রোযা কি, হজ্ব কি, সাদাকা কি..- কেউ জানবে না। এক রাত্রিতে কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। কোন আয়াত পৃথিবীতে থাকবে না। বয়োবৃদ্ধ মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান বাকী থাকবে। বলবে- বাপ-দাদাকে আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে শুনেছি, তাই আমরাও বলছি।"

হুযায়ফা রা. এর হাদিস শুনে আশপাশের সবার মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন- হে হুযায়ফা! নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত জানে না, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে কি হবে? হুযায়ফা তার কথা এড়িয়ে গেলেন। কয়েকবার জিজ্ঞেস করা হল। প্রতিবারই এড়িয়ে গেলেন। তৃতীয়বার বললেন- ওহে! পারলে ওদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!!" *(ইবনে মাজা)*

নিদর্শনটি এখনো অপ্রকাশিত। ইসলাম ধর্ম -আল-হামদুলিল্লাহ- দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। মানুষ দলে দলে ইসলামের দিকে আসতে শুরু করেছে।

((আবশ্যক নয় যে, প্রতিটি মুসলিম দেশে-ই এমনটি ঘটবে; বরং যে সকল দেশে মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম। মুসলিম বিশ্বের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। ফেতনার আধিক্য এবং কালের ঘুর্ণিপাকে তাদের মধ্যে এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। _অনুবাদক))

১২২

কা'বা ঘরের দিকে যুদ্ধ করতে আসা বিশাল বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে যাবে

কাবা ঘরে আশ্রয় নেয়া ইমাম মাহদীকে হত্যা করতে কোন এক মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হবে। আল্লাহ পাক -বাহিনীর সকল সদস্যকে মাটির নিচে ধ্বসে দেবেন। নিয়ত অনুযায়ী সবার পুনরুত্থান হবে।

উবাইদুল্লাহ কিবতীয়্যা বলেন- হারেস, আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ান এবং আমি -তিনজন মিলে উম্মুল মুমেনীন উম্মে ছালামা রা.এর কাছে গেলাম। উভয়ে তাঁকে ধ্বসিত বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। ঐ সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলীফা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.এর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত চলছিল। হাজ্জাজের আগ্রাসন ঠেকাতে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তখন কাবা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। উম্মে ছালামা রা. বলতে লাগলেন- নবী করীম সা. বলেছেন- "একজন আশ্রিত -কাবা ঘরে আশ্রয় নেবে। তাকে হত্যার জন্যে বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্রই সম্পূর্ণ বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! যাদেরকে জোরপূর্বক বাহিনীতে যুক্ত করা হয়েছে, তাদের কি দশা হবে? নবীজী বললেন- সবাইকে-ই ধ্বসে দেয়া হবে। হাশরে -নিয়ত অনুযায়ী সবার পুনরুত্থান হবে।" *(মুসলিম)*

"সৎ সংশ্রবে স্বর্গে বাস, অসৎ সংশ্রবে সর্বনাশ-" স্বতঃসিদ্ধ একটি প্রবাদ। বায়দা প্রান্তরে তখন যারাই উপস্থিত থাকবে -বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক- সমূলে ধ্বসে দেয়া হবে। হাশরের ময়দানে অন্তরিচ্ছা অনুযায়ী সবার হিসাব হবে।

অন্যান্য বর্ণনায় ঘটনার ধারাবাহিকতায় বুঝা যায় যে, কাবা ঘরে আশ্রিত ব্যক্তিটি ইমাম মাহদী হবেন। নাম তার- মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। বাহিনী ধ্বংস করে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করবেন।

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রা. বলেন- একদা নবী করীম সা. নিদ্রাবস্থায় কেমন যেন করছিলেন। (জাগ্রত হওয়ার পর) জিজ্ঞেস করলাম- এমন করছিলেন কেন হে আল্লাহর রাসূল? বললেন- "খুব-ই আশ্চর্যের বিষয়- আমার উম্মতের কিছু লোক কাবা ঘরে আশ্রিত কুরায়শী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র সবাইকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমরা বললাম- পথে তো অনেক মানুষের সমাগম থাকে!! নবীজী বললেন- হ্যাঁ..! দর্শক, অপারগ এবং পথিক সকলকেই একত্রে ধ্বসে দেয়া হবে। তবে অন্তরিচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ তাদের পুনরুত্থান করবেন।" *(মুসলিম)*

ইমাম মাহদী সংক্রান্ত আলোচনায় পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত বিবরণ আসবে ইনশাল্লাহ।

১২৩

আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে মানুষের হজ্ব ত্যাগ

শেষ জমানায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ফেতনার আধিক্যের দরুন এমন পরিস্থিতি আসবে, যখন হজ্ব বা উমরাহ করতে কেউ-ই মক্কায় আসবে না। কাবা ঘর বিরান পড়ে থাকবে।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না কাবা ঘরের দিকে মানুষের হজ্ব বন্ধ হয়ে যায়।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

নিদর্শনটি অনেক বিলম্বে ঘটবে। কারণ, ইয়াজূজ-মাজূজের পর-ও হজ্বের কথা হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত আছে।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ইয়াজূজ-মাজূজ ধ্বংস পরবর্তী সময়ে-ও কাবা ঘরে মানুষ হজ্ব করতে আসবে।" *(বুখারী)*

হতে পারে- যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অধিক সংঘাতের ফলে সাময়িকভাবে মানুষের হজ্বে আসা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সংঘাত শেষ হতে-ই পুনরায় হজ্ব পালন শুরু

হয়ে যাবে।

বর্তমানে লাখো মুসলমান হজ্ব পালন করতে
প্রতি বৎসর মক্কায় আগমণ করে

১২৪

কতিপয় আরব গোত্রের মূর্তিপূজায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন

ইসলাম-পূর্ব মূর্খতা-যুগে আরব উপদ্বীপ -শিরক ও মূর্তিপূজার কেন্দ্রস্থল রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর আল্লাহ তালা নবী মুহাম্মদ সা.কে প্রেরণ করে আরবদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন। মূর্তি পূজার অবসান ঘটিয়ে একত্ববাদের দিকে নিয়ে আসেন।

কিন্তু কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে একদল আরব পুনরায় মূর্তিপূজায় ফিরে যাবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা.

বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দাউছ গোত্রীয় মহিলাদের নিতম্বগুলো -যিলখালাসা-র আশপাশে আন্দোলিত হতে থাকবে।"

দাউস গোত্রের অবস্থান

যিল খালাসা হচ্ছে মূর্খতা যুগে দাউস গোত্রে পূজ্য বৃহৎ মূর্তির নাম।

অর্থাৎ মূর্তির সম্মানার্থে তারা মূর্তির আশপাশে প্রদক্ষিণ করবে।

উল্লেখ্য- আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দাউছ গোত্রের বসবাস।

১২৫

কুরায়েশ বংশের বিলুপ্তি

আরবের অতি প্রসিদ্ধ গোত্রগুলোর অন্যতম কুরায়েশ। ফিহর বিন মালেক বিন নযর বিন কিনানার পরবর্তী বংশধরকে এ নামে ডাকা হয়। আরবীতে কুরায়েশ মানে ব্যবসা। পেশায় তারা ব্যবসায়ী ছিল বলে তাদেরকে কুরায়েশ বলা হত।

■ কুরায়েশের প্রসিদ্ধ শাখাগুলো হচ্ছেঃ

(১) বনু হারেস বিন ফিহর
(২) বনু জুযাইমা
(৩) বনু আয়েযা
(৪) বনু লুআই বিন গালিব
(৫) বনু আমের বিন লুআই
(৬) বনু আদী বিন কাব বিন লুআই

(৭) বনু মাখযূম
(৮) বনু তামীম বিন মুররাহ
(৯) বনু যুহরা বিন কিলাব
(১০) বনু আছাদ বিন আব্দুল উয্যা
(১১) বনু আব্দিদ্দার
(১২) বনু নওফেল
(১৩) বনু আব্দিল মুত্তালিব
(১৪) বনু উমাইয়া
(১৫) বনু হাশিম ইত্যাদি

ইসলাম-পরবর্তী যুগে তারা আর-ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। মূল বসতি আরব উপদ্বীপে হলেও ইসলাম প্রচারে তারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে গোত্রটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কুরায়েশ বংশ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে মানুষ প্রাচীন পাদুকা দেখে বলতে থাকবে- এটা হয়ত কুরায়েশী পাদুকা!" *(মুসনাদে আহমদ)*

১২৬

জনৈক হাবশির হাতে কা'বা ঘর ধ্বংস

কেয়ামতের অতি পূর্বমুহূর্তে মুসলমানদের ঐতিহাসিক কেবলা -কাবা ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে। যিস সুওয়াইকাতাইন (সরু নলা বিশিষ্ট) এক হাবশি -কাবাঘরকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে দেবে। ভেতরের সব সৌন্দর্য বের করে নিয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ বিন আমরিবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "হাবশিদেরকে আগেভাগে কিছু করতে যেয়ো না। কারণ, (যিস সুওয়াইকাতাইন) হাবশি ব্যক্তি-ই কাবা ঘর ধ্বংস করে রত্ন-

ভাণ্ডার নিয়ে যাবে।" *(আবু দাউদ)*

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মনে হচ্ছে- আমি যেন সেই কালো কুৎসিত-টাকে দেখতে পাচ্ছি- সে কাবা ঘরকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে দিচ্ছে।" *(বুখারী)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "হাবশি (যিস সুওয়াইকাতাইন) কাবার বিনাশ ঘটাবে। চাদর সরিয়ে সকল রত্ন-ভাণ্ডার লুট করবে। মনে হচ্ছে- আমি যেন সেই কেশহীন শীর্ণ কুৎসিত-টাকে দেখতে পাচ্ছি- সে কুঠার-বেলচা দিয়ে পাথর ভেঙ্গে দিচ্ছে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

হাবাশা (বর্তমান ইথিউপিয়া)

■ প্রশ্নঃ

মক্কা নগরীকে আল্লাহ নিরাপদ ঘোষণা করার পর-ও বায়তুল্লাহ-র বিনাশ কি করে সম্ভব?!! আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন- "তারা কি ভেবে দেখে না যে, আমি একে (মক্কা) নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছি।-" *(সূরা আনকাবূত-৬৭)*

অন্যত্র বলেছেন- "আর যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।-" *(সূরা হজ্ব-২৫)*

পৌত্তলিকদের দখলে থাকা সত্তেও আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে আল্লাহ কাবাকে রক্ষা করেছিলেন। তাহলে মুসলমানদের কেবলা হওয়া সত্তেও কেন কাবা ধ্বংস হয়ে যাবে?!!

■ উত্তরঃ

● প্রথমতঃ আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী কাবা ঘর কেয়ামতের অতি পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল রূপেই থাকবে। উপরোক্ত আয়াতে কেয়ামত অবধি সুরক্ষিত থাকার কোন ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়নি; বরং শুধু কোরআন নাযিলের সময় কাবা ঘর নিরাপদ থাকার কথা বলা হয়েছে।

● দ্বিতীয়তঃ কাবা ঘরের নিরাপত্তা ভঙ্গের সংবাদটি স্বয়ং নবী করীম সা.-ই শুনিয়ে গেছেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কাবার রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) বায়আত নেয়া হবে। স্থানীয় লোকেরাই কাবা ঘরের সম্মান নষ্ট করে নিরাপত্তা-হীন করে তুলবে। এমনটি হয়ে গেলে আরবদের ধ্বংস কাছিয়ে যাবে। অতঃপর হাবশিরা এসে কাবা ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীতে আর কেউ তা নির্মাণ করতে পারবে না। হাবশিরা-ই কাবা-র রত্ন-ভাণ্ডার লুট করবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

পৌত্তলিকরা কাবা ঘরকে সম্মানের চোখে দেখত। সেখানে কখনো কোন রক্তপাত ঘটতে দিত না। তাই আল্লাহ পাক-ও অভিশপ্ত আবরাহার হস্তি বাহিনী থেকে কাবাকে রক্ষা করেছিলেন।

শেষ জমানায় স্থানীয়রা কাবা ঘরে রক্তপাত শুরু করলে আল্লাহ পাক হাবশিদেরকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন।

১২৭

মুমিনের রূহ কব্জা করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবাতাস প্রেরণ

দাজ্জালের মৃত্যু, ঈসা আ.-এর শাসন অতঃপর মৃত্যু এসকল বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশের পর কেয়ামত অতি সন্নিকটে এসে যাবে। মুমিনদেরকে কেয়ামতের ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ পাক এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন, গায়ে স্পর্শের সাথে সাথে সকল মুমিন শান্তি-দায়ক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। অতঃপর সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিদের উপর মহা প্রলয় আবর্তিত হবে।

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা নবী করীম সা. -দাজ্জাল ও তৎপর-বর্তী নিদর্শনাবলী আলোচনার পর বলতে লাগলেন- "... অতঃপর আল্লাহ এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন। বাহুমূল-তলে স্পর্শিত হয়ে সকল মুমিনের রূহ কব্জা করে নেবে। অতঃপর পৃথিবীতে শুধু সর্বনিকৃষ্ট ও পথে ঘাটে ভ্যবিচারে অভ্যস্ত লোকেরা বেঁচে থাকবে। তাদের উপর-ই মহা-প্রলয় আবর্তিত হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "... অতঃপর শামের দিক থেকে আল্লাহ এক প্রকার শীতল হাওয়া প্রেরণ করবেন, অণু পরিমাণ ঈমানবাহী ব্যক্তির প্রাণকেও সে কব্জা করে নেবে। তোমাদের কেহ যদি সেদিন পাহাড়ের গহীন গুহায় অবস্থান কর, তবে শীতল হাওয়া সেখানেও তোমাদের খোঁজে বের করে রূহ কব্জা করে নেবে।" *(মুসলিম)*

ঈসা বিন মারয়াম আ.-এর ইন্তেকালের পর-ই সুবাতাস প্রেরিত হবে।

১২৮

মক্কা নগরীর বিল্ডিংগুলো পাহাড়–সম উঁচু করে নির্মাণ

নবীযুগে মক্কা নগরীতে বসতি সংখ্যা খুব-ই স্বল্প ছিল। বাড়িঘর ছিল বিক্ষিপ্ত। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে মক্কার ভবনগুলো পাহাড়-সম উঁচু করে নির্মিত হবে।

ইবনে আবী শাইবার বর্ণনায় ইয়া-'লা বিন আতা- আপন পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন- আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-এর বাহনের লাগাম ধরে দাড়িয়ে ছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন- ঐ সময় তোমাদের কি হবে, যখন তোমরা কাবা ঘর ধ্বংস করে দেবে, একটি প্রস্তর খণ্ড-ও অবশিষ্ট রাখবে না!! তারা বলল- সেদিন কি আমরা ইসলাম ধর্মে থাকব? বললেন- হ্যাঁ.. তোমরা মুসলমান থাকবে। অতঃপর আরো সুন্দর করে নির্মাণ করা হবে। যখন দেখতে পাবে, মক্কা নগরীতে মাটি চিরে পার্শ্বকূপ (নলকূপ/পানি চলাচলের আধুনিক পাপ লাইন ব্যবস্থা) নির্মিত হচ্ছে এবং ভবনগুলো পাহাড়-সম উঁচু হয়ে গেছে, (মনে রেখো!) তখন মহা বিপদাপদ কাছিয়ে গেছে।" *(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)* বর্তমানে জমজমের পানি সরবরাহ সহজ করণে মাটি খুরে সেখানে অসংখ্য পানির পাপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্রের পরিকল্পণা মত বর্তমানে মক্কায় বিল্ডিং নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে

১২৯

পরবর্তী লোকজন পূর্ববর্তীদেরকে গালমন্দ করবে

শেষ জমানায় মুসলিম সমাজে সীমাতিরিক্ত হারে বিদাত-কুসংস্কার প্রকাশের ফলে লোকেরা সাহাবায়ে কেরাম/তাবেয়ীনকে গালমন্দ করবে। মনে করবে, পূর্ববর্তীগণ ভুল পথে ছিল, আমরা-ই সঠিক পথে আছি।

যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ

নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার পরবর্তী উম্মত পূর্বপুরুষদেরকে গালমন্দ করবে, অভিশাপ দেবে।-"

১৩০

অত্যাধুনিক যানবাহন

শেষ জমানায় আধুনিক যানবাহন আবিষ্কৃত হওয়ার বিষয়টি একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, "দোকানপাট নিকটবর্তী হয়ে যাবে। অনেক উলামায়ে কেরাম এর মাধ্যমে আধুনিক যানবাহন উদ্দেশ্য করেছেন। দ্রুতগামী গাড়ী আবিষ্কারের ফলে দূরের মার্কেটগুলো-ও তখন কাছের মনে হবে।

সহীহ ইবনে হিব্বান-এ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. বলেছেন- "আমার শেষ উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা প্রদীপের মত কিছু যানবাহনে উঠে ভ্রমণ করবে। এগুলো নিয়ে তারা মসজিদের সামনে অবতীর্ণ হবে। তাদের মহিলারা বস্ত্র-বাহী নগ্নদেহ বিশিষ্ট হবে।-"

উপরোক্ত হাদিসে নবী করীম সা. অদেখা আরোহণ বস্তুর কথা বলেছেন। মনে হচ্ছে- এর মাধ্যমে বর্তমান কালের আধুনিক যানবাহনের দিকে-ই ইঙ্গিত করেছেন।

১৩১

ইমাম মাহদীর আবির্ভাব

শেষ জমানায় ফেতনার আধিক্য ঘটবে, অন্যায়-অত্যাচার মানুষের স্বভাবে পরিণত হবে, দুর্বল সবলকে গ্রাস করে নেবে, সমাজে অনিষ্ট ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব থাকবে। এতদসত্তেও মুমিনগণ প্রভাতের নতুন রবির আশায় বুক বেঁধে থাকবেন, যা জুলুম-অত্যাচারের সকল আঁধারকে ভেদ করে প্রতিটি মুসলিমের ঘরে গিয়ে পৌঁছবে। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (ইমাম মাহদী)র মাধ্যমে আল্লাহ পাক মুসলমানদের একতাকে পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন। আবারো মুসলমান এক কালেমার পতাকা তলে জড়ো হয়ে বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হবে। বিশ্বজুড়ে ইসলামের জয়গান বেজে উঠবে।

- কে সে মাহদী?
- প্রকাশের নেপথ্যে কি?
- কোথায় আত্মপ্রকাশ করবেন?
- তবে কি জন্ম হয়ে গেছে?
- তিনি কি করবেন?
- কারা তাঁর সহযোগী?

"ইমাম মাহদী-" নামটি শুনার সাথে সাথে এ রকম হাজারটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে থাকে। নিম্নে খুব-ই সংক্ষিপ্ত আকারে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

■ নাম ও পরিচিতিঃ

মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাসানী। বংশ পরম্পরা হাসান বিন আলী রা. পর্যন্ত পৌঁছবে।

ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "পৃথিবীর জীবন

সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে-ই দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করে ছাড়বেন, তার নাম আমার নাম এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নাম সদৃশ হবে।” *(তিরমিযী, আবু দাউদ)*
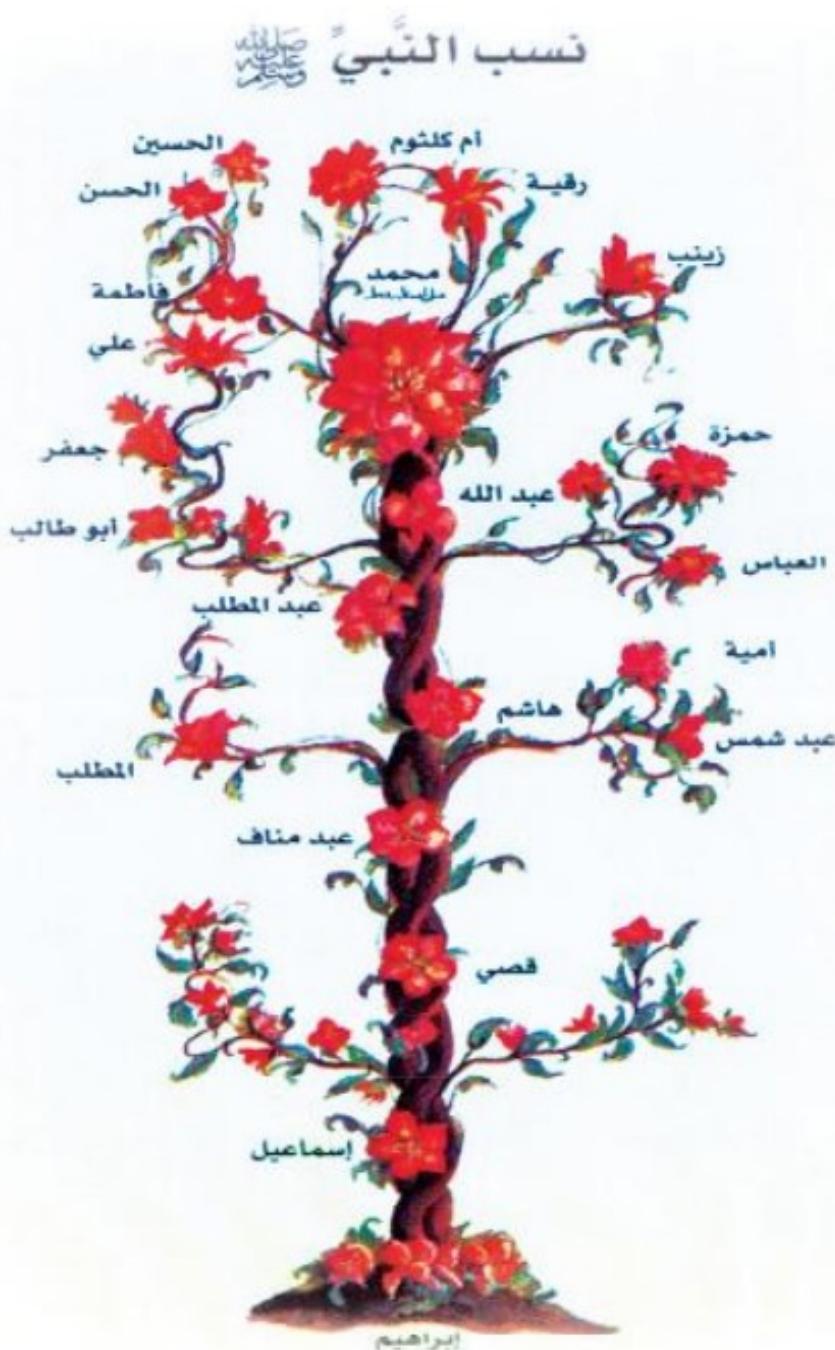
ইবরাহীম আ. থেকে নিয়ে নবী মুহাম্মদ সা.এর বংশধারা

■ প্রকাশের নেপথ্য

শেষ জমানায় সংঘাত যখন ব্যাপক আকার ধারণ করবে, অবিচার যখন স্বভাবে রূপান্তরিত হবে, ন্যায় নিষ্ঠা সোনার হরিণে পরিণত হবে, মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ভ্যবিচার ও পাপাচার ছেয়ে যাবে, ঠিক তখন-ই আল্লাহ পাক একজন সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটাবেন। তাঁর হাতে আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে পুনর্সংশোধন করবেন। আহলে সুন্নাত মুসলমানদের কাছে তিনি ইমাম মাহদী নামে পরিচিত হবেন। ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারী একদল নিষ্ঠাবান মর্দে-মুজাহিদ তাঁর সহযোগী হবেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে তিনি মুমিন মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দেবেন। বিশ্ব মুসলিমের একক সেনাপতি রূপে তিনি প্রসিদ্ধ হবেন।

■ বৈশিষ্ট্য

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মাহদী আমার বংশধর। উজ্জ্বল ললাট ও নত নাসিকা বিশিষ্ট। ন্যায় নিষ্ঠায় পৃথিবী ভরে দেবে, ঠিক যেমন ইতিপূর্বে অত্যাচার-অবিচারে ভরে গিয়েছিল। সাত বৎসর রাজত্ব করবে।" *(আবু দাঊদ)*

উজ্জ্বল ললাট– অর্থাৎ মাথার অগ্রভাগ চুল-শূন্য ও সুপরিসর।

নত নাসিকা– অর্থাৎ দীর্ঘ নাক। অগ্রভাগ কিছুটা সরু এবং মধ্যভাগ কিছুটা স্ফীত, একেবারে চ্যাপটে নয়।

পূর্ণ নাম- মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাসানী। ঠিক নবীজীর নামের মত।

হাসান বংশীয় হওয়ার রহস্য

পিতা আলী রা.-এর শাহাদাতের পর হাসান রা. যখন খলীফা হন, তখন মুসলিম বিশ্বে খলীফা দুজন হয়ে গিয়েছিল

(১) হেজায এবং ইরাকে হাসান রা.।

(২) শাম ও আশপাশের এলাকাগুলোতে মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান রা.।

ছয় মাস শাসনকার্য পরিচালনার পর পার্থিব কোন উদ্দেশ্য ছাড়া-ই হাসান

রা. সম্পূর্ণ খিলাফত মুয়াবিয়া রা.কে দিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে এক শাসকের অধীনে মুসলমান একতাবদ্ধ হয়ে যায়। মুমিনদের পারস্পরিক রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। হাদিসে আছে- "আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি কোন কিছু ত্যাগ করল, আল্লাহ তাকে এবং তার বংশধরকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন।"

■ রাজত্বকাল

সাত বৎসর তিনি মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবেন। ন্যায় নিষ্ঠায় পৃথিবী ভরে দেবেন, ঠিক যেমন পূর্বে অন্যায়-অবিচারে ভরে গিয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে মুসলিম বিশ্ব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে। ভূ-পৃষ্ঠ সকল গচ্ছিত খনিজ সম্পদ প্রকাশ করে দেবে। আকাশ ফসলভরা বৃষ্টি বর্ষণ করবে। বে-হিসাব মানুষের মাঝে তিনি ধন সম্পদ বণ্টন করবেন।

■ প্রকাশ-স্থল

প্রাচ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। একা নয়; প্রাচ্যের একদল নিষ্ঠাবান মুজাহিদ-ও তাঁর সাথে থাকবে। দ্বীনের ঝাণ্ডা বুকে নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে।

■ প্রকাশকাল

মুসলিম বিশ্বে অধিক সংঘাত-কালে তিনজন খলীফা-সন্তান কাবা ঘরের কর্তৃত্ব নিয়ে যুদ্ধে লেগে যাবে। কেউ-ই সফল হবে না। তখন-ই মক্কায় ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। দ্রুত মানুষের মাঝে সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে। সকলেই কাবা ঘরের সামনে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে।

ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "তোমাদের রত্ন-ভাণ্ডারের কাছে তিনজন খলীফা-সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে। কেউ-ই দখলে সফল হবে না। প্রাচ্য থেকে তখন একদল কালো ঝাণ্ডা-বাহী লোকের আবির্ভাব হবে। তারা এসে তোমাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করবে। ছাওবান বলেন- অতঃপর নবীজী কি যেন বললেন, আমার ঠিক স্মরণ নেই। এরপর নবীজী বললেন- "যখন তোমরা তা দেখতে পাবে, তখন তাঁর কাছে এসে বায়আত হয়ে যেয়ো! যদিও তা করতে তোমাদের হামাগুড়ি দিয়ে বরফের পাহাড় পাড়ি দিতে হয়..!!" *(ইবনে মাজা)*

খলীফা–সন্তানঃ অর্থাৎ তিনজন সেনাপতি। সবাই বাদশার সন্তান হবে। পিতার রাজত্বের দোহাই দিয়ে সবাই ক্ষমতার দাবী করবে।

রত্ন–ভাণ্ডারঃ কাবা ঘরের নিচে প্রোথিত রত্ন-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। নিছক রাজত্ব-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারো কারো মতে- রত্ন বলতে এখানে ফুরাত

নদীর উন্মোচিত স্বর্ণ-পর্বত উদ্দেশ্য।

 প্রশ্নঃ

মাহদীর মক্কায় আত্মপ্রকাশ এবং প্রাচ্য (খোরাছান) থেকে কালো ঝাণ্ডা-বাহী মুজাহিদীনের আগমন কি করে সম্ভব..?!! আর ঝাণ্ডা কালো হওয়ার মধ্যেই বা কি রহস্য..?!!

উত্তরঃ

ইবনে কাছীর রহ. বলেন- "মাহদীকে প্রাচ্যের নিষ্ঠাবান একটি দলের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে। তারা মাহদীকে সহায়তা করবে এবং মাহদীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের পতাকা-ও কালো বর্ণের হবে। এটা গাম্ভীর্যের প্রতীক। কারণ, নবী করীম সা.এর পতাকা-ও কালো ছিল। নাম ছিল- عُقاب (উকাব)।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমার শেষ উম্মতের মাঝে মাহদী প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তাদের উপর কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করবেন। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গচ্ছিত সকল খনিজ সম্পদ উন্মোচিত হবে। ধন সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। গবাদিপশু বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের হারানো মর্যাদা ফিরে আসবে। সাত বা আট বছর সে রাজত্ব করবে।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

অপর বর্ণনায়- "তার মৃত্যুর পর আর কোন কল্যাণ থাকবে না।" *(মুসনাদে আহমদ)*

বুঝা গেল- মাহদীর মৃত্যুর পর পুনরায় ফেতনা ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়বে।

বিন বায রহ. বলেন- "মাহদী প্রকাশের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ। এ ব্যাপারে নবী করীম সা. থেকে প্রচুর হাদিস প্রমাণিত রয়েছে। একাধিক সাহাবী থেকে পরস্পর বর্ণনা-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর অপার রহমতে তিনি শেষ জমানার ইমাম হবেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যায়-অবিচার দমন করবেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন। তার আত্মপ্রকাশে উম্মতের মধ্যে জিহাদের চেতনা ফিরে আসবে। সকলেই এক কালেমার পতাকা-তলে একত্রিত হয়ে যাবে।"

■ মাহদী সংক্রান্ত হাদিস

ইমাম মাহদীর ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলো দু-ভাগে বিভক্তঃ

- যে সকল হাদিসে সরাসরি মাহদীর বর্ণনা এসেছে
- যে সকল হাদিসে শুধু তাঁর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে

মাহদীর ব্যাপারে প্রায় অর্ধশত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিছু সহীহ, কিছু হাছান আর কিছু জয়ীফ। প্রায় আঠারটির মত আছার (সাহাবিদের বাণী) বর্ণিত হয়েছে।

প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ছাফারিনী, সিদ্দীক হাসান খান এবং হাফেয আবেরী- মাহদী সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে পৌনঃপুনিকতার (تواتر) স্তরে উন্নীত করেছেন।

১ আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমার শেষ উম্মতের মাঝে মাহদী প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তাদের উপর কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করবেন। ভূ-পৃষ্ঠ গচ্ছিত সকল খনিজ সম্পদ উন্মোচন করে দেবে। ধন সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। গবাদিপশু বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের হারানো মর্যাদা ফিরে আসবে। সাত বা আট বছর তাঁর রাজত্ব হবে।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

২ আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমি তোমাদেরকে মাহদীর সুসংবাদ দিচ্ছি। ভূ-কম্পন ও মানুষের বিভেদ-কালে তার আগমন ঘটবে। ন্যায়-নিষ্ঠায় পৃথিবী ভরে দেবে, ঠিক যেমন অন্যায়-অবিচারে ভরে

গিয়েছিল। আসমান-জমিনের অধিবাসীগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। ধন সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করবে। 'সুসম কি?' জিজ্ঞেস করা হলে বললেন- 'সমানভাবে-'। আল্লাহ ন্যায়ের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে পূর্ণ করে দেবেন। এমনকি একজন ঘোষক ঘোষণা করবে- 'কারো কি সম্পদের প্রয়োজন আছে?' একজন দাড়িয়ে বলবে- দায়িত্বশীলকে বল- মাহদী আমাকে সম্পদ দিতে বলেছে! দায়িত্বশীল বলবে- উঠাও যা পার! আঁচল ভরে স্বর্ণ-রৌপ্য উঠাতে চাইলে লজ্জিত হয়ে বলবে- আমি নিজেকে সবার চেয়ে শক্তিশালী মনে করতাম, কিন্তু আজ এগুলো বহন করতে অপারগ হয়ে গেছি। এ কথা বলে সবকিছু আবার দায়িত্বশীলকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে দায়িত্বশীল বলবে- এখানে প্রদত্ত মাল ফেরৎ নেয়া হয় না। এভাবেই মাহদীর রাজত্ব সাত, আট বা নয় বছর পর্যন্ত থাকবে। মাহদীর পর জীবনে আর কোন কল্যাণ থাকবে না।" *(আল মুসনাদ)*

৩ আলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মাহদী আমার বংশধর। এক রাত্রিতে আল্লাহ পাক তাকে নেতৃত্বের যোগ্য বানিয়ে দেবেন।"

বুঝা গেল- ইমাম মাহদী (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ) নিজেও জানবেন না যে, হাদিসে উল্লেখিত ব্যক্তিটি তিনি-ই। আগেভাগে গিয়ে খিলাফত-ও কামনা করবেন না। নম্রতা-বসত নিজেকে তিনি নেতৃত্বের অযোগ্য মনে করবেন। আর তাই প্রবল অনিচ্ছা সত্তেও মানুষ জোর করে তার হাতে বায়আত হয়ে যাবে।

মাহদী কোন পাপী বা পথভ্রষ্ট হবেন না। বরং শরীয়ত বিষয়ে একজন সু-পরিপক্ক জ্ঞানী হবেন। মানুষকে হালাল হারাম শিখাবেন। বিচারব্যবস্থাকে শরীয়তমতে ঢেলে সাজাবেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করবেন।

তিনি-ই প্রতীক্ষিত মাহদী- এক রাত্রিতে আল্লাহ পাক তা জানিয়ে দিয়ে নেতৃত্বের সার্বিক যোগ্যতা তাকে প্রদান করবেন।

৪ উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মাহদী আমার বংশে ফাতেমার সন্তানদের মধ্যে হবে।" *(আবু দাউদ)*

৫ জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মরিয়ম-তনয় ঈসা আসমান হতে অবতরণ করবেন। মুসলমানদের সেনা-প্রধান মাহদী তাকে স্বাগত জানিয়ে বলবে- আসুন! নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা বলবেন- না! (বরং তুমি-ই ইমামতি করো!) তোমাদের একজন অপরজনের নেতা। এই উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক মহা সম্মান।"

বুঝা গেল- মাহদীর সময়েই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। অতঃপর দাজ্জালকে হত্যা করতে আসমান থেকে ঈসা বিন মারিয়াম আ. অবতরণ করবেন। ইমাম মাহদী-ই তখন মুসলিম সেনাপ্রধান থাকবেন। ঈসা আ. এবং অন্য সকল মুমিন ইমাম মাহদীর পেছনে ফজরের নামায আদায় করবেন।

৬ আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মরিয়ম-তনয় ঈসা -যার পেছনে নামায আদায় করবেন, সে আমার উম্মতের-ই একজন সদস্য।"

অর্থাৎ মাহদী নামাযের ইমামতি করবেন। মুসল্লিদের কাতারে ঈসা আ. শামিল থাকবেন।

৭ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "পৃথিবীর জীবন সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম আমার নাম এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নাম সদৃশ হবে।" *(তিরমিযী, আবু দাউদ)*

সুতরাং শিয়া সম্প্রদায়ের দাবী সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, মুহাম্মাদ বিন হাছান আসকারীকে তারা মাহদী মনে করে থাকে।

৮ যির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার সম-নামী এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি মুসলমানদের নেতা হবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

৯ আলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "পৃথিবীর জীবন সায়াহ্নে যদি একটি মাত্র দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে সে দিনটিকে আল্লাহ দীর্ঘ করে আমার পরিবারস্থ একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। ন্যায়-নিষ্ঠায় সে বিশ্বকে ভরে দেবে, ঠিক যেমন অন্যায়-অবিচারে ভরে গিয়েছিল।"

উপরোক্ত হাদিসসমূহে নাম ও গুণাগুণ সহ স্পষ্ট-রূপে মাহদীর কথা আলোচিত হয়েছে।

আরো যে সকল হাদিস মাহদীর প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত করেঃ

১০ জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অচিরেই ইরাক-বাসীর কাছে খাদ্যদ্রব্য ও রৌপ্যমুদ্রা সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে। আমরা বললাম- কাদের পক্ষ থেকে এরকম করা হবে? উত্তরে বললেন- অনারব। অতঃপর বললেন- "অচিরেই শাম-বাসীর কাছে খাদ্যদ্রব্য ও স্বর্ণমুদ্রা সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে। কাদের পক্ষ থেকে করা হবে- প্রশ্নের উত্তরে বললেন- রোমান (খৃষ্টান)। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন- "আমার শেষ উম্মতের মাঝে একজন খলীফার আবির্ভাব ঘটবে, বে-হিসাব মানুষের মাঝে সে সম্পদ বিলি করবে।"

বর্ণনাকারী -আবু নাযরা ও আবুল আলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- "আপনারা কি উমর বিন আব্দুল আজীজ রহ.কে সেই খলীফা মনে করেন? তারা বললেন- না!!" *(মুসলিম)*

১১ উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রা. বলেন- একদা নবী করীম সা. নিদ্রাবস্থায় কেমন যেন করছিলেন। (জাগ্রত হওয়ার পর) জিজ্ঞেস করলাম- এমন করছিলেন কেন হে আল্লাহর রাসূল? বললেন- "খুব-ই আশ্চর্যের বিষয়- আমার উম্মতের কিছু লোক কাবা ঘরে আশ্রিত কুরায়শী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র সবাইকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। আমরা বললাম- পথে তো অনেক মানুষের সমাগম থাকে!! নবীজী বললেন- হ্যাঁ..! দর্শক, অপারগ এবং পথিক সকলকেই একত্রে ধ্বসে দেয়া হবে। তবে অন্তরিচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ পাক তাদের পুনরুত্থান করবেন।" *(মুসলিম)*

অর্থাৎ মাহদীকে হত্যা করতে আসা সেই নামধারী মুসলিম বাহিনীকে আল্লাহ বায়দা প্রান্তরে ধ্বসে দেবেন। তবে রোজ হাশরে নিয়ত-নুযায়ী সবাইকে উঠানো হবে। সৎ নিয়তের দরুন কেউ জান্নাতে যাবে, অসৎ নিয়তে কেউ
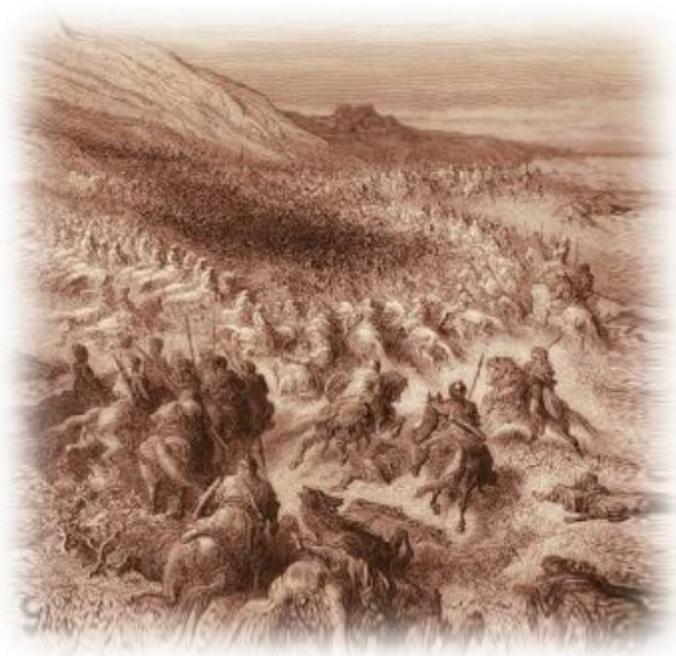
জাহান্নামে যাবে।

১২ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কাবার রুকন ও মাক্বামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) বায়আত নেয়া হবে। স্থানীয় লোকেরা-ই কাবা ঘরের সম্মান নষ্ট করে নিরাপত্তা-হীন করে তুলবে। আরবদের বিনাশ তখন কাছিয়ে যাবে। অতঃপর হাবশিরা এসে কাবা ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে পরবর্তীতে আর কেউ তা নির্মাণ করতে পারবে না। হাবশিরা-ই কাবার রত্ন-ভাণ্ডার লুট করবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

১৩ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেমন হবে- যখন তোমাদের মাঝে মরিয়ম-তনয় ঈসা অবতরণ করে তোমাদের-ই একজনের পেছনে ফজরের নামায আদায় করবেন..?!!" *(বুখারী)*

অন্য বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মাহদী-ই (আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ) ঈসা আ.-এর ইমামতি করবেন।

১৪ জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমার উম্মতের একদল মুজাহিদ কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুদের উপর বিজয়ী থাকবে। এক পর্যায়ে মরিয়ম-তনয় ঈসা আসমান হতে অবতরণ করলে তাদের সেনাপতি বলবে- আসনু! নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা বলবেন- না! তোমাদের একজন অপরজনের নেতা (তুমি-ই ইমামতি করো!) আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য এ এক বিরাট সম্মান!!" *(মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)*

উল্লেখ্য-

মাহদীর পেছনে ঈসা আ. নামায পড়েছেন বলে মাহদী শ্রেষ্ঠ হয়ে যাননি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নবী করীম সা.-ও আবু বকরের পেছনে নামায পড়েছেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-এর পেছনে-ও নবীজী নামায পড়েছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর একজন সদস্যের পেছনে নামায আদায়ের মাধ্যমে উনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, শেষনবী মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শের অনুসারী হিসেবে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন; নবী হিসেবে নয়। নামায শেষে ঈসা আ. সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেবেন আর মাহদী তাঁর সেনাদলের একজন সদস্য হয়ে যাবেন।

১৫ জাবের বিন ছামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আলীকে নিয়ে আমি নবী করীম সা.এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন বলছিলেন-

"পৃথিবী সমাপ্তির পূর্বে অবশ্যই বারোজন নিষ্ঠাবান খলীফা অতিবাহিত হবেন। অতঃপর কি যেন বললেন- ঠিক বুঝিনি! আব্বুকে জিজ্ঞেস করলে- "সবাই কুরায়েশ বংশের" বললেন।" *(মুসলিম)*

ইবনে কাছীর রহ. বলেন- "বুঝা গেল- মুসলমানদের খলীফা হিসেবে বারোজন নিষ্ঠা-পূর্ণ ব্যক্তির আগমন ঘটবে। তবে শিয়া সম্প্রদায়ের ধারণা-কৃত বারোজন নয়; কারণ, তাদের অধিকাংশের-ই খেলাফত সংক্রান্ত কোন কর্তৃত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে প্রকৃত বারোজন খলীফা সবাই কুরায়েশ বংশীয় হবেন এবং মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আভিভূত হবেন।" *(তাফছীরে ইবনে কাছীর)*

১৬ উম্মুল মুমেনীন হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কাবা ঘরে আশ্রিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনীর আগমন হবে। বায়দা প্রান্তরে পৌঁছা মাত্র বাহিনীর মধ্যভাগ ধ্বসে দেয়া হবে। সম্মুখ ভাগ পেছন ভাগের সেনাদেরকে ডাকাডাকি করতে থাকবে। পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বাহিনীকে ধ্বসে দেয়া হবে। ফলে সংবাদ বাহক (একজন)ছাড়া আর কেউ নিস্তার পাবে না।" *(মুসলিম)*

প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে মানুষকে সে ধ্বসিত বাহিনীর খবর শুনাবে।

১৭ উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র বিরোধ সৃষ্টি হবে। মদিনার একজন লোক তখন পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। মক্কার লোকেরা তাকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্তেও রুকন এবং মাক্কামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বায়আত গ্রহণ করবে। বায়আতের খবর শুনে শামের দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা-মদিনার মাঝামাঝি বায়দা প্রান্তরে তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। বাহিনী ধ্বসের সংবাদ শুনে শাম ও ইরাকের শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ মক্কায় এসে রুকন ও মাক্কামে ইবরাহীমের মাঝামাঝিতে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। অতঃপর বনু কালব সম্বন্ধীয় এক কুরায়শীর আবির্ভাব হবে। শামের দিক থেকে সে বাহিনী প্রেরণ করবে। মক্কার নব-উত্থিত মুসলিম বাহিনী তাদের উপর বিজয়ী হয়ে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করবে। সেদিন বনু কালবের সর্বনাশ ঘটবে। যে বনু কালব থেকে অর্জিত সম্পদ প্রত্যক্ষ করেনি, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত। অতঃপর মানুষের মাঝে তিনি সম্পদ বণ্টন করবেন। নববী আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবেন। উট যেমন প্রশান্তচিত্তে গলা বিছিয়ে আরাম পায়, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইসলামও সেদনি ভূ-পৃষ্ঠে প্রশান্তচিত্তে স্থির পাবে। সাত বৎসর এভাবে রাজত্ব করে তিনি

ইন্তেকাল করবেন, মুসলমানগণ তার জানাযায় শরীক হবে।” *(আবু দাউদ)*

অপর বর্ণনায়- “নয় বৎসর।

বায়দা হচ্ছে মক্কা এবং মদিনার মাঝামাঝি এক বৃহৎ মরুস্থল।

ত্রিশোর্ধ-জন সাহাবী থেকে মাহদী সংক্রান্ত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত হাদিস গবেষকগণ শক্তিশালী বর্ণনা-সূত্রে এগুলো বর্ণনা করেছেন। আহলে সুন্নাত সকল উলামা -মাহদী প্রকাশের বিষয়ে একমত।

■ এ যাবত ভুয়া মাহদীত্ব দাবীদারদের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ

ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায়- কালের পরিভ্রমণ, অন্যায়-অবিচারের ছড়াছড়ি এবং জালেম বাদশাহদের আবির্ভাবের পাশাপাশি এমন কিছু ব্যক্তির-ও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যারা নিজেকে যুগের মাহদী বলে দাবী করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তন্মধ্যেঃ

১ শিয়া (রাফেযী) সম্প্রদায় মনে করে- তাদের-ও একজন মাহদী আসবে। তিনি হবেন বার ইমামের সর্বশেষ ইমাম। নাম- মুহাম্মদ বিন হাসান আসকারী। হাসান রা. নয়; বরং হুসাইন রা.-এর সন্তানদের একজন হবেন। (আল্লাহ সকল আহলে বাইতের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন)

তাদের বিশ্বাসঃ

● ২৬০ হিজরী সনে তিনি ছামারা-র ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করেছেন।

● প্রবেশ-কালে তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। অদ্যাবধি তিনি সেখানে জীবিত আছেন। শেষ জমানায় সেখান থেকে বের হয়ে তিনি মাহদীরূপে আবির্ভূত হবেন।

● তারা বিশ্বাস করে যে, তিনি শহরে-বন্দরে ঘুরে নিয়মিত মানুষের খোঁজখবর নেন। কেউ তাকে দেখতে পায় না।

কোন দলিল বা যুক্তি ছাড়াই যুগ যুগ ধরে তারা এ বিশ্বাস লালন করে আসছে। জ্ঞানী মাত্রই ভ্রান্ত এ বিশ্বাসকে চরম বোকামি বলে মেনে নেবেন। আল্লাহর শাশ্বত বিধান হচ্ছে যে, মানুষ দুনিয়াতে আসবে, নির্ধারিত জীবন পার হলে ইন্তেকাল করে বরযখে চলে যাবে। নবীদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ মৃত্যু দিয়েছেন, অথচ শিয়াদের মাহদীকে হাজার বছর ধরে ভূগর্ভস্থ কক্ষে বাঁচিয়ে রেখেছেন... এমন বিশ্বাস নিছক নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু

নয়।

এত বছর পর্যন্ত কেন তিনি অন্ধকার কুঠিরে আত্মগোপন করবেন?! বর্তমান সময়ে উম্মতে মুহাম্মদী মহা-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। চারিদিকে বিপদাপদ ভর করছে!! কেন বের হচ্ছেন না?! কেন মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন না?!

ইবনে কাছীর রহ. বলেন- "প্রকৃত মাহদী প্রাচ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। ছামারার ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে নয়। যেমনটি রাফেযী সম্প্রদায় মনে করে থাকে। তাদের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, অযৌক্তিক এবং শয়তানের প্ররোচনা বৈ কিছু নয়। কোরআন, হাদিস এমনকি সাহাবিদের থেকেও এ ব্যাপারে কোন বাণী প্রমাণিত হয়নি।"
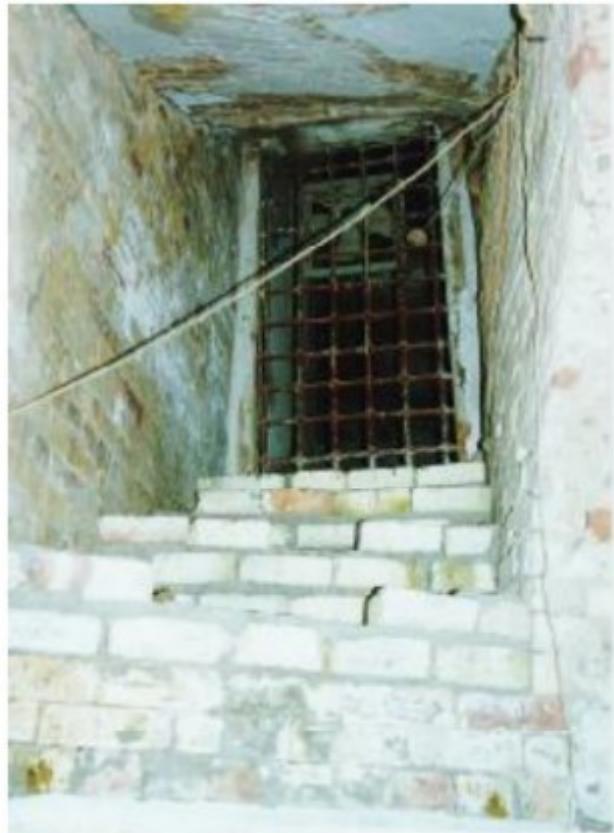
ছামারা-র সেই ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ। হাজার বছর ধরে তাদের মাহদী এখানে লুকিয়ে আছে বলে শিয়া সম্প্রদায় মনে করে।

২ প্রথম যুগের মহা-প্রতারক আব্দুল্লাহ বিন সাবা দাবী করেছিল যে, আলী বিন আবি তালিব রা. হচ্ছেন ইমাম মাহদী। শেষ জমানায় তিনি দুনিয়াতে আবার ফিরে আসবেন।

৩ প্রসিদ্ধ মিথ্যুক মুখতার বিন উবাইদ সাকাফী দাবী করত যে, মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা (মৃত্যু-৮১ হিঃ) হচ্ছেন ইমাম মাহদী। মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা হচ্ছেন আলী রা. এর পুত্র। বনী হানীফা গোত্রীয় মাতা খাওলা বিনতে জাফর এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে বিন হানাফিয়্যা বলা হত।

৪ আলী রা.-এর এক কৃতদাস ছিল কীছান। তার নামানুসারে কীছানী শিয়া সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তারা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাকে সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী মনে করে। তাদের ধারণানুযায়ী- আব্দুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন আবি তালিব হচ্ছেন ইমাম মাহদী।

৫ হাসান রা.-এর পৌত্র মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। তাঁর উপনাম ছিল ذو النفس الزكية (পবিত্র আত্মা-সম্পন্ন)। ১৪৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। অত্যন্ত খোদা-ভীরু এবং অধিক ইবাদত-কারী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। শ্রদ্ধার আতিশয্যে কিছু লোক তাঁকে মাহদী বলে মনে করতে থাকে। জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ খড়গহস্ত ছিলেন। আব্বাসী শাসকগণ প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা সমন্বিত বাহিনী পাঠিয়ে তাকে হত্যা করে দেয়।

৬ ভুয়া মাহদীত্ব দাবীদারদের অন্যতম হচ্ছে উবাইদুল্লাহ বিন মাইমূন কাদ্দাহ। ৩২৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করে। তার পিতামহ ছিল ইহুদী। ৩১৭ হিজরীতে মুসলমানদেরকে হত্যা করে হজরে আসওয়াদ ছিনতাইকারী ক্বরাম্ভী শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে সে পরিচিত। ইসলামের প্রতি তারা ইহুদী-খৃষ্টানদের থেকেও বেশি বিদ্বেষ ও কুফুরী পোষণ করত।

পরবর্তীতে তার সন্তানেরা ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়। হেজায, মিসর ও শামে তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। প্রতারণা করে তারা নিজেদেরকে ফাতেমা রা.এর সন্তান বলে দাবী করতে থাকে। পরবর্তীতে তারা -ফাতেমিয়্যীন নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে।

শাফেয়ী মতাদর্শের বিচারব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে কবর ও মাজার-পূজা প্রচলন করে। তাদের কারণে ইসলামের ইতিহাসে অনেক সংঘাতময় অধ্যায় রচিত হয়েছে।

ক্বরাম্ভী সম্প্রদায় -বাহ্যিক মুসলমান দাবী করলেও মূলত নাস্তিক। অগ্নিপূজক ও তারকা পূজারীদের সাথে অনেকাংশে তাদের মিল পাওয়া যায়।

ইবনে কাছীর রহ. বলেন- "ফাতেমীদের মোট শাসনকাল ছিল ২৮০ বছর। উবাইদুল্লাহ কাদ্দাহ নিজেকে মাহদী দাবী করে মাহদীয়া শহর নির্মাণ করেছিল।

৭ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বরবরী ওরফে -ইবনে তূমরুত। ৫১৪ হিজরীতে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে নিজেকে হাসান বিন আলী রা.এর বংশধর বলে পরিচয় দেয়। কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল বলে মানুষকে প্রতারিত করতে সে নানান কৌশল অবলম্বন করত। ভুয়া কেরামতী দেখিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করত। একবার কিছু অনুসারীকে কবরে লুকিয়ে রেখে মানুষদের জড়ো করে সে বলতে থাকে- ওহে মৃত কবর-বাসী! আমাকে উত্তর দাও! কবর থেকে আওয়াজ ভেসে আসে -"আপনি হচ্ছেন নিষ্পাপ মাহদী.. আপনি... আপনি..." । লোকজন পরীক্ষার জন্য কবরের নিকটে গেলে মাটি ধ্বসে তার অনুসারীদের মৃত্যু হয়।

৮ আহমদ বিন আব্দুল্লাহ সুদানী (মৃত্যু-১৩০২হিঃ/১৮৮৫ইং)। সুদানে খোদাভক্ত সূফী-প্রধান হিসেবে পরিচিত ছিল। ৩৮ বৎসর বয়সে সে মাহদীত্ব দাবী করলে নেতৃস্থানীয় ও গোত্রপ্রধানরা তাকে সব ধরনের সহায়তা করে। সে -যে তার মাহদীত্বে অস্বীকার করল, সে আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করল- দাবী করত। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মোক্ষম ভূমিকা পালন করলেও ইতিহাস তাকে মাহদী বলে স্বীকৃতি দেয়নি।

৯ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ক্বাহতানী। সৌদি আরবের রিয়াদে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন-যুগে মাহদীত্ব পেয়েছে বলে দাবী করলে একদল লোক তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। ১৪০০হিঃ/১৯৮০ইং সনে মসজিদে হারামে তাকে অবরোধ করা হয়। হত্যার মধ্য দিয়ে অবরোধের সমাপ্তি ঘটে। ঘটনাটি -ফেতনায়ে হারাম- নামে প্রসিদ্ধ।

■ প্রকৃত ইমাম মাহদী যাচাইয়ে করণীয়ঃ

নবী করীম সা. থেকে এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস বিশুদ্ধ বর্ণনা-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ঝট করে মাহদীত্ব দাবী করলেই তাকে মাহদী বলে মেনে নেয়া হবে না। নবী করীম সা.-এর সাথে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি নিদর্শন জুড়ে দিয়েছেন। এ সকল নিদর্শন যথাযথ প্রমাণিত হলে বিনা দ্বিধায় তাকে আমরা ইমাম মাহদী বলে মেনে নেবঃ

১ প্রকৃত ইমাম মাহদী কখনো মাহদীত্বের দাবী করবে না। বায়আতের জন্য মানুষকে ডাকবে না। বরং মানুষ তাঁকে খুঁজে বের করে জোরপূর্বক বায়আত নেবে।

২ নবী করীম সা.-এর নামের সাথে সম্পূর্ণ মিল থাকবে (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ)।

৩ তাঁর বংশ-সূত্র হাসান বিন আলী রা.-এর সাথে গিয়ে মিলবে।

৪ হাদিসে বর্ণিত দৈহিক গুণাগুণের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে (উজ্জ্বল ললাট, সরু নাসিকা..)।

৫ প্রকাশকালে প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ হবেঃ

- জনৈক খলীফার মৃত্যু নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হবে।
- পাপাচার-অবিচারে ভূ-পৃষ্ঠ ভরে যাবে।
- তিন রাজপুত্র -কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই করতে থাকবে।
- ইমাম মাহদী সৎ, নিষ্ঠাবান ও খোদাভীরু হবেন। শরীয়ত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী হবেন।
- মক্কায় আত্মপ্রকাশ করবেন। রুকন এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বায়আত নেবেন।

মাকামে ইবরাহীম

- মাহদীকে হত্যার জন্য শামের দিক থেকে বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা-মদিনার মাঝামাঝি বায়দা মরুস্থলে সম্পূর্ণ বাহিনী মাটির নিচে ধ্বসে যাবে।

? ভুয়া মাহদীদের আবির্ভাব কেন?

ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় যে,

- নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার লোভে কেউ কেউ মাহদীত্বের দাবী তুলেছে। যেমন, উবাইদুল্লাহ কাদ্দাহ, ইবনে তুমরূত। অথচ বর্ণিত কোন নিদর্শন তাদের মধ্যে ছিল না।
- অতি খোদা-প্রেমিক হওয়ায় মানুষ তাকে মাহদী মনে করেছে। যেমন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (পবিত্র আত্মার অধিকারী)। তাঁর অনেক অনুসারী ছিল। পরে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি মাহদী নন।
- কারো কারো ক্ষেত্রে স্বপ্ন-দর্শনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে মানুষ তাকে মাহদী মনে করতে শুরু করেছে। যেমন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ক্বাহতানী।

স্বপ্ন নিয়ে দু-টি কথা

নির্দিষ্ট কোন স্বপ্নের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান নির্ভরশীল নয়।

বিচারক শারীক বিন আব্দুল্লাহ -খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে খলীফাকে রাগান্বিত দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- কি হয়েছে আপনার হে আমীরুল মুমেনীন? খলীফা বললেন- গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি- তুমি আমার বিছানায় আরোহণ করেছ। ব্যাখ্যাকার -তুমি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে- স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিল। তখন শারীক বলতে লাগলেন- হে আমীরুল মুমেনীন! স্বপ্নটি নবী ইবরাহীম আ.-এর স্বপ্ন নয় আর ব্যাখ্যাটি-ও নবী ইউসূফ আ.-এর ব্যাখ্যা নয়!!

ব্যক্তিগত স্বপ্ন যদি এরকম ভুল ও খণ্ডিত হতে পারে, তবে সমগ্র মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দর্শিত স্বপ্ন-ও ভুল ও খণ্ডিত হতে পারে।

স্বপ্নে পুত্রকে জবাই করছে দেখে বাস্তবেই পুত্রকে জবাই করে দিল এক পিতাঃ

পত্রিকায় সংবাদটি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল- আফ্রিকায় জনৈক পিতা একরাতে স্বপ্নে তার ছেলেকে জবাই করতে দেখে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিক-ই ছেলেকে সে জবাই করে দেয়। সে ভেবেছিল, ছেলের স্থলে দুম্বা জবাই হবে। যেমনটি ইবরাহীম আ.-এর পুত্র যবেহ-র ক্ষেত্রে হয়েছিল।

গণ্ডমূর্খ এ ব্যক্তিকে জবাইয়ের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলতে থাকে, নবী ইবরাহীম আ.-এর সুন্নত পালনার্থে আমি তা করেছি। কারণ, ইবরাহীম আ. যখন স্বপ্নে পুত্র ইসমাইল আ.কে জবাই করতে দেখেন, তখন বলেছিলেন-

"হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন! আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করল। তখন আমি তাকে ডেকে বললামঃ হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু।" *(সূরা সাফফাত ১০১-১০৭)*

সাধারণের স্বপ্নকে নবীর স্বপ্ন-তুল্য মনে করা অতিমূর্খতা ও নেহায়েত বোকামি। স্বপ্ন যদি উত্তম হয়, তবে আল্লাহর প্রশংসা ও সুসংবাদ গ্রহণ করা উচিত। মিথ্যা হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত- ইনশাল্লাহ কোন ক্ষতি হবে না।

মূলনীতি

যে ব্যক্তি নিজেকে মাহদী বলে দাবী করল, অথচ উপরোক্ত গুণাবলী তার মধ্যে পাওয়া যায়নি, দাজ্জাল-ও তার জীবদ্দশায় আবির্ভূত হয়নি- সে মিথ্যুক। যে ব্যক্তি নিজেকে ঈসা বিন মারিয়াম দাবী করল, অথচ তার পূর্বে দাজ্জাল প্রকাশ পায়নি, সেও মিথ্যুক।

নিরপেক্ষ বিবেচনার দাবী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে ইমাম মাহদী নিছক মুসলমানদের একজন ইমাম ও ন্যায়পরায়ণ শাসক; এর বেশি কিছু নয়।

■ মাহদীর আবির্ভাব প্রত্যাখ্যান

ক) ইবনে খালদূন

মাহদী বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর সমীক্ষা করে ইবনে খালদূন লিখেন- "আমার জানামতে মাহদী সংক্রান্ত প্রায় সকল হাদিস-ই সমালোচনা-যুক্ত।"

খ) মুহাম্মদ রশীদ রেজা

তিনি লিখেন- "মাহদী সংক্রান্ত হাদিসগুলোতে পারস্পরিক অসঙ্গতি লক্ষ করা গেছে। সবগুলোতে সামঞ্জস্য বিধান দুষ্কর। প্রত্যাখ্যান-কারীদের সংখ্যা-ও কম নয়। বুখারী-মুসলিমে-ও মাহদী সংক্রান্ত হাদিস বর্ণিত হয়নি। অনেক মনীষী মাহদী বিষয়ের হাদিসগুলোকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।-"

গ) আহমদ আমিন

তিনি লিখেন- "মাহদী সংক্রান্ত হাদিস উপকথা বৈ কিছু নয়। মুসলিম সমাজে তদ্দরুন অনেক ভয়াবহ কু-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।"

ঘ) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আলে-মাহমূদ

তিনি লিখেন- "মাহদীত্বের দাবী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার মিথ্যা এবং অপবিশ্বাস। এগুলো রূপকথা বৈ কিছু নয়। পরিকল্পিত এই হাদিসগুলো সন্ত্রাসের মদদে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে।"

ঙ) মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী

"মাহদী বিষয়ে কোন হাদিস বর্ণিত হয়নি। সকল গবেষক নবী করীম

সা.কে এথেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। মিথ্যা, রূপকথা, ইতিহাস বিকৃতি ও অতিশয় বাড়াবাড়ি নিয়ে এ সকল জাল হাদিস রচিত হয়েছে। ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে কতিপয় নামধারী প্রবক্তার বরাতে এগুলোর প্রসারণ ঘটেছে।”

তাদের যুক্তিঃ

১ কোরআনে কারীমে এ সম্পর্কে কিছুই বর্ণিত হয়নি। মাহদীর বিষয়টি সত্য হলে অবশ্যই কোরআনে কারীমে তার বিবরণ থাকত!!?

উত্তরঃ কোরআনে কারীমে কেয়ামতের সকল নিদর্শন বর্ণিত হয়নি। দাজ্জালের কথা কোরআনে উল্লেখ হয়নি, ভূমিধ্বসের কথা উল্লেখ হয়নি; এ সবই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক নবীজীর ব্যাপারে বলেছেন- “আর তিনি প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোন কথা বলেন না। নবী করীম সা. বলেছেন- “আমাকে কোরআন ও তৎসদৃশ বস্তু (হাদিস) দেয়া হয়েছে। সুতরাং বিশুদ্ধ বর্ণনা-সূত্রে কোন হাদিস বর্ণিত হলে অবশ্যই তা গ্রাহ্য হবে।

২ মাহদী সংক্রান্ত হাদিস বুখারী-মুসলিমে কেন উল্লেখ হয়নি?

উত্তরঃ একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বুখারী এবং মুসলিমে সকল বিশুদ্ধ হাদিসের উল্লেখ হয়নি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. ব্যতীত আর-ও অনেক হাদিস বিশারদ আছেন। তাছাড়া বর্ণনা-সূত্র যাচাই করার বহু মূলনীতি আছে, সেগুলোর বিচারে কোন হাদিস বিশুদ্ধতার গণ্ডিতে পড়লে সহীহাইনে অনুল্লেখ হলেও সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে। বুখারী-মুসলিমে সরাসরি না এলেও গুণাগুণ সম্বলিত হাদিস ঠিক-ই এসেছে।

৩ মিথ্যুকের জন্য কেন আমরা দরজা খোলা রাখব?!!

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে যাচাই করলে দরজা খোলা থাকার প্রশ্নই আসে না। কারণ, মাহদীর দৈহিক গঠন ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের বিচারে তা শুধু

একক ব্যক্তিত্বের উপরই প্রযোজ্য হয়। আর তিনিই হবেন শেষ জমানার ইমাম মাহদী।

শেষ কথা..

■ মাহদী আবির্ভাবের দোহাই দিয়ে দাওয়াত ও জিহাদে অবহেলা করা আত্মাহুতি-র নামান্তরঃ

ফেতনা-ফ্যাসাদ, অশ্লীলতা, অতিশয় সংঘাত ও কল্যাণের দাওয়াত হ্রাস পাওয়ার ফলে অধিকাংশ মুসলমানের অন্তরে আজ নৈরাশ্যের কালো ছায়া ভর করেছে। অনেকেই ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় প্রহর গুণতে শুরু করেছেন।

কেউ দাওয়াত ও জিহাদ ছেড়ে বসে পড়েছেন, কেউ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ত্যাগ করেছেন, কেউ ইলমে দ্বীন অন্বেষণ ও প্রচার-প্রসার ছেড়ে ঘরের কোণায় আশ্রয় নিয়েছেন। মনে মনে ভাবছেন যে, সময় কাছিয়ে গেছে। অল্পদিনের ভেতরেই ইমাম মাহদী প্রকাশ পাবে।

- মাহদীর আত্মপ্রকাশ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।
- ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয়।
- রোমক (খৃষ্টান)দের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয়... ইত্যাদি।

আমাদের করণীয়..

বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মুমিনের জন্য সুসংবাদ এবং মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক; এর বেশি কিছু নয়।

সবসময় আমাদেরকে শরীয়ত মতেই চলতে হবে। ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে, মুসলমানদের ভূমিগুলো শত্রু-মুক্ত করতে হবে, জিহাদের বিধান পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঐশী সাহায্যের আশায় ছাতক পাখি হয়ে বসে থাকলে চলবে না।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করতে সকল মুসলমানকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম ভূ-খণ্ড থেকে দখলদার খৃষ্টান বাহিনী বিতাড়নে সবাইকে

এগিয়ে আসতে হবে। ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে বসে না থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে ইসলামের মদদে জান-মাল ব্যয় করতে হবে।

অতঃপর যে কোন মুহূর্তে মাহদী প্রকাশ হলে আমরা তার সাহায্যে এগিয়ে যাব।

বৃহত্তম নিদর্শন

- দাজ্জালের আবির্ভাব
- আসমান হতে ঈসা আ.-এর অবতরণ
- ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব
- তিনটি বৃহৎ ভূমিধ্বস
- পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়
- হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি

ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ -দু-ভাগে কেয়ামতের নিদর্শনাবলী বিভক্ত হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৩১ টি ক্ষুদ্রতম নিদর্শন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বাকী রইল বৃহৎ নিদর্শন, যে গুলো সংঘটিত হওয়ার পরপর-ই কেয়ামত আপতিত হবে।

বৃহত্তম নিদর্শনাবলী এক কথায় মাল্য-দানা সদৃশ। মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো যেমন দ্রুত একের পর এক মাটিতে পড়ে যায়, তেমনি বৃহৎ নিদর্শন একটি প্রকাশের পর বাকীগুলো অতিদ্রুত একের পর এক ঘটতে থাকবে। উল্লেখ্য- বৃহৎ নিদর্শনের প্রথমটি হচ্ছে- ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ।

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "বৃহৎ নিদর্শনগুলো সুশৃঙ্খল মাল্য-দানা সদৃশ। ঠিক যেমন সুতা ছিঁড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত সবকটি দানার পতন হয়।" *(মুসনাদে আহমদ)*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "একের পর এক বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ -মালার দানা পতনের ন্যায় দ্রুত হবে।" *(তাবারানী)*

বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশের মাঝে মাঝে আবার ক্ষুদ্র নিদর্শনের-ও প্রকাশ ঘটবে বা বৃদ্ধি পাবে। যেমন, ইমাম মাহদী প্রকাশ পেল অতঃপর কিছু ক্ষুদ্র নিদর্শন প্রকাশ পেল অতঃপর দাজ্জাল প্রকাশ পেল... এভাবে.... (আল্লাহই ভাল জানেন)

বৃহত্তম নিদর্শন (১)

আল্লাহ পাক -যখন, যেভাবে, যেখানে, যে নিদর্শনটি ঘটাতে চান, তখন সেভাবে সেখানে সেই নিদর্শনটি-ই ঘটবে।

তন্মধ্যে একটি হচ্ছে দাজ্জাল (المسيح الدجال)...

- কে এই মাছীহুদ দাজ্জাল?
- সে কি বর্তমানে জীবিত?
- ইতিপূর্বে কেউ তাকে দেখেছে?
- তার দৈহিক বৈশিষ্ট্য কি?
- আবির্ভাবের কারণ কি?
- কি সেই মহা-ক্রোধ?
- কতিপয় ভ্রান্ত প্রচারণা

■ কে এই দাজ্জাল?

সে আদম সন্তানের-ই একজন। মুমিনদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ পাক তাকে অলৌকিক কিছু বৈশিষ্ট্য দেবেন। তার দৈহিক ও চরিত্রগত গুণাবলী বর্ণনা করে নবী করীম সা. স্বীয় উম্মতকে তার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ করেছেন।

দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদের বলতে হবে, কারণঃ

জ্ঞান-ই উত্তরণের একমাত্র পথ। ফেতনা গ্রাস করে ফেলবে- এই ভয়ে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. সবসময় নবীজীর কাছে অনিষ্টকর ফেতনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন।

দাজ্জালের ফেতনাটি নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ফেতনা। সকল নবী-রাসূল স্ব স্ব উম্মতকে তার ব্যাপারে সতর্ক করতেন। শেষনবী মুহাম্মদ মুস্তফা সা. তার ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে উম্মতকে বারংবার সতর্ক করে গেছেন।

সুতরাং দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য, ফেতনা ও বাঁচার উপায় জানা থাকলেই -আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সকলকে তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন- ইনশাল্লাহ।

■ "মাছীহুদ দাজ্জাল" নামকরণঃ

আরবী মাছীহ (مسيح) শব্দের অর্থ- বিকৃত করে দেয়া হয়েছে, মোছে দেয়া হয়েছে এমন। তার বাম চক্ষুটি বিকৃত ও মোছিত হবে। কানা, সবকিছু একচোখে দেখবে।

অনেকে বলেছেন যে, সঠিক শব্দটি আসলে -'মিছছীহ বা -'মিছছীখ।

আরবীতে مسح শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে- ঘুরাফেরা করা, ভ্রমণ করা। এ হিসেবে অনেকেই বলেছেন যে, দাজ্জাল যেহেতু সারাবিশ্ব ভ্রমণ করবে, তাই তাকে মাছীহ (অতি ভ্রমণকারী) বলা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তার চেহারার এক পার্শ্ব ভ্রু ও চক্ষু-বিহীন হবে।

অপরদিকে দাজ্জাল এসেছে আরবী শব্দ দাজাল (دجل) থেকে। যার অর্থ- সত্য ঢেকে দেয়া, ছদ্ম আবরণে লুকিয়ে রাখা, প্রতারিত করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি। দাজ্জাল শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে মহা-মিথ্যুক।

■ দাজ্জাল কিসের দাবী করবে?

মহা-দুর্ভিক্ষের কালে দাজ্জাল খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসে বলবে, "আমি হচ্ছি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। হে লোকসকল! তোমরা আমার প্রতি ঈমান আন! আমি তোমাদের খাদ্য দেব, পানীয় দেব, সম্পদ দেব, যা চাও- সব দেব। নবী করীম সা. বলেছেন- "স্মরণ রেখো! দাজ্জাল কিন্তু একচোখে কানা হবে। আর তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা কানা নন!!" (বুখারী)

সামনে আরো বিস্তারিত বিবরণ আসছে ইনশাল্লাহ..।।

■ ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে দু-টি কথা

নবীযুগে মদিনায় এক ইহুদী-পুত্র ছিল। নাম ছিল ইবনে সাইয়াদ। তার অলৌকিক কর্মকাণ্ডের খবর শুনে নবীজী তাকে দাজ্জাল সন্দেহ করেছিলেন।

মদীনার প্রাচীন চিত্র

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, একদা উমর রা.-কে সাথে নিয়ে নবীজী ইবনে সাইয়াদের খবর নেয়ার জন্য গমন করলেন। গিয়ে দেখেন- সে ছোট্ট বালকদের সাথে বনী মুগালার দূর্গের কাছে খেলাধুলা করছে। সে-সময় ইবনে সাইয়াদের বয়স ১৫ ছুঁই ছুঁই। অজান্তেই পেছনে গিয়ে নবীজী তার পিঠে মৃদু আঘাত করলেন।

➢ ইবনে সাইয়াদকে নবীজী বললেন- তুমি কি মান যে, আমি হলাম

আল্লাহর রাসূল?

- ইবনে সাইয়াদ নবীজীর দিকে তাকিয়ে বলল- আমি আপনাকে মূর্খদের নবী মনে করি। অতঃপর সে পাল্টা নবীজীকে বলতে লাগল- আপনি কি মানেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল?
- নবীজী প্রত্যাখ্যানের সুরে বললেন- আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম। বললেন- স্বপ্নে তুই কি দেখিস?
- সে বলল- কখনো সত্যবাদী আবার কখনো মিথ্যাবাদী দেখি।
- নবীজী বললেন- তোর বিষয়টি তো গড়বড় মনে হচ্ছে!! আচ্ছা অন্তরে তোর জন্য একটি কথা লুকিয়েছি, বল তো- সেটা কি?!!
- ইবনে সাইয়াদ বলল- (دخ) ধোঁয়া!
- নবীজী বললেন- দূরে সর! নির্ধারিত সময়ের আগে তুই কিছুই করতে পারবি না!!
- উত্তপ্ত পরিস্থিতি দেখে উমর রা. বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন- এক্ষুনি তার মস্তক নামিয়ে দেই!
- নবীজী বললেন- সে-ই যদি প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তোমার নয়; ঈসা বিন মারিয়ামের হাতে সে নিহত হবে। আর যদি দাজ্জাল না হয়, তবে অনর্থক হত্যা করেই বা কি লাভ..!!” *(মুসলিম)*

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বলেন- আমি আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.কে বলতে শুনেছি- “অতঃপর নবী করীম সা. উবাই বিন কাবকে সাথে নিয়ে ইবনে সাইয়াদের খেজুর বাগানে গেলেন। বাগানে ঢুকার পর নবীজী খর্জুর কাণ্ডের পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে সামনে এগুতে লাগলেন, ইবনে সাইয়াদ টের পাওয়ার আগেই যেন একা বসে বসে সে যা বলছে- শুনতে পান। নবীজী তাকে দেখলেন, সে চাদরের বিছানায় গা এলিয়ে কি যেন ফিসফিস করছে। হঠাৎ তার মা এসে নবীজীকে

দেখে বলতে লাগল- ওহে সাফী (ইবনে সাইয়াদের ডাকনাম)! মুহাম্মদ এসে পড়েছে! ইবনে সাইয়াদ সজাগ হয়ে ফিসফিস বন্ধ করে দেয়। তখন নবীজী বলতে লাগলেন- হতভাগী না আসলে আজ-ই প্রকাশ হয়ে যেত (যে, সে দাজ্জাল না অন্য কিছু!)।" *(মুসলিম)*

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- "মদিনার কোন এক পথে নবীজী, আবূ বকর এবং উমরের সাথে ইবনে সাইয়াদের সাক্ষাত হল।

- নবী করীম সা. তাকে লক্ষ করে বললেন- তুমি কি মান যে, আমি হলাম আল্লাহর রাসূল?
- সে বলল- আপনি কি মানেন যে, আমি-ও হলাম আল্লাহর রাসূল?
- নবীজী বললেন- আমি ঈমান আনলাম- আল্লাহর প্রতি, ফেরেশ্তাদের প্রতি, আসমানী গ্রন্থাদির প্রতি। আচ্ছা- তুই কিছু দেখিস নাকি?
- সে বলল- পানিতে সিংসাহন দেখি।
- নবীজী বললেন- তুই আসলে সমুদ্রে ইবলিসের সিংহাসন দেখিস! আর কিছু দেখিস না?
- আমি অনেক সত্যবাদীর মাঝে একজন মিথ্যুক দেখি অথবা অনেক মিথ্যুকের মাঝে একজন সত্যবাদী দেখি।
- নবীজী বললেন- ধুর..!! গড়বড় মনে হচ্ছে। ওকে ছেড়ে দাও!!" *(মুসলিম)*

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমরা হজ্ব বা উমরা পালনে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সাথে ইবনে সাইয়াদ-ও ছিল। পথিমধ্যে আমরা একস্থানে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলাম। সাথীরা বিভিন্ন প্রয়োজনে দূরে চলে গেল। আমি এবং ইবনে সাইয়াদ শুধু রয়ে গেলাম। সে যেহেতু সন্দেহজনক -তাই মনে মনে ভীষণ ভয় পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর সে তার মালপত্র আমার মালপত্রের সাথে এনে রাখল। আমি বললাম- প্রচণ্ড গরম পড়েছে, তাই একসাথে রাখার চেয়ে আলাদা রাখাই ভাল, ওই বৃক্ষের নিচে যদি রাখতে..!! ইবনে সাইয়াদ মালপত্র নিয়ে দূরের বৃক্ষের নিচে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর বকরীর দুধের ব্যবস্থা হলে একটি পাত্রে দুধ ভর্তি করে সে আমার জন্য নিয়ে এলো। বলল- পান কর হে আবু সাঈদ! বললাম- এমনিতেই প্রচণ্ড গরম, তার

উপর দুধ পান করলে পেটের অবস্থা বারোটা বেজে যাবে (কোন মতেই আমি তার হাতের দুধ পান করতে চাচ্ছিলাম না)। তখন ইবনে সাইয়াদ বলতে লাগল- হে আবু সাঈদ! আমার ইচ্ছা হয়- লম্বা একটা দড়ি গাছের সাথে ঝুলিয়ে নিজেকে ফাঁস দিয়ে দিই। মানুষের এই আচরণ আমার আর ভাল্লাগে না!! হে আবু সাঈদ! তোমরাই (আনসার সম্প্রদায়) নবী করীম সা.এর হাদিস সম্পর্কে বেশি অবগত। বিশেষ করে তুমি তো নবী করীম সা. থেকে অনেক হাদিস জান!। বল তো- নবীজী কি বলে যান নি- যে, তার (দাজ্জালের) কোন সন্তান হবে না!? অথচ মদিনায় আমি সন্তান রেখে এসেছি! নবীজী কি বলেননি- সে (দাজ্জাল) মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না!? অথচ আমি মদিনা থেকে মক্কায় হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছি!! আবু সাঈদ বলেন- ইবনে সাইয়াদের এ ব্যথাভরা কথাগুলো শুনে আমি তাকে ক্ষমা-ই করে দিতে চেয়েছিলাম- এমন সময় সে বলতে লাগল- আল্লাহ কসম! অবশ্যই আমি দাজ্জালের জন্মস্থান এবং অবস্থান-স্থল জানি!! বললাম- কপাল পুড়ুক তোর!!" *(মুসলিম)*

উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে যে, সে প্রকৃত দাজ্জাল নয়। তবে অন্যতম মিথ্যুক। গণক শয়তানেরা তার কাছে সংবাদ সরবরাহ করত। ধারণা করা হয় যে, শেষ জীবনে সে তওবা করে সংশোধিত হয়েছিল। (আল্লাহই ভাল জানেন)

■ কোরআনে কেন দাজ্জালের আলোচনা আসেনি?

নবী করীম সা. সবচে বেশি যে ফেতনাটি নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন, তা হচ্ছে দাজ্জালের ফেতনা। আর তাই প্রত্যেক নামাযের শেষে দাজ্জালের মহা-ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য সাহাবিদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন।

কোরআনে কিছু নিদর্শনের উল্লেখ এসেছে, কিছু অনুল্লেখ রয়েছে। যেমন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ এভাবে বলেছেন- "মহা প্রলয় কাছিয়ে গেছে, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে।" *(সূরা ক্বামার-১)* ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভবে বলেছেন- "যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে" *(সূরা আম্বিয়া-৯৬)*। কিন্তু মহা-ফেতনার নেপথ্য নায়ক

দাজ্জাল-এর বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে কোরআনে কিছুই বলা হয়নি। কোন প্রজ্ঞা নিহিত?

কয়েক-ভাবে এর উত্তর দেয়া হয়েছেঃ

১ কোরআনে পরোক্ষভাবে এর উত্তর এসেছে। আল্লাহ পাক বলেন- "যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্বে থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি-" *(সূরা আনআম-১৫৮)*। (এর ব্যাখ্যাস্বরূপ) নবী করীম সা. বলেন- "তিনটি নিদর্শন প্রকাশ হয়ে গেলে ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না সে পূর্বে থেকে ঈমান এনে সৎকর্ম জমা করে থাকেঃ ১) দাজ্জাল ২) অদ্ভুত প্রাণী ৩) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়।" *(তিরমিযী)*

২ ঈসা বিন মারিয়াম আ.-অবতরণের কথা-ও কোরআনে পরোক্ষভাবে এসেছে। আল্লাহ পাক বলেন- "আর আহলে –কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তার মৃত্যুর পূর্বে।" *(সূরা নিসা-১৫৯)*

অন্যত্র আল্লাহ বলেন- "যখনই মরিয়ম তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় হঞ্জগোল শুরু করে দিল এবং বলল– আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যেই করে। বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। সে তো এক বান্দা–ই বটে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বণী–ইসরাইলের জন্যে আদর্শ। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না" *(সূরা যুখরুফ ৫৭-৬১)*

আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দাজ্জাল হত্যার জন্য-ই ঈসা বিন মারিয়াম আ. আসমান হতে অবতরণ করবেন। সুতরাং পরস্পর বিপরীতমুখী একটা উল্লেখের মাধ্যমে অপরটার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে গেল।

■ যে সকল হাদিসে দাজ্জাল আবির্ভাবকে কেয়ামতের বৃহত্তম নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

হুযাইফা বিন উছাইদ গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে নাঃ ধূম্র, দাজ্জাল, অদ্ভুত প্রাণী, পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়..." *(মুসলিম)*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের তিনটি নিদর্শন- প্রকাশের পর নতুন কারো ঈমান গ্রাহ্য হবে না, যদি না পূর্বে থেকে ঈমান এনে সৎকর্ম করে থাকে।" *(মুসলিম)*

■ দাজ্জালের ফেতনা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ও সুপরিসর ফেতনা

ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আদম আ. সৃজন থেকে নিয়ে কেয়ামত অবধি দাজ্জালের ফেতনা অপেক্ষা বৃহৎ ও সুপরিসর ফেতনা দ্বিতীয়টি হবে না।" *(মুসলিম)*

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা নবী করীম সা. মানুষের মাঝে ভাষণ দিতে দাড়ালেন। প্রথমে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন- "আমার পূর্বে যত নবী পৃথিবীতে এসেছেন, সবাই এ সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন, আমিও তোমাদের সতর্ক করছি। তবে দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের এমন তথ্য দিচ্ছি, যা ইতিপূর্বে কোন নবী দেননিঃ মনে রেখো! দাজ্জাল কানা হবে। কিন্তু আল্লাহ পাক কানা নন।" *(বুখারী)*

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জাল ছাড়া আর-ও একটি বিষয়ে আমি তোমাদের উপর অতি-শঙ্কিত। তবে দাজ্জাল যদি আমার বর্তমানে বের হয়, তবে তোমাদের হয়ে আমি-ই তার মুকাবেলা করব। আমার পর যদি বের হয়, তবে প্রতিটি মুমিন নিজে-ই তার মুকাবেলা করবে। প্রতিটি মুসলমানের জন্য আল্লাহকে আমি প্রতিনিধি বানিয়ে গেলাম।"

(মুসলিম)

দাজ্জালের পূর্বে বিশ্ব পরিস্থিতি

নাফে বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অচিরেই তোমরা আরব উপদ্বীপ যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের (বর্তমান ইরান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর রোমানদের (তুরস্ক তথা বাইযাইন্টাইন বাহিনীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। পরিশেষে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।-” *(মুসলিম)*

মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “জেরুজালেমে জনবসতি বৃদ্ধি মানে মদিনার বিনাশ। মদিনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনস্টান্টিনোপল বিজয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আবির্ভাব।-”

দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে মুসলমান এবং রোমান খৃষ্টানদের মধ্যে বড় ধরনের কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আল্লাহর রহমতে মুসলমানগণ চূড়ান্ত বিজয়ার্জন করবেন।

যি মিখমার রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “রোমান (খৃষ্টান)দের সাথে তোমরা শান্তিচুক্তি করবে। অতঃপর তোমরা এবং তারা মিলে পেছনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করবে। সম্পদ বণ্টন শেষে ফিরতি পথে যখন তোমরা উঁচু ভূমিতে অবতরণ করবে, তখন এক খৃষ্টান ক্রোশ তুলে ধরে -“ক্রোশের বিজয় হয়েছে, ক্রোশের বিজয় হয়েছে-” বলতে থাকলে এক মুসলমান গোস্বায় ক্রোশ ভেঙ্গে ফেলবে। আর তখনই খৃষ্ট সম্প্রদায় চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

অপর বর্ণনায়- “অতঃপর মুসলমানরা-ও হাতে অস্ত্র তুলে নেবে। তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলমানদের ঐ দলটিকে আল্লাহ শাহাদাতের সুমহান মর্যাদায় ভূষিত করবেন।-”

বিস্তারিত প্রেক্ষাপট অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না রোমক (খৃষ্ট) সম্প্রদায় আমাক (মতান্তরে দাবেক) প্রান্তরে (শামের প্রসিদ্ধ হালব শহরের সন্নিকটে একটি স্থান, সেখানেই মহাযুদ্ধটি সংঘটিত হবে) এসে একত্রিত হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দামেস্ক শহর থেকে একদল শ্রেষ্ঠ মুসলমান বের হবে। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে রোমক সম্প্রদায় বলবে- তোমরা সরে যাও! ধর্মত্যাগীদেরকে আমরা হত্যা করতে এসেছি (বুঝা গেল, এর পূর্বে মুসলিম-খৃষ্ট আরো কতিপয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মুসলমান সেখানে বিজয়ী হয়ে কিছু খৃষ্টানকে বন্দি করে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে বন্দি খৃষ্টানরা মুসলমান হয়ে মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে) মুসলমান তখন বলবে- (দ্বীনী) ভাইদেরকে কস্মিনকালেও তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ফলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ (মুসলমান) পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে, এদের তওবা আল্লাহ কখনো কবুল করবেন না। এক-তৃতীয়াংশ নিহত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশকে আল্লাহ মহা-বিজয় দান করবেন, ফেতনা কখন-ই এদের গ্রাস করতে পারবে না। সামনে এগিয়ে তারা কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে।

তরবারিগুলো বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে, হঠাৎ শয়তান তাদের মাঝে ঘোষণাকরবে- "দাজ্জাল তোমাদের পরিবারগুলোকে ধাওয়া করেছে। ঘোষণাটি মিথ্যে হলেও মুসলমান যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ মাটিতে ফেলে দিয়ে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হবে। শামে ফিরে আসার পর সত্যি-ই দাজ্জাল বের হয়ে আসবে।"

মানচিত্রে 'হালব'। এর সন্নিকটেই দাবেক প্রান্তর। খৃষ্টান বাহিনী তুরস্ক থেকে এখানেই এসে একত্রিত হবে।
হাদিসে উল্লেখিত কনষ্ট্যান্টিনোপল শহরটি উত্তর-পশ্চিম তুরস্কে অবস্থিত।

দাজ্জাল প্রকাশপূর্ব আরো কতিপয় ঘটনা

আবু উমাম বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জালের পূর্বে তিনটি মহা দুর্ভিক্ষময় বৎসর অতিবাহিত হবে। প্রাকৃতিক সকল খাদ্যোপকরণ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে পড়ে যাবে। প্রথম বৎসর আল্লাহ আসমানকে এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে এক তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। দ্বিতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে দুই তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। তৃতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে সম্পূর্ণ বৃষ্টি এবং জমিনকে সম্পূর্ণ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। ফলে এক ফোটা বৃষ্টি-ও বর্ষিত হবে না। একটি শস্য-ও অঙ্কুরিত হবে না। আল্লাহ চাহেন তো মুষ্টিমেয় ছাড়া সকল ছায়া-দার বস্তু ধ্বংস-মুখে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গাছ, পালা ও বৃক্ষকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)। সেদিন তাহলে মানুষ কি খেয়ে জীবন ধারণ করবে হে আল্লাহর রাসূল?' প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন- তাকবীর (আল্লাহু আকবার পাঠ) এবং তাহমীদ (আলহামুদিলাল্লাহ পাঠ) মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্যের কাজ দেবে।" *(ইবনে মাজা)*

দাজ্জালের আলোচনা উঠে যাবে

রাশেদ বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত, ইস্তাখির (পারস্য রাজাদের বস-বাসস্থল ও ধন সম্পদে সর্বোন্নত নগরী) যখন বিজয় হয়, 'দাজ্জাল বেরিয়ে গেছে, দাজ্জাল বেরিয়ে গেছে বলে-' এক ঘোষক ঘোষণা করতে থাকলে ইবনে জুছামা তার কাছে এসে বললেন- "চুপ কর! নবী করীম সা.কে আমি বলতে শুনেছি- "দাজ্জাল ততক্ষণ পর্যন্ত বের হবে না, যতক্ষণ না মানুষ তার কথা ভুলে যাবে, মিম্বর থেকে দাজ্জালের আলোচনা উঠে যাবে।"

■ দাজ্জালের দৈহিক গঠন

- খাট এবং দুই নলার মাঝে যথেষ্ট দূরত্বের দরুন চলনে ত্রুটিযুক্ত।
- চুল অস্বাভাবিক কুঁকড়ো এবং অগোছালো।
-
- অত্যধিক ঘন কেশ বিশিষ্ট।
- আলোহীন ভাসন্ত আঙ্গুরের ন্যায় চোখ। বাম চোখে সম্পূর্ণ কানা।
- অস্বাভাবিক শুভ্র দেহ-বর্ণ।
- প্রশস্ত কপাল।
- দুচোখের মাঝামাঝিতে ك ف ر (কাফের) লেখা থাকবে, যা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মুমিনের দৃষ্টিগোচর হবে।
- আঁটকুড়ে।

এক কথায় দাজ্জাল খাট, বিশাল দেহ, বিশাল মাথা, উভয় চোখে ত্রুটিযুক্ত, ডান চোখটি ভাসমান আঙ্গুর সদৃশ (কানা), বাম চোখে চামড়া, ঘন কুঁকড়ো ও অগোছালো চুল, সাদা চামড়ার দেহ, দুই নলার মধ্যবর্তী স্থানে যথেষ্ট ফাঁক এবং দুই চোখের মাঝে ك ف ر (কাফের) লেখা বিশিষ্ট হবে।

প্রকাশ-স্থল

আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "নিশ্চয় দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাছান এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। স্থুল বর্ম সদৃশ চেহারা-ধারী কিছু প্রজাতি তার অনুসারী হবে।" *(তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)*

দাজ্জালের প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রসিদ্ধি (আল্লাহই ভাল জানেন) শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন স্থান থেকে হবে।

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "সে (দাজ্জাল) শাম এবং ইরাকের মধ্যবর্তী একটি সড়ক (স্থান) থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।" *(মুসলিম)*

দাজ্জাল ও তার গুপ্তচরের কাহিনী

আমের বিন শুরাহিল থেকে বর্ণিত, তিনি ফাতেমা বিনতে কায়েস রা.-কে বললেন- সরাসরি নবী করীম সা. থেকে শুনেছেন, এমন একটি হাদিস আমাকে শুনান! ফাতেমা রা. বললেন- আমার কাছে সেরকম হাদিস-ই আছে! বর্ণনাকারী বললেন- তাহলে শুনান! বলতে লাগলেন- "একদা মুয়াজ্জিনের -নামায দাড়িয়েছে- ঘোষণা শুনে মসজিদে গেলাম। পুরুষদের পেছনে মহিলাদের কাতারে দাঁড়িয়ে নবীজীর ইমামতিতে আমরা নামায আদায় করলাম। নামায শেষে মৃদু হাসি নিয়ে নবীজী মিম্বরে বসলেন।

- বললেন, সবাই নিজ নিজ স্থানে বসে থাক! কিছুক্ষণ পর বললেন- বুঝতে পেরেছ? কি জন্য তোমাদের বসতে বলেছি!!
- সবাই বলল- আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল-ই বেশি জানেন!!

- বললেন- আল্লাহর শপথ! কোন উৎসাহ বা ভীতিপ্রদর্শনের জন্য তোমাদের বসতে বলিনি। তামিম দারী একজন খৃষ্টান ছিল। এখানে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। মাছীহ দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের কাছে যা বলতাম, সে-ও আমাকে সে রকম কিছু কথা শুনিয়েছে। বলেছে- একদা লাখম ও জুযাম গোত্রদ্বয়ের কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে সে সমুদ্র ভ্রমণে বের হয়। অতঃপর সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এক মাস পর্যন্ত ঢেও তাদের নিয়ে খেলা করতে থাকে। অবশেষে একদিন সূর্য প্রস্থানের সময় তাদের জাহাজটি এক অচিন দ্বীপে গিয়ে ভিড়ে। জাহাজ থেকে অবতরণ মাত্রই এক অদ্ভুত প্রাণীর সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটে। চুল দিয়ে সারা গা ঢাকা থাকায় সামন-পেছন বুঝা যাচ্ছিল না।

- তারা বলল- কপাল পুড়ুক তোর! কে তুই?
- প্রাণীটি বলল- আমি হলাম গুপ্তচর!
- গুপ্তচর মানে?
- এত কিছু জেনে তোমাদের লাভ নেই! ওই জনশূন্য প্রান্তরে এক ব্যক্তি অধির আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে। যাও! তার সাথে গিয়ে সাক্ষাত কর!
- তামীম বলল- অতঃপর শয়তান মনে করে আমরা তার থেকে কেটে পড়লাম। জনশূন্য প্রান্তরে (দুর্গ সদৃশ) গিয়ে দেখি এক মহা মানব। দু-হাত ঘাড় পর্যন্ত এবং দু-হাঁটু থেকে পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত লোহার শিকলে বাঁধা। এমন সুবিশাল মানব এবং শক্ত বাঁধনযুক্ত ব্যক্তি ইতিপূর্বে কোনদিন আমরা দেখিনি।
- বললাম- ধ্বংস হোক তোর! কে তুই!
- মহা মানব বলল- এসেই যখন পড়েছ! তবে অচিরেই জানতে পারবে।

আগে বল- তোমরা কারা?

- আমরা আরব্য জাতি। নৌ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। ঝড়ের কবলে পড়ে দীর্ঘ এক মাস দিকভ্রান্ত থাকার পর অবশেষে জাহাজ এই দ্বীপে এসে ভিড়েছে। জাহাজের নিকটেই আমরা বসেছিলাম। হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রাণীর দেখা মিলল। সে নিজের পরিচয় গোপন রেখে তোর কাছে আসতে বলল। তুই নাকি আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিস!
- মহা মানব বলল- বাইছান এলাকার খেজুর বাগানের কি অবস্থা?
- মানে?
- অর্থাৎ বৃক্ষ গুলি থেকে কি এখনো খেজুর হয়?
- বললাম- হ্যাঁ...!
- অচিরেই খেজুর বন্ধ হয়ে যাবে!
- মহা মানব বলল- বুহাইরা তাবারিয়ার কি অবস্থা?
- মানে?
- সেই লেকে কি এখনো পানি আছে?
- হ্যাঁ..! ওখানে প্রচুর পানি!
- অচিরেই সেই পানি চলে যাবে।
- মহা মানব বলল- যুগার ঝর্ণার কি অবস্থা?
- মানে?
- ঝর্ণায় কি আদৌ পানি অবশিষ্ট আছে? নাকি শুকিয়ে গেছে! স্থানীয় লোকেরা কি চাষাবাদের জন্য ঝর্ণার পানি ব্যবহার করতে পারে?

টাইবেরিয়ান লেক বাইছান

➢ হ্যাঁ..! ওই ঝর্ণা থেকে প্রচুর পানি প্রবাহিত হয়। স্থানীয়রা চাষাবাদে সে পানি ব্যবহার করে থাকে।

➢ মহা মানব বলল- আরবের শেষনবী সম্পর্কে আমাকে বল! সে কি কি করেছে!!

➢ বললাম- তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন।

টাইবেরিয়ান লেক। ক্রমেই নিচের দিকে চলে যাচ্ছে পানি।

➢ আরব জাতি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি?

➢ হ্যাঁ....! করেছে।

➢ ফলাফল কি?

➢ আশপাশের আরবদের উপর তিনি বিজয়ী হয়েছেন। সবাই তার অনুসরণে এগিয়ে আসছে।

➢ বাস্তবেই এমনটি হয়ে গেছে!

➢ হ্যাঁ..!

➢ তাঁকে অনুসরণের মাঝেই আরবের কল্যাণ নিহিত।

টাইবেরিয়ান লেক।
আকাশ থেকে তুলা ছবি।

➢ মহা মানব বলল- আমি এখন নিজের পরিচয় দিচ্ছি। শুন! আমি হলাম মাছীহ দাজ্জাল! অচিরেই আমাকে বাঁধন মুক্ত করা হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনে সারাবিশ্ব ভ্রমণ করব। তবে মক্কা এবং তাইবা-য় আমাকে ঢুকতে দেয়া হবে না। যখনই এলাকা-দ্বয়ে ঢুকতে চাইব, তরবারি হাতে ফেরেশ্তা আমাকে ধাওয়া করবে। সেদিন মক্কা-মদিনার প্রতিটি সড়কে ফেরেশ্তারা প্রহরী থাকবে।

দীর্ঘ হাদিসটি বর্ণনার পর লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করে নবীজী বলতে লাগলেন- এটাই হচ্ছে তাইবা নগরী, এটাই হচ্ছে তাইবা নগরী, এটাই হচ্ছে তাইবা নগরী (অর্থাৎ মদিনার অপর নাম তাইবা)! আমি কি তোমাদের কাছে স্পষ্ট-রূপে বর্ণনা করতে পেরেছি?!! সকলেই একবাক্যে বলল- হ্যাঁ..! অতঃপর নবীজী বললেন- দাজ্জাল সম্পর্কে আমি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করতাম, অনেকাংশেই তা তামিমে দারীর ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মনে রেখো! দাজ্জাল হয়ত এখন শামের সাগরে আছে অথবা ইয়েমেনের সাগরে আছে; না..! বরং সে পূর্বদিকে আছে... পূর্বদিকে আছে... পূর্বদিকে আছে...!!! (পূর্বদিকে হাতে ইশারা করছিলেন)। বর্ণনাকারী ফাতেমা রা. বলেন- নবীজীর এই হাদিসটি আমি উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি!!” (মুসলিম)

কতিপয় লেখক-গবেষক দাজ্জালের অস্তিত্বকে রহস্যময় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। অথচ বারমুডার রহস্য সম্পর্কে এখনো স্পষ্ট কিছু প্রকাশিত হয়নি।

■ বারমুডার প্রকৃত বাস্তবতা এবং দাজ্জালের সাথে এর সম্পর্কঃ

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের কাহিনী অনেকাংশেই রূপকথার গল্প সদৃশ।

ভৌগোলিক অবস্থান

পশ্চিম আটলান্টিক সমুদ্রে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ফ্লোরিডা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এটি। সুনির্দিষ্ট-রূপে মাক্সিক উপসাগর থেকে নিয়ে পশ্চিমে লিয়োর্ড দ্বীপ পর্যন্ত। অতঃপর লিয়োর্ড থেকে দক্ষিণে বারমুডা পর্যন্ত প্রায় তিনশ বসবাসযোগ্য ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে অবস্থিত একটি বিশাল সামুদ্রিক এলাকা। বাহামার দ্বীপপুঞ্জ-ও এর অন্তর্ভুক্ত।
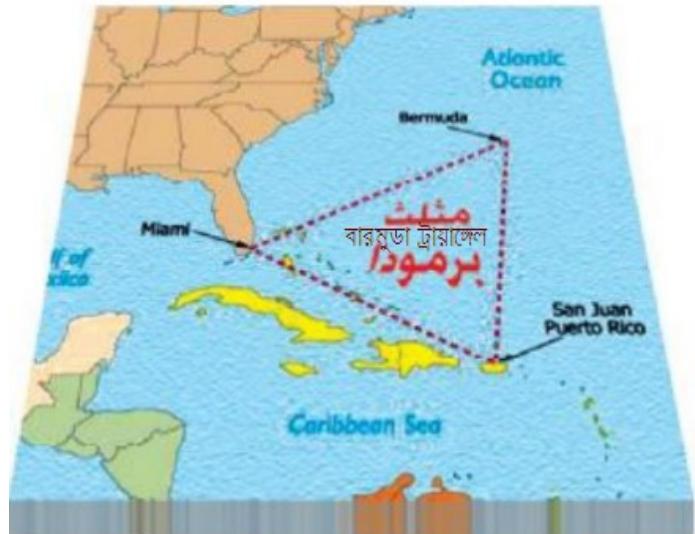
অনেকের ধারণা- দাজ্জাল বারমুডায় অবস্থান করছে। অথচ হাদিসে দাজ্জালের প্রকাশস্থল খোরাছান বলা হয়েছে। ছবিতে খোরাছান এবং বারমুডার দুরত্ব লক্ষ করুন।

বারমুডার পানিতে -জাহাজ/বিমান নিখোঁজ রহস্য

উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক (সার্জেসো) সমুদ্রের পানিতে (সার্জেসাম) পিণ্ডীভূত প্রচুর স্রোতের সৃষ্টি হয়, যা সমুদ্র-পৃষ্ঠে চলমান জাহাজের গতিরোধ করে। সার্জেসো সমুদ্রের পানি অস্বাভাবিক প্রশান্ত হওয়ায় সেখানে বাতাসের লেশমাত্রও থাকে না। কতিপয় গবেষক একে আতঙ্ক সাগর বা আটলান্টার সমাধিস্থল বলেও আখ্যায়িত করেছেন। ওখানকার সমুদ্রতলে প্রচুর ডুবন্ত জাহাজ পড়ে থাকার কথাও জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সমুদ্র বিশেষজ্ঞ টীম।

বারমুডায় জাহাজ নিখোঁজ, সূচনাকাল

১৮৫০ সালের দিকে এখানে প্রায় অর্ধশত জাহাজ অদৃশ্য হয়েছিল বলে জানা যায়। এর মধ্যে কতিপয় নাবিক শেষমুহুর্তে কিছু অস্পষ্ট বার্তা-ও প্রেরণে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু এগুলোর অর্থ অদ্যাবধি কেউ বুঝতে পারেনি। অধিকাংশ জাহাজ-ই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। সর্বপ্রথম ইন-সার্জেন্ট নামক জাহাজ ৩৪০ জন যাত্রীসহ নিখোঁজ হয়। এর পরপরই ১৯৬৮ সনে স্কোরবিয়ন নামক সাবমেরিন ৯৯ জন বিশেষজ্ঞ সহ অদৃশ্য হয়।
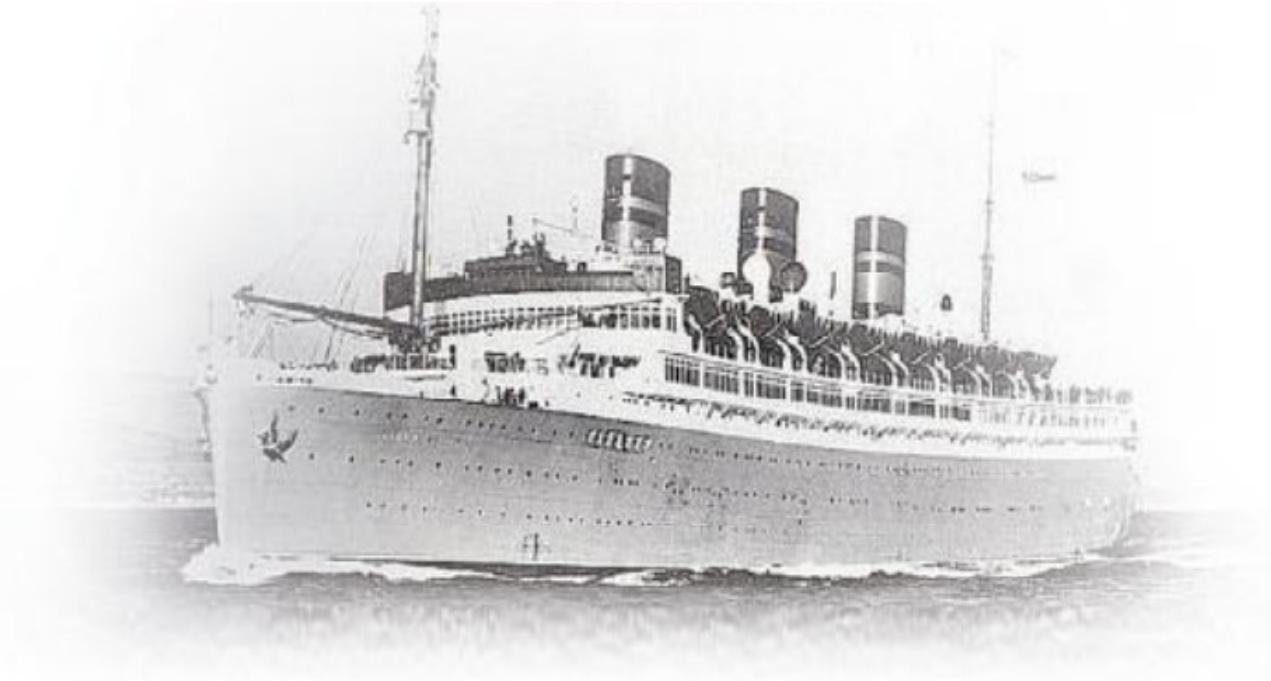
বিমান নিখোঁজ, সূচনাকাল

বারমুডার আকাশে উড্ডয়নরত বিমান হঠাৎ গায়েব। এমন রহস্যপূর্ণ ঘটনাও প্রসিদ্ধ। ১৯৪৫ সালে ফ্লোরিডা এয়ারবিস থেকে ধ্বংসাবশেষ একটি জাহাজের খোঁজে পাঁচটি বিমান আকাশে উড্ডয়ন করে। সবগুলো বিমান কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে উড়ছিল। কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেনদের কাছ থেকে এয়ারবিসে কিছু বার্তা-সংকেত প্রেরিত হয়ঃ -"আমরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। মনে হয় সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত হয়ে গেছি। ভূ-পৃষ্ঠ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কোথায় আছি, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আকাশের কোথাও আমরা হারিয়ে গেছি। সবকিছু কেমন যেন অচেনা এবং অদ্ভুত মনে হচ্ছে। দিক ঠিক করতে পারছি না। সমুদ্রের পানি-ও বিস্ময়কর লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছি না...।"

এর পরপরই এয়ারবিসের সাথে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এছাড়া আর-ও বহু বিমান গায়েবের ঘটনা সেখানে ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ট্রায়াঙ্গেলের সীমানায় রহস্যময় ঘটনা জন্মের কারণঃ

● ভূ-কম্পন তত্ত্ব। গবেষণায় জানা গেছে যে, ভূ-কম্পনের দরুন সমুদ্রের তলদেশে প্রচণ্ড ঝড় ও বিশালকায় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বড় বড় জাহাজকেও সমুদ্রের গভীরে নিয়ে যেতে সক্ষম। এ সকল শক্তিশালী তরঙ্গের দরুন অনেক সময় আকাশে-ও আকর্ষন শক্তি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিমান গায়েবের মত ঘটনা-ও সহজেই ঘটে যায়।

● বৈদ্যুতিক চুম্বক-তত্ত্ব। কতিপয় গবেষকদের দাবি- বারমুডার আকাশ দিয়ে অতিক্রম-কালে বিমানের দিক-নির্ধারণ যন্ত্র (কম্পাস) আকস্মিক নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ঠিক তেমনি জাহাজের কম্পাসে-ও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। বুঝা গেল, সেখানকার পানিতে বিস্ময়কর তড়িৎ চুম্বকাকর্ষণ রয়েছে।

জাহাজ এবং বিমানের দিক-নির্ধারণ যন্ত্র (কম্পাস)

■ দাজ্জালের আবির্ভাব, কিছু প্রাসঙ্গিক লক্ষণঃ

আরব-জাতি হ্রাস

উম্মে শারীক থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছেন- "দাজ্জালের ভয়ে মানুষ সুদূর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। জিজ্ঞেস করলাম- আরব-জাতি সেদিন কোথায় থাকবে হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী বললেন- তারা তো সেদিন যৎসামান্য..!!" *(মুসলিম)*

বিশ্বযুদ্ধ এবং কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়

মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "জেরুজালেমে স্থাপত্য গড়ে ওঠা মদিনা বিনাশের নিদর্শন। মদিনার বিনাশ মানে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মানে কনষ্ট্যান্টিপোল বিজয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয় মানে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী)*

আরো কিছু বিজয়

নাফে বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অচিরেই তোমরা আরব উপদ্বীপ যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের (বর্তমান ইরান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। অতঃপর রোমানদের (তুরস্ক তথা বাইযাইন্টাইন বাহিনীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। পরিশেষে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।" *(মুসলিম)*

বৃষ্টি এবং ফসল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে

দাজ্জালের প্রকাশ-পূর্ব তিনটি বৎসর মহা-দুর্ভিক্ষ-পূর্ণ হবে।

আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জালের পূর্বে তিনটি মহা-দুর্ভিক্ষময় বৎসর অতিবাহিত হবে। প্রাকৃতিক সকল খাদ্যোপকরণ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে পড়ে যাবে। প্রথম বৎসর আল্লাহ আসমানকে এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে এক তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। দ্বিতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি এবং জমিনকে দুই তৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। তৃতীয় বৎসর আল্লাহ আসমানকে সম্পূর্ণ বৃষ্টি এবং জমিনকে সম্পূর্ণ ফসল বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করবেন। ফলে এক ফোটা বৃষ্টি-ও বর্ষিত হবে না। একটি শস্য-ও অঙ্কুরিত হবে না। আল্লাহ চাহেন তো মুষ্টিমেয় ছাড়া সকল ছায়াদার বস্তু ধ্বংসের মুখে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গাছ, পালা এবং বৃক্ষকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)। সেদিন তাহলে মানুষ কি খেয়ে জীবন ধারণ করবে হে আল্লাহর রাসূল?’ প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন- তাকবীর (আল্লাহু আকবার পাঠ) এবং তাহমীদ (আলহামুদিলাল্লাহ পাঠ) মানুষের পাকস্থলীতে খাদ্যের কাজ দেবে।” *(ইবনে মাজা)*

ফেতনার আধিক্য এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. এক দীর্ঘ হাদিসে বলেন- "...অতঃপর সচ্ছলতার ফেতনা, যার ধূম্র আমার পরিবারস্থ দাবীকারী ব্যক্তির পদ-নিচ থেকে সৃষ্টি হবে। মনে মনে ভাববে, সে আমার খুব কাছের। অবশ্যই নয়। শুধু খোদাভীরু ব্যক্তিরা-ই আমার বন্ধু। অতঃপর পাঁজরের হাড় যেমন নিতম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তেমনি সবাই একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে (নেতা হিসেবে মেনে নেবে)। অতঃপর অন্ধকার ফেতনা, ফেতনাটি উম্মতের প্রতিটি সদস্যের গালে চপেটাঘাত করবে। যখনি বলা হবে- শেষ, তখনি আরো বেড়ে যাবে। সে কালে সকালে ব্যক্তি মুমিন থাকবে আর বিকালে কাফের হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবেঃ (১) ঈমানের দল, যাতে কোন কপটতা থাকবে না। (২) নেফাকের দল, যেখানে কোন ঈমান থাকবে না। এরকম ঘটতে দেখলে ঐ দিন বা পরের দিন দাজ্জাল প্রকাশের অপেক্ষা কর।" *(আবু দাউদ)*

প্রায় ত্রিশ-জনের মত মিথ্যুকের আত্মপ্রকাশ

ছামুরা বিন জুন্দুব রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশ জনের মত মিথ্যুকের আত্মপ্রকাশ ঘটে, এদের সর্বশেষ জন হচ্ছে কানা দাজ্জাল। তার বাম চোখটি সম্পূর্ণ মোচ্ছিত হবে।-" (মুসনাদে আহমদ)

■ দাজ্জাল কিভাবে বের হবে?

তামিমে দারী রা.-এর সাথে দাজ্জাল এবং গুপ্তচরের বাক্যালাপ সম্বলিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, দাজ্জাল কোন এক অচিন দ্বীপে লৌহ-শিকলে বাঁধা রয়েছে। নবীযুগে সে জীবিত ছিল। বিশাল দেহবিশিষ্ট। প্রায় ত্রিশ-জন সাথী-সঙ্গী সহ তামীমে দারী রা. দাজ্জালকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কথোপকথনের সময় সে নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে-ই দাজ্জাল। শেষ জমানায় সে বাঁধন-মুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

■ বের হওয়ার কারণ

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- “একদা মদিনার কোন এক গলিতে ইবনে সাইয়াদের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বললে গোস্বায় স্ফীত হয়ে সে বিশাল দেহাকার ধারণ করে। বোন হাফসা রা.-এর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি আমাকে ধমকের সুরে বলেন- আল্লাহ তোমার সহায় হোন! ইবনে সাইয়াদকে তুমি উত্যক্ত কর কেন? তুমি কি জান না যে, নবী করীম সা. বলেছেন- নিশ্চয় দাজ্জাল রাগের বশবর্তী হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।” *(মুসলিম)*

■ ভ্রমণ-গতি

নবী করীম সা.কে দাজ্জালের গতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- “বাতাসে তাড়িত মেঘমালার ন্যায়” *(মুসলিম)*

দাজ্জাল বিশ্বের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছবে।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দ্বীনের দুরবস্থা এবং চরম মূর্খতা-যুগে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। পৃথিবীতে তার অবস্থান-মেয়াদ হবে চল্লিশ দিন। প্রথম দিনটি এক বৎসর, দ্বিতীয় দিনটি এক মাস, তৃতীয় দিনটি এক সপ্তাহ এবং অবশিষ্ট (৩৭) দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের মত হবে। দুই কানের মাঝে চল্লিশ গজের ব্যবধান- এমন গাঁধায় সে আরোহণ করবে। মানুষের কাছে এসে বলবে- “আমি তোমাদের পালনকর্তা!” (অথচ আল্লাহ -কানা নন!) তার দুই চোখের মাঝে ك ف ر (কাফের) লেখা থাকবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মুমিন সেটি পড়তে পারবে। মক্কা-মদিনা ছাড়া প্রতিটি শহরে-প্রান্তরে সে পৌঁছুবে। মক্কা-মদিনার প্রতিটি দরজায় সেদিন আল্লাহ পাক ফেরেশ্তাদের সমন্বয়ে প্রহরী নিযুক্ত করবেন।” *(মুসনাদে আহমদ)*

■ যে সকল স্থানে দাজ্জালের আগমন ঘটবে

আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মক্কা-মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জাল গিয়ে পৌঁছবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

অপর বর্ণনায়- "মদিনার দরজায় সবসময় ফেরেশ্তা নিযুক্ত থাকে। দাজ্জাল এবং মহামারী মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আকাশ থেকে তুলা ছবিতে উহুদ পাহাড়
صورة جوية لجبل احد

নবী করীম সা. বলেন- "মদিনার উদ্দেশ্যে পূর্বদিক থেকে দাজ্জাল আসবে, এমনকি উহুদ পাহাড়ের অপর প্রান্তে সে অবস্থান নেবে।" *(বুখারী)*

অপর বর্ণনায়- "উহুদ পর্বতের চূড়ায় উঠে মসজিদে নববীর দিকে তাকিয়ে অনুসারীদের বলবে- তোমরা কি ঐ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছ? (অর্থাৎ মসজিদে নববী) অতঃপর ফেরেশ্তারা তার চেহারাকে শামের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। সেখানেই তার বিনাশ ঘটবে।" *(মুসলিম)*

মদীনার দিক থেকে উহুদ পাহাড়ের দৃশ্য
جبل أحد (من المدينة)

মিহজান বিন আদরা রা. থেকে বর্ণিত, একদা ভাষণ-কালে নবী করীম সা. বলছিলেন- "পরিত্রাণ দিবস! পরিত্রাণ দিবস! পরিত্রাণ দিবস!, জিজ্ঞেস করা হল- পরিত্রাণ দিবস কি হে আল্লাহর রাসূল? বললেন- দাজ্জাল এসে উহুদ পর্বতে উঠে মদিনার দিকে তাকিয়ে অনুসারীদের বলবে- তোমরা কি ঐ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছ? এটি

আহমদের মসজিদ!- অতঃপর মদিনায় ঢুকতে চাইলে প্রবেশপথে তরবারি হাতে ফেরেশ্তাদের দাঁড়ানো দেখবে। হতাশ হয়ে -জুরুফ-এর মৃতভূমিতে গিয়ে সজোরে ভূমিতে আঘাত করবে। মদিনায় তখন তিনটি ভূ-কম্পন অনুভূত হবে। সকল পাপিষ্ঠ এবং মুনাফিক সেদিন মদিনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সাথে চলে যাবে। সেটাই পরিত্রাণ দিবস!” *(মুসনাদে আহমদ)*

স্যাটেলাইট থেকে মসজিদে নববী। ঠিক যেন সাদা প্রসাদ।

আরবীতে -“সাবখা-” মৃতভূমিকে বলা হয়। সাধারণত মদিনার ভূমিকে সাবখা বলা হয়ে থাকে। তবে মদিনার উত্তর প্রান্তের ভূমির ক্ষেত্রে শব্দটি বেশী প্রয়োগ হয়।

“জুরুফ-” মদিনা থেকে তিন মাইল উত্তরে একটি উপশহর। অনেকেই বলেছেন- শামের সড়ক থেকে ক্বাসাসীন পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকাকেই জুরুফ বলা হয়। ত্বরীক হাজ্জাজ থেকে শামের পথ শুরু, যা মাখীয-এর দিক থেকে জাবালে হাবশির দিকে এসেছে। বর্তমানে জুরুফকে -বুহাই আল আযহার- বলা হয়ে থাকে। কিন্তু হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী জুরুফ বর্তমান -মাররে ক্বানাত- পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।
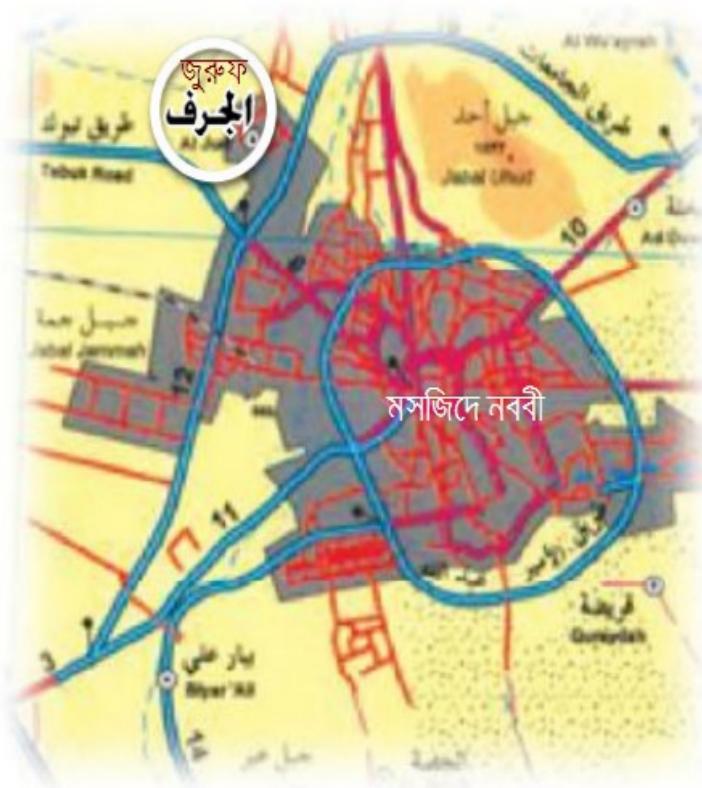
মোটকথা- উহুদ পর্বতের পেছনে কোন এক মৃতভূমিতে দাজ্জাল অবতরণ করে সজোরে মাটিতে আঘাত করবে। সেখানে অনেক রক্তিম উপপর্বত রয়েছে। ওখানে গেলে বাস্তবেই নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ হয়ে যায়।

অপরদিকে তামিমে দারীর হাদিসে দাজ্জাল-ও বলেছিলঃ

"আমি হলাম মাছীহ দাজ্জাল! অচিরেই আমাকে বাঁধন মুক্ত করে দেয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনে সারাবিশ্ব ভ্রমণ করব। কিন্তু মক্কা এবং তাইবা-য় আমাকে ঢুকতে দেয়া হবে না। যখনই এলাকা-দ্বয়ে ঢুকতে চাইব, তরবারি হাতে ফেরেশ্তা আমাকে ধাওয়া করবে। সেদিন মক্কা-মদিনার প্রতিটি সড়কে ফেরেশ্তারা প্রহরী থাকবে।"

■ দাজ্জালের ফেতনা

নমুনা-১

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জালের সাথে স্বরচিত জান্নাত-জাহান্নাম থাকবে। সুতরাং তার জাহান্নাম হবে প্রকৃত জান্নাত এবং জান্নাত হবে প্রকৃত জাহান্নাম।" *(মুসলিম)*

অপর বর্ণনায়- "দাজ্জালের সাথে পানি এবং আগুন থাকবে। সুতরাং তার পানি হবে প্রকৃত আগুন এবং আগুন হবে ঠাণ্ডা পানি।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আরো বলেন- "আমি ভাল করেই জানি, দাজ্জালের সাথে কি থাকবে। তার সাথে দু-টি নদী থাকবে। দেখতে একটিকে সাদা পানি এবং অপরটিকে জ্বলন্ত আগুনের মত মনে হবে। তোমরা যদি দাজ্জালকে পেয়ে যাও, তবে তার আগুনে ঝাপ দিয়ে দিও!!" *(মুসলিম)*

অপর বর্ণনায়- "চোখ বন্ধ করে আগুনের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে পান করতে থেকো! কারণ, সেটি ঠাণ্ডা পানি।" *(মুসলিম)*

নমুনা-২

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জাল একদল লোকের কাছে এসে প্রভুত্বের দাবী করবে। লোকেরা তার দাবী মেনে নিলে দাজ্জাল আসমানকে বৃষ্টি দিতে বলবে, আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিকে ফসল দিতে বলবে, জমি ফসল উদগত করবে। তাদের গবাদিপশু-গুলি চারণভূমি থেকে মোটাতাজা এবং দুধে পূর্ণ হয়ে ফিরবে। অতঃপর দাজ্জাল অপর একদল লোকের কাছে এসে প্রভুত্বের দাবী করবে। লোকেরা তা প্রত্যাখ্যান করলে তাদের জমিগুলো অনুর্বর হয়ে যাবে, গবাদি পশুগুলি মরে যাবে। দাজ্জাল মৃত জমিতে গিয়ে বলবে- হে ভূমি! তুমি তোমার গুপ্ত রত্ন-ভাণ্ডার প্রকাশ করে দাও! তখন মৌমাছির ঝাপের মত সকল রত্ন-ভাণ্ডার বের হয়ে আসবে।" *(মুসলিম)*

নমুনা-৩

দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে বলবে- "ওহে বেদুইন! আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিই, তবে আমাকে প্রভু বলে মেনে নিতে তোমার কোন আপত্তি থাকবে? বেদুইন বলবে- না!! অতঃপর দু-জন শয়তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধারণ করে তাকে বলবে- ওহে বৎস! একে অনুসরণ কর! সে তোমার প্রভু!!" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

নমুনা-৪

দাজ্জাল এক তরুণকে ডেকে এনে তরবারি দিয়ে দু-টুকরা করে দেবে। মানুষকে বলবে- ওহে লোকসকল! দেখ, আমার এই হতভাগা বান্দাকে আমি মরণ দিয়েছি, আবার জীবিত করে দেব, এরপর-ও সে মনে করবে, আমি তার প্রভু নই!! অতঃপর দাজ্জাল জীবিত হওয়ার আদেশ দিলে তরুণ জীবিত দাড়িয়ে যাবে। অথচ দাজ্জাল নয়; আল্লাহ-ই তাকে জীবিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে- তোমার প্রভু কে? তরুণ বলবে- আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ! আর তুই হচ্ছিস আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল!

■ দাজ্জাল সম্পর্কে কতিপয় ভুল ধারণা

দুর্ভিক্ষ কবলিত দুনিয়ায় সে রুটি এবং খাদ্যের পাহাড় নিয়ে আসবে

মুগীরা বিন শুবা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- "দাজ্জাল সম্পর্কে নবীজীর কাছে আমার থেকে বেশি কেউ জিজ্ঞেস করত না। একবার তিনি বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বললেন- হে মুয়ায! তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? সে তোমার কোন-ই ক্ষতি

করতে পারবে না। আমি বললাম- মানুষ মনে করে যে, তার সাথে নদী এবং রুটির পাহাড় থাকবে!? নবীজী বললেন- আল্লাহর কাছে এগুলোর কোন-ই মূল্য নেই।” *(বুখারী-মুসলিম)*

■ দাজ্জালের অনুসারী

কোন সন্দেহ নেই- অলৌকিক সব ক্ষমতা এবং জাদুময় কর্মকাণ্ডের দরুন দাজ্জাল প্রচুর লোককে অনুসারী বানিয়ে ফেলবে। কেউ লোভে আর কেউ আক্রমণের ভয়ে তার দলে যোগ দেবে। আবার কেউ কেউ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে তার বাহিনীতে শামিল হবেঃ

ইহুদী সম্প্রদায়ঃ

আনাছ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আসফাহান অঞ্চলের সত্তর হাজার চাদর (তায়ালছান) পরিহিত ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে।” *(মুসলিম)*

তায়ালছান চাদর পরিহিত জনৈক ইহুদী পণ্ডিত

তায়ালছান

তায়ালছান চাদর পরিহিত একদল ইহুদী

রাজধানী তেহরান থেকে ৩৪০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত মধ্য ইরানের প্রসিদ্ধ একটি প্রদেশ আসফাহান। সরকারী গণনা-নুযায়ী সেখানে প্রায় ৩০ হাজার ইহুদী বাস করে থাকে। বিস্তারিত জানতে www.iranjewish.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "সত্তর হাজার অনুসারী নিয়ে দাজ্জাল খোয ও কিরমান অঞ্চলে অবতরণ করবে। তাদের চেহারা স্ফীত বর্মের ন্যায় দেখাবে।" (মুসনাদে আহমদ)

খোযঃ- পশ্চিম ইরানের একটি এলাকার নাম। বর্তমানে একে খোযিস্তান বলা হয়।

কিরমানঃ- দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের প্রসিদ্ধ একটি নগরী।

স্ফীত ঢালঃ- অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাথা, সাদা ও গোলাকার চেহারা বিশিষ্ট। গালের মাংস কিছুটা উঁচু। এককথায়- তাদের চেহারা মোটা ও প্রশস্ত হবে।

জ্ঞাতব্য বিষয়
প্রশ্নঃ দাজ্জালের অনুসারী অধিকাংশ-ই ইহুদী কেন?
উত্তরঃ কারণ, ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস যে, দাজ্জাল হচ্ছে তাদের প্রতীক্ষিত 'মাছীহা'।

ইহুদীরা মনে করে, আল্লাহ পাক তাদের জন্য দাউদ আ.-এর বংশের একজন বাদশার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে ইহুদীদের বিস্তৃত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। -মিছিয়াহ- বলে যাকে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহুদীদের ধর্মীয় প্রথায় -দাজ্জালের তড়িৎ আগমন প্রত্যাশায় বিশেষ উপাসনা করা হয়। ইহুদীদের পাসোভার উৎসবের রাতে দাজ্জালের কল্যাণ কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

ইহুদী ধর্মশাস্ত্র তালমূদে বর্ণিত হয়েছেঃ

"মাছীহের আগমন-কালে খাদ্য-শস্য এবং পশমের পোশাকে বিশ্ব ভরে যাবে। সেদিন যবের একটি দানা গাভীর বৃহৎ স্তন সদৃশ হবে। সেদিন বিশ্বময় ইহুদী কর্তৃত্ব ফিরে আসবে। সবাই মাছীহকে অনুসরণ করবে। সেদিন প্রত্যেক ইহুদীর ২৮০০ (দু-হাজার আটশত) করে সেবক থাকবে। জল-স্থল সর্বত্র তার-ই

নেতৃত্ব চলবে। তবে অনিষ্টদের শাসনব্যবস্থা সমাপ্ত হলে-ই মাছীহর আগমন হবে।

কাফের ও মুনাফিক সম্প্রদায়

আনাছ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মক্কা-মদিনা ব্যতীত সকল শহরে-ই দাজ্জালের অপ-তৎপরতা ছড়িয়ে পড়বে। সেদিন শহর-দ্বয়ের প্রতিটি সড়কে ফেরেশ্তাগণ নাঙ্গা-তলোয়ার হাতে পাহারায় থাকবেন। দাজ্জাল -ছাবখা প্রান্তরে এসে উপনীত হলে মদিনায় তিনটি ভূ-কম্পন অনুভূত হবে। ফলে সকল কাফের-মুনাফেক মদিনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের দলে চলে যাবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আরব বেদুইন

আবু উমামা থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জাল বেদুইনের কাছে এসে বলবে- "ওহে বেদুইন! আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিই, তবে আমাকে প্রভু বলে মেনে নিতে তোমার কোন আপত্তি থাকবে? বেদুইন বলবে- না!! অতঃপর দু-জন শয়তান তার পিতা-মাতার রূপ ধরে তাকে বলবে- ওহে বৎস! একে অনুসরণ কর! সে তোমার প্রভু!!" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*
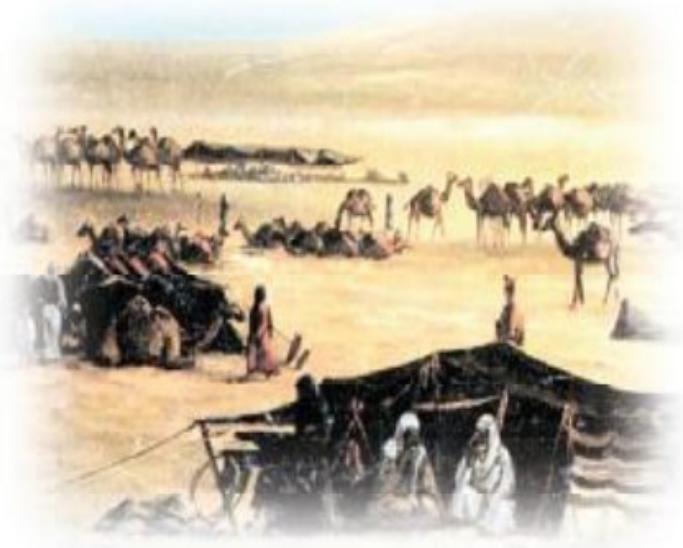
স্থূল বর্ম সদৃশ স্ফীত চেহারা বিশিষ্ট সম্প্রদায়

আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "নিশ্চয় দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাছান এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। স্থূল বর্ম সদৃশ স্ফীত চেহারা বিশিষ্ট লোকেরা তার অনুসারী হবে।" *(তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)*

স্থূল বর্ম সদৃশ (গোলাকার) স্ফীত চেহারাধারী ব্যক্তিদের নমুনা

নারী সম্প্রদায়

নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জাল এসে ছাবখার মাররে ক্বানাত ভূমিতে অবতরণ করবে। অধিকাংশ নারী-ই তার কাছে চলে যাবে। আতঙ্কে -মুমিন পুরুষ ঘরে গিয়ে মা, মেয়ে, বোন, চাচীকে ঘরের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

■ দাজ্জালের অবস্থানকাল

দাজ্জাল পৃথিবীতে কয়দিন অবস্থান করবে? প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম সা. বলেছেন- চল্লিশ দিন। প্রথম দিন এক বৎসর, দ্বিতীয় দিন এক মাস, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের ন্যায় হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

হাদিসটি শুনার পর সাহাবায়ে কেরাম দীর্ঘ এই দিনগুলোতে নামায পড়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! দীর্ঘ এই দিনগুলোতে একদিনের নামায কি যথেষ্ট হবে?! নবী করীম সা. বলেছিলেনঃ না! বরং

নামাযের জন্য তখন তোমরা সময় ঠিক করে নিও! (অর্থাৎ দীর্ঘ এক বৎসরের দিনে পূর্ণ এক বৎসরের নামায-ই আদায় করতে হবে, তবে এর জন্য সময় ঠিক করে নেয়া আমাদের দায়িত্ব)।

■ দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তির উপায়

উপায়–(১) মুখোমুখি অবস্থান থেকে দূরে থাকা।

ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জালের আগমন সংবাদ পেলে তোমরা দূরে পালিয়ে যেয়ো! কারণ, নিজেকে মুমিন ভেবে অনেক মানুষ তার মুখোমুখি হবে, কিন্তু অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখে অসহায়ের মত তাকে অনুসরণ করে বসবে।" *(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)*

অর্থাৎ সবসময় দূরে অবস্থান করতে হবে, নিজেকে সাহসী ভেবে কাছে যাওয়ার দুঃসাহস করা যাবে না।

উম্মে শারীক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জালের ভয়ে মানুষ সুদূর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে।" *(মুসলিম)*

দাজ্জালের সময় ইমাম মাহদী থাকবেন, দামেস্কে তিনি মুসলমানদের নিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকবেন।

উপায়– (২) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগুনে নিক্ষেপিত হয়, সে যেন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে।" *(ইবনে মাজা)*

উপায়– (৩) আল্লাহর সিফাতী নামসমূহ মুখস্থ করা।

দাজ্জাল হবে কানা। অথচ আল্লাহ কানা নন; বরং আল্লাহ পাক সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

উপায়– (৪) সূরা কাহফ'এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে নিয়মিত পাঠ করা।

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "যে ব্যক্তি সূরা কাহফ-এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে নিল, সে দাজ্জাল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।" *(মুসলিম)*

সূরা কাহফ-এর প্রথম দশ আয়াতঃ-

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۜ ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن
لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّٰكِثِينَ فِيهِ
أَبَدًا ﴿٣﴾ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِءَابَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ
كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ
إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ
وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ
رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ ﴾[1].

অনুবাদ- (১) সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (২) একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মুমিনদেরকে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে– তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

(৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্যে -যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত কঠিন তাদের মুখের কথা। তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিতশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব। (৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোআ করেঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। *(সূরা কাহফ ১-১০)*

নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল এসে পড়লে তোমরা সূরা কাহফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো পড়ে নিয়ো!” (মুসলিম)

তাৎপর্য

কতিপয় মুমিন যুবককে আল্লাহ পাক প্রতাপশালী কাফের বাদশার আগ্রাসন থেকে বাঁচিয়েছিলেন। উপরোক্ত আয়াতগুলিতে এরই বিবরণ এসেছে।

কেউ বলেন- আয়াতগুলোতে গুহা বাসীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাদের মুক্তির নেপথ্য স্মরণ করে প্রতিটি মুসলমান-ও দাজ্জালের আগ্রাসন থেকে মুক্তির চেষ্টা করবে।

উপায়- (৫) পূর্ণ সূরা কাহফ’ তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলা।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “যে ব্যক্তি নির্ভুলভাবে সূরা কাহফ পাঠ করল। দাজ্জাল তাকে সামনে পেলেও কোন ক্ষতি করতে পারবে না।” *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

উপায়- (৬) হারামাইন তথা মক্কা-মদিনায় আশ্রয় নেয়া।

কারণ, দাজ্জাল এলাকা-দ্বয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।

উপায়- (৭) নামাযের শেষ বৈঠকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার দোয়া পড়া।

অর্থাৎ তাশাহুদে সালামের পূর্বক্ষণে হাদিসে বর্ণিত নিম্নোক্ত দোয়া পড়াঃ

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال.

অনুবাদ- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, জীবন-মৃত্যুর ফেতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুখারী-মুসলিম)*

উপায়- (৮) দাজ্জালের ফেতনাটি বেশি বেশি প্রচার করা।

সাব বিন জুছামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জাল ততক্ষণ বের হবে না, যতক্ষণ না মানুষ তার আলোচনাকে ভুলে যায়।" *(মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)*

অর্থাৎ কেউ তখন দাজ্জালের আলোচনা করবে না। ফেতনার আধিক্যের দরুন তার ব্যাপারটি মানুষ ভুলে যেতে বসবে।

উপায়– (৯) শরীয়তের জ্ঞানকে–ই একমাত্র মুক্তির উপায় মনে করা।

একজন মুমিনের জন্য শরয়ী জ্ঞান-ই সকল ফেতনা হতে বাঁচার রক্ষাকবচ। হাদিসে এমন-ই একজন জ্ঞানী যুবকের দাজ্জালের মুকাবেলা করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মদিনায় ঢুকতে না পেরে দাজ্জাল পাশের মৃতভূমিতে অবতরণ করবে। মদিনার এক উৎকৃষ্ট যুবক তখন দাজ্জালের মুকাবেলায় এগিয়ে যাবে।

- বলবে- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুই হচ্ছিস দাজ্জাল, যার ব্যাপারে নবী করীম সা. আমাদের সতর্ক করে গেছেন।
- দাজ্জাল অনুসারীদের লক্ষ করে বলবে- আমি যদি একে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিই, তবে-ও কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করবে?!!
- সবাই একবাক্যে বলবে- না..!! অতঃপর দাজ্জাল যুবকটিকে হত্যা করে পুনর্জীবিত করবে। অপর বর্ণনায়- তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে দু-টুকরো করে দেবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে জীবিত হতে বললে যুবকটি হাসিমুখে -আল্লাহু আকবার- বলে জীবিত হয়ে যাবে।

- যুবক বলবে- এবার তো আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে গেছে যে, তুই-ই হচ্ছিস দাজ্জাল।
  অপর বর্ণনায়- দাজ্জাল বের হলে একজন মুমিন তার মুখোমুখি হতে চাইবে।
- দাজ্জালের অনুসারীরা বলবে- কোথায় যাচ্ছ?
- বলবে- এই অসভ্যটার দিকে যাচ্ছি!!
- তুমি কি আমাদের পালনকর্তায় বিশ্বাস কর না?
- যুবক বলবে- আমাদের পালনকর্তার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই!!
- একে হত্যা কর!!
- না...! আমাদের প্রভু-ই তাকে হত্যা করবেন। একথা বলে তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। দাজ্জালকে দেখে সে বলতে থাকবে- ওহে লোকসকল! এ হচ্ছে মাছীহ দাজ্জাল, যার ব্যাপারে নবী করীম সা. আমাদের সতর্ক করে গেছেন!! তখন দাজ্জাল তাকে শুয়াতে বলবে-
- তুমি কি আমাকে প্রভু বলে বিশ্বাস করনি?
- তুই হচ্ছিস মিথ্যুক দাজ্জাল!!" একথা শুনে দাজ্জাল করাত দিয়ে যুবকটিকে দু-টুকরো করে দেবে। দাজ্জাল কর্তিত অংশদ্বয়ের মাঝে দিয়ে হেটে গিয়ে বলবে- দাড়িয়ে যাও!! যুবকটি জীবিত দাড়িয়ে যাবে।
- এবার তুমি আমাকে প্রভু মেনেছ?
- এখন তো আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে গেছে! ওহে লোকসকল! আমার পর আর কাউকে-ই সে জীবিত করতে পারবে না। অতঃপর দাজ্জাল তাকে ধরে জবাই করতে চাইলে আল্লাহ পাক যুবকটির কণ্ঠাস্থি থেকে বক্ষ পর্যন্ত তামা বানিয়ে দিবেন। ফলে দাজ্জাল তাকে কিছুই করতে পারবে না। শেষে অপারগ হয়ে তাকে স্বরচিত জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেবে। মানুষ মনে করবে সে জাহান্নামে। কিন্তু বাস্তবে তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

অতঃপর নবী করীম সা. বলেন- "এই যুবকটি আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাবে।" *(মুসলিম)*

উপকারিতা

উপরোক্ত হাদিসে শরয়ী জ্ঞানের উপকারিতা অনুধাবন করা যায়। যুবকটির কাছে শরীয়ত এবং দাজ্জালের গুণাগুণ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে দাজ্জালের বিরুদ্ধে এত কঠোর অবস্থানে যেতে পারত না। সুতরাং প্রতিটি মুমিনের জন্য পর্যাপ্ত শরয়ী জ্ঞানার্জন আবশ্যক।

সে দাজ্জালকে ভালভাবেই চিনতে পেরেছে। হাদিস অধ্যয়নে সে জেনেছে যে, হাদিসে যুবক বলতে সে-ই উদ্দেশ্য এবং তার পরে দাজ্জাল কাউকেই নির্মমভাবে হত্যা করে জীবিত করতে পারবে না।

দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "...মুসলমানগণ তখন চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য কাতারবন্দি হতে থাকবেন। এমন সময় ফজরের ইকামত শুরু হলে আসমান থেকে ঈসা বিন মারিয়াম অবতরণ করবেন...।" *(মুসলিম)*

হুযাইফা বিন উছাইদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "...অতঃপর দাজ্জাল মদিনা থেকে জেরুজালেম অভিমুখে রওয়ানা হবে। সেখানে একদল মুসলমানকে সে অবরোধ করে ফেলবে। মুমিনগণ সবদিক দিয়ে সঙ্কটে পড়ে যাবে। তাদের একজন বলবে- তোমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছ?!! যাও!! এই পাপিষ্ঠের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক!! হয়ত আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাত হয়ে যাবে অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। অতঃপর মুসলমানগণ তুমুল লড়াইয়ের প্রস্তুত হয়ে যাবেন। পরদিন সকালে আসমান হতে ঈসা বিন মারিয়াম অবতরণ করবেন।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

দাজ্জাল সামনে এসে গেলে করণীয়ঃ

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "...তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে কাফের লেখা থাকবে, সকল মুমিন তা পড়তে সক্ষম হবে। সামনে এসে গেলে তার চেহারায় থুথু মেরে সূরা কাহফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো পড়ে নিয়ো! শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে সে হত্যা করে পুনর্জীবিত

করতে সক্ষম হবে।” *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

আবু কিলাবা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “তোমাদের পরে একজন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে। তার চুলগুলো মাথার পেছন দিকে জমাট ও অগোছালো থাকবে। বলবে- আমি তোমাদের প্রভু! সুতরাং যে ব্যক্তি-

كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك

(তুই মিথ্যুক! তুই আমাদের প্রভু নস! বরং আল্লাহ-ই আমাদের প্রভু! আল্লাহর উপর-ই আমরা ভরসা করি, তার দিকে-ই প্রত্যাবর্তন করি, তার কাছেই তোর ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি!) বলে দেবে, দাজ্জাল তাকে কিছুই করতে পারবে না।” *(মুসনাদে আহমদ)*

■ দাজ্জালের বিনাশ -শামে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “প্রাচ্যের দিক থেকে দাজ্জাল মদিনায় আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে। উহুর পর্বতের পেছনে অবতরণ করা মাত্রই ফেরেশ্তারা তার চেহারাকে শামের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। সেখানেই তার বিনাশ ঘটবে।” *(মুসলিম)*

■ দাজ্জালের ঘাতক ঈসা বিন মারিয়াম আ.

মাজমা বিন জারিয়া রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ঈসা বিন মারিয়াম দাজ্জালকে লুদ শহরের প্রধান ফটকের কাছে হত্যা করবেন।” *(তিরমিযী)*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মুসলমান তখন যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দি করতে থাকবে, এমন সময় ফজরের ইকামত-কালে ঈসা বিন মারিয়াম অবতরণ করবেন।”

অপর বর্ণনায়- "দামেস্কের পূর্ব-প্রান্তে সাদা মিনারের কাছে ঈসা বিন মারিয়াম দু-টি রঙিন চাদরে আবৃত হয়ে দুজন ফেরেশ্তার কাঁধে ভর করে অবতরণ করবেন। মাথা নিচু করলে টপটপ পানি পড়বে। আবার উঁচু করলে কেশ-গুচ্ছ সুশোভিত মতি-সদৃশ দৃশ্যমান হবে। কাফেরের শরীরে তাঁর নিশ্বাস পড়া মাত্রই কাফের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।" (যতদূর তাঁর দৃষ্টি যাবে, ততদূর তাঁর নিশ্বাস গিয়ে পৌঁছুবে। অর্থাৎ ঈসা আ.-এর দৃষ্টির মাধ্যমে-ই অর্ধেক শত্রুবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে)।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ ফজরের নামাযের প্রস্তুতি নিবেন। সেনাপতি ইমাম মাহদী নামাযের ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে যাবেন। এমন সময় ঈসা নবীর অবতরণ হবে। ঈসা আ.কে দেখে ইমাম মাহদী পেছনে ফিরে আসতে চাইলে কাঁধে হাত রেখে বলবেন- তুমি-ই নামায পড়াও! তোমার জন্যই ইকামত দেয়া হয়েছে (উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এ এক বিরাট সম্মাননা যে, এত বড় নবী সাধারণ একজন উম্মতীর পেছনে নামায আদায় করছেন)। নামায শেষে বলবেন- দরজা খোল! পেছনে দাজ্জাল এবং সত্তর হাজার ইহুদী অত্যাধুনিক রণসাজে সজ্জিত থাকবে।

ঈসা আ.কে দেখামাত্রই দাজ্জাল -পানিতে লবণের ন্যায় গলে যাবে। পলায়নের উদ্দেশ্যে দৌড় দেবে। ঈসা আ. তার পিছু ধাওয়া করে লুদ এলাকার প্রধান ফটকের কাছে তাকে পেয়ে যাবেন (লুদ হচ্ছে বায়তুল মাকদিসের সন্নিকটে প্রসিদ্ধ এলাকা, সম্প্রতি ইহুদীরা সেখানে অত্যাধুনিক সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে) সেখানেই তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ফিরে এসে তিনি বর্ষায় লেগে থাকা দাজ্জালের রক্ত মুসলমানদের দেখাবেন।

অতঃপর ইহুদীদের মৃত্যু-ডঙ্কা বেজে উঠবে। মুসলমান তাদের পিছু ধাওয়া করবে। প্রতিটি বস্তু সেদিন মুসলমানকে ডেকে বলবে- ওহে মুসলিম! আমার পেছনে ইহুদী আত্মগোপন করেছে! এদিকে এসো! একে হত্যা কর! তবে গারকাদ বৃক্ষ মুসলমানদের ডাকবে না, কারণ তা ইহুদীদের রোপিত বৃক্ষ।

'গারকাদ' বৃক্ষের নমুনা

অতঃপর ফিরে এসে ঈসা আ. মুসলমানদের চোখের অশ্রু মুছে দেবেন। তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাতে থাকবেন- এমন সময় আল্লাহ ওহী নাযিল করবেন- ওহে ঈসা! এমন কিছু বান্দাকে আমি দুনিয়াতে প্রকাশ করতে যাচ্ছি, যাদের মুকাবেলা করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং মুমিনদেরকে নিয়ে তুমি তূর পর্বতে চলে যাও!!

অর্থাৎ ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায়। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাল্লাহ।

■ দাজ্জালের বিরুদ্ধে সবচে' কঠোর বনী তামীম গোত্র

আবু হুরায়রা রা. বলেন- "নবী করীম সা.এর মুখ থেকে শুনা তিনটি কারণে বনী তামীমকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিঃ

১) তারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে সবচে কঠোর হবে।

২) তাদের সাদাকা আসলে নবীজী বলতেন- এটি আমার (প্রিয়) জাতির সাদাকা।

৩) বনী তামিমের এক মহিলা দাসী আয়েশা রা.-এর অধীনে ছিল। নবীজী বলেছিলেন- হে আয়েশা! একে স্বাধীন করে দাও! সে বনী-ইসমাইল বংশধর।" *(বুখারী-মুসলিম)*

বনী তামীম গোত্রের এক-ব্যক্তি সম্পর্কে নবীজীর দরবারে অভিযোগ করা

হলে নবীজী বলতে লাগলেন- "তাদের ব্যাপারে কল্যাণ ছাড়া কিছু বলো না! (অভিযোগ করো না!) কারণ, দাজ্জালের বিরুদ্ধে তারাই সবচে যুদ্ধবাজ হবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

■ দাজ্জাল আবির্ভাব প্রত্যাখ্যান

পূর্ব-যুগে কতিপয় ভ্রষ্ট দল বিষয়টি অস্বীকার করেছে। যেমন, মুতাযিলা এবং জাহমিয়া সম্প্রদায়। সম্প্রতি যারা এ তালিকায় নাম লিখিয়েছেনঃ

১) শেখ মুহাম্মদ আব্দু (মিসরের প্রখ্যাত মুফতী, মৃত্যু-১৯০৫)

বলেন- "দাজ্জালের বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা, উপকথা ও কল্পকাহিনী বৈ কিছুই নয়।-"

২) মুহাম্মদ ফাহিম আবু আইবা

ইবনে কাছীর রহ. রচিত কিতাবুল মালাহিম-"এ দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদিসে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন- "অধিক ফেতনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।-"

৩) কেউ কেউ বলেছেন-

"দাজ্জাল আসবে, তবে জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে নয়।-" এর অন্যতম প্রবক্তা হচ্ছেন রশীদ রেজা। যথেষ্ট জ্ঞানী হওয়া সত্তেও এই মাছালায় তিনি ইজতেহাদী ভুল করেছেন।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ভাষণ প্রদান-কালে বলেন- "অচিরেই তোমাদের পর এমন এক জাতি আসবে, যারা প্রস্তরা-ঘাতে হত্যা-বিচার অস্বীকার করবে। দাজ্জাল, হাশরের ময়দানে নবীজীর সুপারিশ, কবরের আযাব এবং অপরাধী মুমিনকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দেয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

সবশেষে পাঁচটি কথাঃ

১ আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জাল থেকেও বেশি মারাত্মক একটি বিষয় নিয়ে আমি তোমাদের উপর শঙ্কিত- আর তা হল গোপন শিরক। মানুষ নামাযে দাঁড়াবে। প্রিয় মানুষটি তাকিয়ে আছে ভেবে সুন্দর করে নামায পড়বে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

রিয়া (আত্ম-প্রদর্শন) অতি ঘৃণিত একটি বিষয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে বা প্রশংসা কুড়ানোর আশায় কোন কাজ করাকে-ই রিয়া বলা হয়। আত্ম-প্রদর্শনকারীকে কাল কেয়ামতে বলা হবে- যাও! যাকে দেখানোর জন্য দুনিয়াতে এবাদত করতে! তার কাছে যাও! দেখ- প্রতিদান পাও কিনা..!!?? *(মুসনাদে আহমদ)*

২ আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "দাজ্জাল ছাড়া-ও যে বিষয়টি নিয়ে আমি তোমাদের উপর বেশি শঙ্কিত, সেটি হচ্ছে পথভ্রষ্ট-কারী নেতৃবর্গ।" *(মুসনাদে আহমদ)*

নবীজী ঠিক-ই বলেছেন, সমাজের তৃণমূল স্তর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে অধীনস্থরা তো এমনিতেই দুশ্চরিত্র হয়ে যাবে। হাদিসে নেতৃবর্গ বলতে সমাজের সকল স্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য।

৩ ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদায় সত্যের কালেমা নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে। শত্রুদের বিরুদ্ধে সবসময় তারা বিজয়ী থাকবে। তাদের সর্বশেষ দল-ই দাজ্জালকে হত্যা করবে।" *(মুসনাদে আহমদ)*

৪ ফেতনার সময় দৃঢ়পদে অবিচল থাকা ইসলামের মৌলিক বিষয়। এজন্যই নবী করীম সা. দাজ্জাল ফেতনার আলোচনা-কালে বলতেন- "হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অবিচল থেকো!!"

তাই ফেতনার সময় মন না ভেঙে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে ইসলামের উপর অবিচল থাকা চাই!!

৫ আরেকটি বিষয় হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শেষ জমানার সকল যুদ্ধ-ই তীর তলোয়ার এবং অশ্বের মাধ্যমে সংঘটিত হবে।

বৃহত্তম নিদর্শন (২)

ঈসা বিন মারিয়াম আ.-এর প্রত্যাগমন

ঈসা বিন মারিয়াম আ. -আল্লাহর একজন নবী এবং উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণের অন্যতম। পিতা ব্যতীত-ই আল্লাহ পাক তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। মাতা মারিয়াম আ.-ও ছিলেন সতী এবং খোদাভীরু মহিলা। আল্লাহ পাক দুনিয়াতে-ই তাঁকে জান্নাতী রিযিক দান করতেন।

আল্লাহ পাক বলেন- "যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন– মারিয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।" *(সূরা আলে ইমরান-৩৭)*

'অগ্নিকাণ্ডে' ক্ষতিগ্রস্থ বাইতুল মাকদিসের একটি প্রাচীন মেহরাব। যাকারিয়া আ.এর মেহরাব বলে পরিচিত। তবে কোরআনে কারীমে মেহরাব বলতে এটি-ই বুঝানো হয়েছে কিনা.. সুনিশ্চিত নয়।

আল্লাহর নবী যাকারিয়া আ. তাঁর জন্য মসজিদে একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। মারিয়াম আ. ছাড়া সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারত না। যখন-ই কোন

প্রয়োজনে যাকারিয়া আ. তাঁর কাছে যেতেন, সেখানে মওসুম-হীন তরতাজা ফলমূল দেখতে পেতেন। বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করতেন, এগুলো কোত্থেকে আসল? মারিয়াম আ. বলতেন- আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে!! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

ফেরেশ্তারা মারিয়াম আ.-এর কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল- "আর যখন ফেরেশ্তারা বলল- হে মারিয়াম! আল্লাহ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন, তোমাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী-সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। হে মারিয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকু-কারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর!" *(সূরা আলে ইমরান-৪২)*

অর্থাৎ মারিয়াম আ.কে আল্লাহ পাক স্বামী-বিহীন সন্তান প্রদানের জন্য নির্বাচিত করেছেন। সেই সন্তান বনী ইসরাইলের বড় নবী হবে, শৈশবে মায়ের কোলে শুয়ে এবং বড় হয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে।

আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "জগদ্বিখ্যাত চারজন মহিলার নাম স্মরণ রেখো!

১) মারিয়াম বিনতে ইমরান
২) আসিয়া ফেরাউন
৩) খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ
৪) ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ।" *(তিরমিযী)*

■ মারিয়াম আ. যেভাবে শিশু ঈসাকে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন

আল্লাহ পাক তাকে পবিত্র, সম্মানিত ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন নবী-সন্তান দান করবেন- ফেরেশ্তাদের এই সুসংবাদ শুনে স্বভাবত-ই তিনি চমকে উঠেছিলেন। স্বামী ছাড়া সন্তান!! হ্যাঁ..। আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে ক্ষমতাধর। যখন যা চান- "হয়ে যাও!" বলা মাত্রই -হয়ে যায়।

আল্লাহর এই মহান ইচ্ছার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য হয়ে তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন। সত্য বুঝতে না পেরে মানুষ তাকে দোষারোপ করবে -ভেবেও ধৈর্যের পথ বেছে নিলেন।

বমি বা ঋতুস্রাব জাতিয় কারণে মাঝে মাঝে তিনি মসজিদের বাইরেও যেতেন। এমনি এক কারণে একদিন তিনি মসজিদে আকসার পূর্বদিকে বাইরে

বসে ছিলেন। সে মুহূর্তে আল্লাহ পাক ফেরেশ্তা জিবরীল আ.কে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করলেন। তাকে দেখা মাত্রই পরপুরুষ ভেবে তিনি বলে উঠলেন- "তোমার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই"! আল্লাহকে ভয় কর! এবং এখান থেকে চলে যাও! জিবরীল বললেন- "আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত (একজন ফেরেশ্তা), তোমাকে এক পবিত্র-পুত্র দান করতে এসেছি।" মারিয়াম আ. বললেন- "কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি কখনো ব্যভিচারিণীও ছিলাম না.!!?" ফেরেশ্তা বললেন- "আল্লাহর জন্য সবকিছুই সহজ। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।" আল্লাহ পাক মানুষের জন্য একটি নিদর্শন রাখতে চান। কারণ,

- আল্লাহ পাক আদমকে পিতা-মাতা-বিহীন সৃষ্টি করেছেন
- হাওয়াকে পিতৃহীন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন
- ঈসাকে স্বামীহীনা সতী মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছেন
- বাকী সবাইকে পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ পাক বলেন- "আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম.." অর্থাৎ জিবরীল -তার জামার আঁচলের দিকে ফুঁ দিলেন। সে ফুঁ গিয়ে জরায়ু স্পর্শ করে। অতঃপর গর্ভবতী হলে মরিয়ম আ. এক দূরবর্তী স্থানে চলে যান।

■ ঈসা আ.-এর জন্ম

আল্লাহ পাক বলেন- "প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন- হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! অতঃপর (শিশু ঈসা) নিম্নদিক থেকে আওয়াজ দিলেন যে, আপনি দুঃখ করবেন নাপ্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে

বাধ্য করল। তিনি বললেন- হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! অতঃপর! আপনার পালনকর্তা আপনার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন! আপনি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দিন! তা থেকে আপনার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। সেখান থেকে আহার করুন! পান করুন! এবং চক্ষু শীতল করুন! যদি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখতে পান, তবে বলে দিবেন যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মরিয়ম! তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ! হে হারুন-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতা-ও ছিল না ব্যভিচারিণী!” *(সূরা মারিয়াম ২২-২৮)*

■ মায়ের কোলে শিশু ঈসা-র বাক্যালাপ

অতঃপর মরিয়ম আ.-এর উপর দোষারোপ বাড়তে থাকলে এক পর্যায়ে তিনি কোলের শিশুর দিকে ইশারা করলেন (অর্থাৎ শিশুর সাথে কথা বলুন সবাই!) তখন জাতি বলল- কোলের শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?

তখন-ই শিশু ঈসা বলতে লাগলেন- “আমি তো আল্লাহর বান্দা (দাস)। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।” *(সূরা মারিয়াম ২৮-৩৩)*

উল্লেখ্য- ঈসা নিজেকে আল্লাহর দাস বলেছেন; পুত্র নয়। কারণ, আল্লাহর কোন শরীক নেই। কোন সাথী বা পুত্র গ্রহণ থেকে তিনি পবিত্র। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি বস্তুকে যথাযথ স্থানে রেখেছেন, মানুষকে সৎ-পথ দেখিয়েছেন।

হ্যাঁ...! এই হচ্ছে প্রকৃত ঈসা আ.। আল্লাহ পাক বলেন- “এই হচ্ছে মারিয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেনঃ হও এবং তা হয়ে যায়।” *(সূরা মারিয়াম ৩৪-৩৫)*

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন- “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত

হচ্ছে আদমের-ই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল।" *(সূরা আলে ইমরান-৫৯)*

ঈসা আ.কে আল্লাহ পাক মহা নেয়ামত দান করেছেন। এরশাদ করেছেন- "স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ বলবেন- হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা-থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বলল- এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়। আর যখন আমি হাওয়ারী (ঈসা সঙ্গী)দের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্য-শীল।" *(সূরা মায়েদা ১১০-১১১)*

শেষনবী মুহাম্মদ সা. সম্পর্কেও ঈসা আ. ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন- "স্মরণ কর! যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা বলল- হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়ন-কারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদ-দাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল- এ তো এক প্রকাশ্য যাদু!" *(সূরা সাফ-৬)*

সুতরাং ঈসা আ. হচ্ছেন বনি ইসরাইলের উদ্দেশ্যে প্রেরিত নবী। তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.এর ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন। চেনার সুবিধার্থে এমনকি নাম ও গুণাগুণ পর্যন্ত বর্ণনা করেছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন- "সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।" *(সূরা আরাফ-১৫৭)*

সাহাবায়ে কেরাম -নবীজীকে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! নিজের সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন! নবীজী বললেন- "পিতা ইবরাহীমের দোয়া এবং ঈসার সুসংবাদ। আমার মাতা যখন আমাকে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন, তখন শামের সম্রাটদের প্রাসাদগুলো উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ করেছিলেন।" *(মুসনাদে আহমদ)*
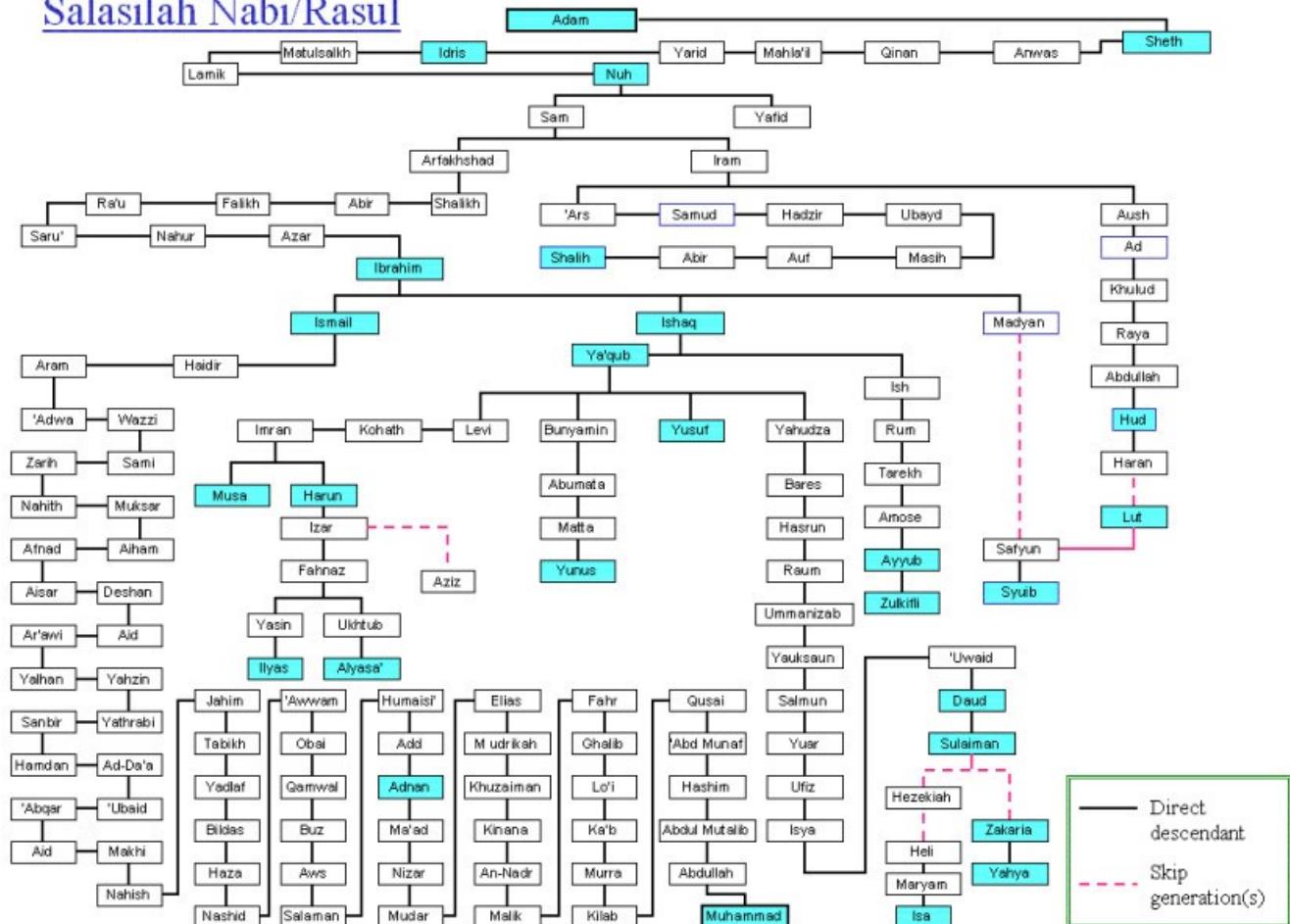
■ ঈসা নবীকে আসমানে উত্তোলন

আল্লাহ পাক বলেন- "এবং কাফেররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। স্মরণ কর! যখন আল্লাহ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো, কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো।" *(সূরা আলেইমরান ৫৫-৫৬)*

অন্যত্র আল্লাহ বলেন- "(অভিশাপ দিয়েছি ইহুদী জাতিকে) তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায়

পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ পাক নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।" *(সূরা নিসা ১৫৫-১৫৯)*

ইহুদীরা ঈসা আ.-এর বিরুদ্ধে তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকের কাছে কুৎসা রটিয়েছিল। বিচারে ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার সিদ্ধান্ত হলে ঈসাকে গ্রেফতার করতে বাড়ীতে বাহিনী পাঠানো হয়। নিজ-গৃহে অবরোধকালে ঘুমের মধ্যে ঈসাকে আল্লাহ আসমানের দিকে উঠিয়ে নেন এবং বাহিনীর একজনকে ঈসা সদৃশ বানিয়ে দেন। শত আকুতি সত্ত্বেও লোকেরা তাকে বাদশার দরবারে ধরে এনে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে দেয়। অতঃপর ঈসা মছীহ ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন শুনে সাধারণ খৃষ্টানরা ইহুদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরপর ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে তারা ধীরে ধীরে ভ্রষ্টতার গভীর সাগরে হারিয়ে যায়। আল্লাহ পাক বলেন- "আহলে কিতাবদের সকল শ্রেণী তাদের মৃত্যুর পূর্বে ঈসার উপর ঈমান আনবে"। অর্থাৎ শেষ জমানায় পৃথিবীতে ঈসা আ.-এর আগমনের পর সমকালীন সকল খৃষ্টান মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি এসে শুকর হত্যা করবেন, ক্রোশ ভেঙ্গে দেবেন, জিযয়ার বিধান রহিত করবেন। ইসলাম ছাড়া সেদিন কিছুই গ্রাহ্য হবে না।

■ ঈসানবীকে মাছীহ- নামকরণের কারণঃ

মাছীহ শব্দের অর্থ- যিনি মুছে দেন বা যিনি অধিক ভ্রমণ করেন।

- যে কোন রোগীকে মুছে দেয়া মাত্রই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে যেত।
- যাকারিয়া আ. তাকে স্পর্শ করে দিয়েছিলেন।
- কেউ বলেন- তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন
- কেউ বলেন- অধিক সত্যবাদী হওয়ায় উনাকে মাছীহ বলা হত।

প্রশ্নঃ ঈসানবীর জীবিত থাকা এবং অন্যান্য নবীদের জীবিত থাকায় কি পার্থক্য? অথচ নবী করীম সা. বলেছেন- “নবীগণ কবরে জীবিত আছেন!!”

উত্তরঃ ঈসানবী সশরীরে আত্মাসহ আসমানে উত্থিত হয়েছেন। এখনো আসমানেই আছেন। মৃত্যুবরণ করেননি। আর অন্যান্য নবীগণ মৃত্যু আস্বাদন করে বরযখী জীবনে চলে গেছেন। প্রত্যেক নবী-ই কবর-জগতে এক বিশেষ জীবন লাভ করেন।

■ ঈসানবী অবতরণের দলিলঃ

শেষ জমানায় দাজ্জালকে হত্যা করতে ঈসানবী আসমান থেকে অবতরণ করবেন। শরীয়তে এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দলিল বিদ্যমানঃ

কোরআনের দলিলঃ

আল্লাহ পাক বলেন- “যখনই মরিয়ম তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় হঞ্জগোল শুরু করে দিল এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যেই করে। বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। সে তো এক বান্দাই বটে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী-ইসরাইলের জন্যে আদর্শ। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশ্তা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ।” *(সূরা যুখরুফ ৭৫-৬১)*

উপরোক্ত আয়াতে ঈসানবীকে আল্লাহ কেয়ামতের নিদর্শন বলে আখ্যায়িত

করেছেন।

ইবনে আব্বাস রা. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- "শেষ জমানায় ঈসা আ.-এর আবির্ভাব হওয়া কেয়ামত ঘনিয়ে আসার নিদর্শন।" *(মুসনাদে আহমদ)*

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন- "(ইহুদী জাতি অভিশপ্ত) এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'লা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।" *(সুরা নিসা ১৫৭-১৫৯)*

আবু মালিক রহ. বলেন- "অর্থাৎ ঈসা বিন মারিয়াম আ. আসমান হতে অবতরণের পর সকল খৃষ্টান তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।" *(তাফসীরে তাবারী)*

ইবনে কাছীর রহ. বলেন- "কোরআনের ভাষ্যমতে- ঈসাকে তারা হত্যা করেনি; বরং ঈসা সদৃশ অন্যজনকে হত্যা করেছে। ঈসাকে আল্লাহ পাক আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। আসমানে তিনি এখনো জীবিত আছেন। কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে পৃথিবীতে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ক্রোশ ভেঙে দেবেন। শুকর নিশ্চিহ্ন করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত করবেন। ইসলাম ছাড়া সেদিন কিছুই গ্রাহ্য হবে না।"

হাদিসের দলিলঃ

হযরত হুযায়ফা রা. বলেনঃ আমরা পরস্পর আলাপ-রত ছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে? সবাই বলল- কেয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবীজী বলতে লাগলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করঃ

১. ধোঁয়া (ধূম্র)
২. দাজ্জাল
৩. অদ্ভুত প্রাণী

৪ পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়
৫ মরিয়ম-তনয় ঈসা-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন
৬ ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব

তিনটি ভূমিধ্বস
৭ প্রাচ্যে ভূমিধ্বস
৮ পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস
৯ আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস
১০ সবশেষ ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী বিশাল অগ্নি।” *(মুসলিম)*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, অচিরেই মরিয়ম-তনয় -সৎ নিষ্ঠাবান বিচারক হিসেবে আসমান থেকে অবতরণ করবেন। ক্রোশ ভেঙ্গে দেবেন, শুকর নিশ্চিহ্ন করবেন, জিযয়ার বিধান রহিত করবেন, কোন কাফের থেকে জিযয়া নেয়া হবে না (ইসলাম ছাড়া কিছুই গ্রাহ্য হবে না) সেদিন ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্য ঘটবে। আল্লাহর জন্য একটি সেজদা সেদিন সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে।” *(বুখারী-মুসলিম)*

অপর বর্ণনায়- “আল্লাহর শপথ! মরিয়ম-তনয় -সৎ বিচারক রূপে অবতরণ করবেন। ক্রোশ ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়া রহিত করবেন। দামী সুদর্শন উষ্ট্রীগুলো ছেড়ে দেবেন, কেউ-ই তাতে চরবে না। পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও কৃপণতা উঠে যাবে। সম্পদ গ্রহণে ডাকা হবে, কেউ সাড়া দেবে না।” *(মুসলিম)*

ক্রোশঃ- ঈসা নবীকে ক্রোশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে বিশ্বাসে খৃষ্টানরা যাকে ধর্মীয় প্রতীক বানিয়েছে।

শুকরঃ- প্রসিদ্ধ জন্তু। ইসলামে এর মাংস বক্ষণ সম্পূর্ণ হারাম। ঈসা নবী এসে শুকর নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিবেন।

জিযয়াঃ- মুসলিম ভূ-খণ্ডে নিরাপদ বসবাসের স্বার্থে আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান) কর্তৃক মুসলিম শাসক বরাবর যে ট্যাক্স প্রদান করা হয়, কোরআনের ভাষায় সেটাই জিযয়া। ঠিক যেমন মুসলিম সাধারণ থেকে যাকাত নেয়া হয়। ঈসা নবী অবতরণের পর ইসলাম ছাড়া কিছুই গ্রাহ্য হবে না। এর মাধ্যমে ঈসা নবী তাদেরকে বলপূর্বক মুসলমান বানাবেন- উদ্দেশ্য নয়; বরং সবাই তখন খাঁটি অনুসারী হিসেবে মুসলমান হয়ে যাবে। যে সকল খৃষ্টান ঈসা নবীর পূর্ণ অনুসরণের দাবী করত, তারা যখন ঈসা নবীকে দেখবে এবং তাঁর সাথে কথা বলবে তখন আল্লাহর পুত্র হওয়ার যে ভ্রান্ত বিশ্বাস এতদিন তারা পোষণ করে আসছিল, তা প্রত্যাহার করে সঠিক (ইসলামের) বিশ্বাস গ্রহণ করবে। যেমনটি আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন- "আহলে কিতাবের সকল শ্রেণী তাদের মৃত্যুর পূর্বে ঈসার উপর ঈমান আনবে। অর্থাৎ আসমান হতে অবতরণের পর সমকালীন সকল খৃষ্টান ঈসা নবীর উপর ঈমান এনে সঠিক ধর্মে ফিরে আসবে। যারা ঈমান আনবে না, তাদেরকে হত্যা করা হবে (কাফের হিসেবে ঈসা আ.কে দেখা মাত্রই হয়ত তাদের মরণ হবে, অথবা মুসলমানদের হাতে তাদের মৃত্যু ঘটবে)

অপর বর্ণনায়- "সেদিন একটি মাত্র কালিমার দাওয়াত থাকবে-" অর্থাৎ সেদিন শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত অবশিষ্ট থাকবে। অন্যসব ধর্মের বিলুপ্তি ঘটবে। না থাকবে হিন্দুধর্ম, না বৌদ্ধ, না ইহুদী, না খৃষ্ট, না শিখ সম্প্রদায় আর না অগ্নি-পূজারী।

"একটি মাত্র সেজদা সেদিন সারা দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে-" অর্থাৎ ধন সম্পদের আধিক্য এবং কেয়ামত সন্নিকটে বিশ্বাসে কেউ-ই সেদিন দুনিয়া

উপার্জনের আশায় ইবাদত ছেড়ে দিতে রাজী হবে না।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মরিয়ম-তনয় ঈসা -আসমান হতে অবতরণের পর মুসলিম সেনাপতি মাহদী বলবেন- নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা নবী বলবেন- না! বরং তুমি-ই নামায পড়াও! তোমাদের একজন অপরজনের ইমাম। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটা এক বিরাট সম্মাননা।"

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মরিয়ম-তনয় ঈসা যার পেছনে নামায আদায় করবেন, সে আমার-ই উম্মতের একজন সদস্য।" *(নুআইম বিন হাম্মাদ)*

প্রশ্নঃ ঈসা নবী কি -শরীয়ত প্রণেতা হবেন? নাকি নবী করীম সা.এর শরীয়তের অনুসারী হবেন?

উত্তরঃ এ প্রেক্ষিতে ইমাম সাফারীনী রহ. বলেন-

"সকল উলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, ঈসা নবী অবতীর্ণ হয়ে মুহাম্মদী শরীয়ত-মতে শাসন করবেন। নতুন শরীয়ত প্রণয়ন করবেন না।" *(লাওয়ামেউল আনওয়ার আলবাহিয়্যা)*

সিদ্দীক হাসান খান লিখেন-

"এ ব্যাপারে প্রচুর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাওকানী প্রায় ঊনত্রিশটি হাদিস গণনা করেছেন। পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম থেকেও প্রচুর আছার বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি পৌনঃপুনিকতার স্তরে পৌঁছেছে, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।" *(আল-ইযাআ)*

শেখ আহমদ শাকের বলেন-

"শেষ জমানায় ঈসা নবী অবতরণের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। নবী করীম সা. থেকে অসংখ্য হাদিস এর সাক্ষী হয়ে আছে।" *(তাফসীরে তাবারী)*

প্রশ্নঃ ঈসা নবী কি উম্মতে মুহাম্মাদীর একজন সদস্য?

উত্তরঃ ঈসা নবী হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূল এবং উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণের অন্যতম। আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক উঁচু। মেরাজের রাত্রিতে নবী করীম সা.এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। উম্মতে মুহাম্মদী হয়েই তিনি পৃথিবীতে আসবেন এবং মৃত্যু বরণ করবেন। মদিনার রওজা শরীফে তাঁকে কবরস্থ করা হবে।

মেরাজের হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- "...অতঃপর আমাকে দ্বিতীয় আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রহরী ফেরেশ্তাদের কাছে জিবরীল দরজা খোলার অনুমতি চাইলে বলা হল-

- কে?
- জিবরীল!!
- সাথে কে?
- মুহাম্মদ সা.!!
- প্রেরিত হয়েছেন?
- হ্যাঁ...!!
- সু-স্বাগতম আপনাদের জন্য..!! অতঃপর দরজা খোলা হলে ইয়াহিয়া এবং ঈসা নবী-দ্বয়ের সাক্ষাত মিলল। তারা পরস্পর মামাতো-ফুফাতো ভাই।
- জিবরীল পরিচয় করিয়ে দিলেন- "উনারা হচ্ছেন ইয়াহিয়া এবং ঈসা। উনাদেরকে সালাম দিন! আমি সালাম দিলাম, উনারা উত্তর দিলেন!!
- উনারা বললেন, খোশ আমদেদ- সৎ নবী এবং সৎ ভাইয়ের জন্য!!" *(বুখারী-মুসলিম)*

■ ঈসা নবী অবতরণের বিষয়ে খৃষ্ট ধর্ম বিশ্বাস

খৃষ্ট সম্প্রদায় মনে করে, ঈসা নবী (নাঊযুবিল্লাহ) আল্লাহর পুত্র। ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর তিনদিন পর সমাধিস্থল থেকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি (নাঊযুবিল্লাহ) পিতার পাশে বসে আছেন। শেষ জমানায় তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। কোরআনের বরাতে ঈসা নবী ক্রুশবিদ্ধ না হওয়ার বিষয়টি উপরে বর্ণিত হয়েছে।

দু-জন মাছীহ-এর আগমন হবে, এ ব্যাপারে সকল আহলে কিতাব একমত

১ দাউদ আ.-এর বংশধর থেকে সত্যের দিশারী মাছীহ। তিনি হচ্ছেন ঈসা আ.।

২ পথভ্রষ্ট-কারী মিথ্যুক মাছীহ দাজ্জাল। আহলে কিতাবদের মতে সে ইউসুফ আ.-এর বংশধর।

ঈসা-নবী বিষয়ে কতিপয় খৃষ্ট ধর্ম-বিশ্বাস ইসলামের সাথে সংঘাত-পূর্ণ

১ খৃষ্টানদের বিশ্বাস- ঈসা হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস। সঠিক হচ্ছে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।

২ খৃষ্টানদের বিশ্বাস- ইহুদী জাতি ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস। সঠিক হচ্ছে, তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেনি; হত্যাও করেনি।

৩ খৃষ্টানদের বিশ্বাস- ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার তিনদিন পর সমাধিস্থল থেকে আসমানে উঠানো হয়েছে। ভ্রান্ত বিশ্বাস। সঠিক হচ্ছে, হত্যার পূর্বেই তাঁকে আসমানে উঠানো হয়েছে।

■ যে পরিস্থিতিতে তিনি অবতরণ করবেন

সদ্যই মুসলমান বৃহৎ যুদ্ধে খৃষ্টানদের পরাজিত করে কনস্টান্টিনোপল শহর বিজয় করেছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অস্ত্রের মাধ্যমে নয়; শুধুমাত্র আল্লাহু আকবার ধ্বনিতেই কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে। অতঃপর শয়তানের ঘোষণা শুনে সবাই দামেস্কে ফিরে আসবে। এর পরপরই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সারাবিশ্ব ভ্রমণ করে সে মহা-ফেতনা ছড়িয়ে দেবে।

অপর বিস্তারিত বর্ণনায়- নবী করীম সা. বলেন- “দাজ্জাল মৃত-ভূমিতে অবতরণ করলে মদিনায় দু-টি ভূ-কম্পন অনুভূত হবে। আতঙ্কে সকল মুনাফিক মদিনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের সাথে চলে যাবে। অতঃপর দাজ্জাল শামে এসে

মুসলিম বাহিনীকে অবরোধ করবে। মুসলমান সেখানে মহা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। এহেন পরিস্থিতিতে এক মুসলমান বলতে থাকবে- ওহে মুসলমান! তোমরা এভাবে বসে আছ কেন? শত্রুবাহিনী তোমাদের ভূমিতে উপনীত হয়েছে!! জেগে উঠ..!! এখন-ই সময় পুণ্য অর্জনের, এখন-ই সময় শহীদ হওয়ার..!! অতঃপর সকলেই মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করবে। আল্লাহ পাক তাদের সততাকে কবুল করে নেবেন। কিছুক্ষণ পর কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার এসে মুসলমানদের ঢেকে ফেলবে- এমন সময় মরিয়ম তনয় ঈসা আসমান থেকে অবতরণ করবেন। অন্ধকার দূর হলে রণসাজে সজ্জিত অচিন ব্যক্তিকে সবাই দেখতে পাবে। বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করবে, কে আপনি? তিনি বলবেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল, আল্লাহর কালিমা এবং প্রেরিত রূহ ঈসা বিন মরিয়ম..!! তোমাদের সামনে তিনটি অপশন রয়েছে-

১) দাজ্জাল ও তার বাহিনীর উপর আল্লাহ আসমানী গযব নাযিল করবেন।

২) তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেবেন।

৩) তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিষ্ক্রিয় করে তোমাদের হাতে তাদের মৃত্যু ঘটাবেন। মুসলমান বলবে- শেষোক্ত অপশনটি-ই আমাদের জন্য অধিক শান্তি-দায়ক। সেদিন সুঠাম দেহবিশিষ্ট শক্তিশালী ইহুদী-ও ভয়ে তরবারি উত্তোলনে সক্ষম হবে না। আল্লাহ পাক তাদেরকে নির্মম শাস্তি দেবেন। সেদিন ইহুদীবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঈসা নবীকে দেখে দাজ্জাল মোমের মত গলতে থাকবে। কিন্তু আল্লাহর নবী ঈসা -দৌড়ে গিয়ে স্ব-হস্তে দাজ্জালকে বর্ষার আঘাতে হত্যা করবেন।

(বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে)

■ কোথায়.. কিভাবে.. ঈসা নবী অবতরণ করবেন

দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে সাদা মিনারের সন্নিকটে দুজন ফেরেশ্তার কাঁধে ভর করে তিনি অবতরণ করবেন। ওয়ার্ছ ও জাফরানে বর্ণিল দু-টি চাদর তাঁর গায়ে পরা থাকবে।

জাফরান গুল্ম

ইবনে কাছীর রহ. বলেন- "প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, তিনি দামেস্কের পূর্ব প্রান্তে সাদা মিনারের কাছাকাছি স্থানে অবতরণ করবেন। তখন নামাযের ইক্বামত হতে থাকবে, তাঁকে দেখে মুসলমান বলবে- হে আল্লাহর নবী! নামাযের ইমামতি করুন! ঈসা নবী বলবেন- না! তুমি-ই পড়াও! ইক্বামত তোমার জন্য দেয়া হয়েছে!!"

ইবনে কাছীর রহ. আরও বলেন- "আমাদের সময় (৭৪১ হিজরী) মিনারটি সাদা পাথরে পুনর্নির্মিত হয়েছে। পূর্বের মিনারটি খৃষ্টানদের অর্থায়নে নির্মিত ছিল। ঈসা নবীর অবতরণ-স্থল হিসেবে হয়ত আল্লাহ মুসলমানদের হাতে এটি নির্মাণের ফায়সালা করেছেন।"

শহরের প্রবেশদ্বারে সাদা মিনার

১৯৯২ সালে সিরিয়া ভ্রমণকালে পূর্ব দামেস্কের সেই স্থানে গিয়ে সাদা মিনারটি দেখেছিলাম। পরে ছবি-ও তুলে নিয়ে এসেছি। স্থানীয় লোকদের নিকট প্রসিদ্ধ যে, এটি-ই

সেই সাদা মিনার যেখানে ঈসা নবী অবতরণ করবেন। কোন মসজিদ ভিত্তিক মিনার নয়; বরং শহরের প্রবেশদ্বারে এটি নির্মিত। এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা-ই খৃষ্টান। বুঝার সুবিধার্থে ছবিটি এখানে দিয়ে দিলাম। ঈসা নবী কি এখানেই অবতরণ করবেন নাকি অন্য কোথাও..!? আল্লাহই ভাল জানেন।

কারো কারো মতে- দামেস্কের উমাভী জামে মসজিদের মিনারের কাছে ঈসা আ. অবতরণ করবেন। আল্লাহ-ই ভাল জানেন..!! নিশ্চিতভাবে কোনটি-ই বলা যায় না।

দামেস্কের সেই ঐতিহাসিক মসজিদে উমাভী
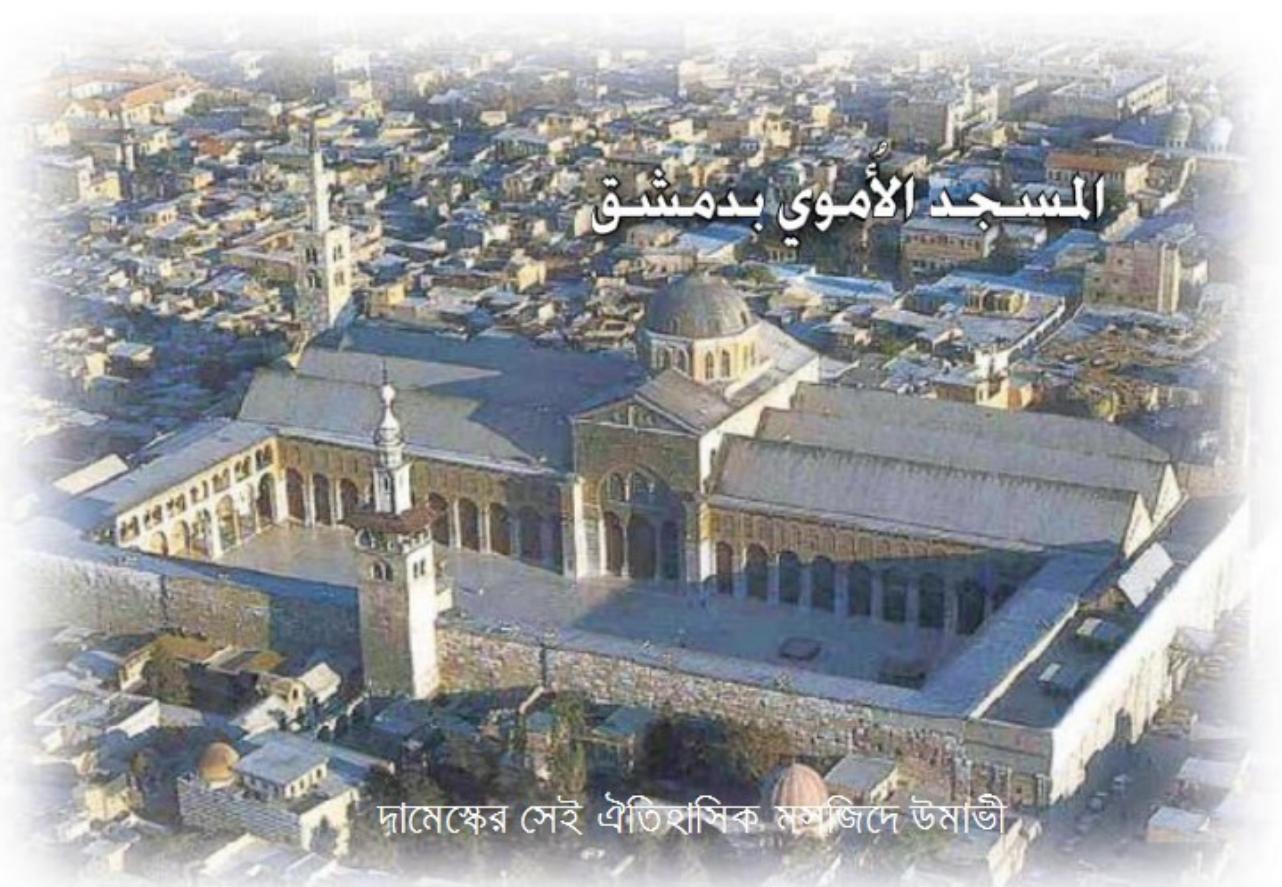
■ ঈসা আ. এর দৈহিক গঠন

বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য নবী করীম সা. ঈসা নবীর দৈহিক গঠন পর্যন্ত বর্ণনা করেছেনঃ

- স্বাভাবিক দেহগঠন। না খাট, না লম্বা।
- শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ।
- সুপরিসর বক্ষদেশ।
- স্বাভাবিক ও কোমল কেশ। অবতরণ-কালে চুল থেকে পানি টপকাচ্ছে মনে হবে, অথচ মাথা সম্পূর্ণ অসিক্ত।
- ঈসা আ. -প্রখ্যাত সাহাবী উরওয়া বিন মাসঊদ রা. সদৃশ হবেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমি মেরাজের রাত্রিতে মূসা এবং ঈসার সাথে সাক্ষাত করেছি। একপর্যায়ে ঈসা আ.-এর দৈহিক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন- "স্বাভাবিক দেহ। শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ। (চুল) দেখে মনে হচ্ছিল, সদ্যই তিনি গোসল সেরে এসেছেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "আমি ঈসা, মূসা এবং ইবরাহীম আ.কে দেখেছি। তন্মধ্যে ঈসা হচ্ছেন কিছুটা রক্তিম বর্ণের। স্বাভাবিক চুল। প্রশস্ত বক্ষদেশ.....।" *(বুখারী)*

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মেরাজ থেকে প্রত্যাগত হওয়ার পর নিজেকে আমি হজরে আসওয়াদের নিকটে আবিষ্কার করলাম। কুরায়েশ আমাকে ভ্রমণের খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করছিল। এক পর্যায়ে তারা বায়তুল মাকদিসের গুণ-প্রকৃতি জিজ্ঞেস করলে আমি প্রচণ্ড ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর আল্লাহ -বায়তুল মাকদিসকে আমার চোখের সামনে ভাসিয়ে দেন। ফলে নিমিষেই তাদের সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি। সেখানে আমি অনেক নবীদেরকে দেখেছিলাম। মূসাকে নামায পড়তে দেখেছিলাম, হালকা দেহগঠন ও স্বাভাবিক কেশ। শানুআ গোত্রীয় লোকদের মত দেখাচ্ছিল। ঈসা বিন মারিয়াম নামায পড়ছিলেন, উরওয়া বিন মাসঊদের মত দেখতে। ইবরাহীম আ.-ও সেখানে নামায পড়ছিলেন, ঠিক তোমাদের সাথী (স্বয়ং নবী করীম সা.)র মত। এমন সময় জামাতের সময় হলে আমি নামাযের ইমামতি করলাম। নামায

শেষে কে যেন বলল- হে মুহাম্মদ! উনি হচ্ছেন জাহান্নামের প্রহরী! সালাম দিন! আমি তার দিকে তাকালে সে-ই সালামের সূচনা করল...।" *(মুসলিম)*

নবী করীম সা. বলেন- "একদা স্বপ্নে কাবার সন্নিকটে পিঙ্গলবর্ণের সুন্দরতর এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। স্বাভাবিক কেশ-গুচ্ছ পেছন দিকে ঢেও খেলছিল। দেখে -মাথা থেকে পানি ঝরছে মনে হচ্ছিল। দু-জন ব্যক্তির স্কন্ধে হাত রেখে কাবা শরীফ তওয়াফ করছিলেন। উনি কে? জিজ্ঞেস করলে- উত্তর আসল -'ঈসা বিন মরিয়ম-'। ঠিক পেছনে আর-ও একজনকে দেখতে পেলাম। উষ্কখুষ্ক চুল, ডান চোখে কানা। দেখতে ইবনে কুতন-'এর মত লাগছিল। দু-জন ব্যক্তির স্কন্ধে ভর দিয়ে সে-ও বাইতুল্লাহ তওয়াফ করছিল। এ কে? জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসল- 'মাছীহ দাজ্জাল।" *(বুখারী-মুসলিম)*

প্রশ্নঃ ঈসা আ. এবং দাজ্জাল একসাথে কিভাবে? অথচ ঈসা আ.কে দেখা মাত্রই দাজ্জাল মোমের মত গলে যাবে বলা হয়েছে..!? দাজ্জাল কাবায় কিভাবে ঢুকল? অথচ মক্কা দাজ্জালের জন্য নিষিদ্ধ নগরী।

উত্তরঃ এটা কেবল-ই স্বপ্ন, যা নবী করীম সা.কে দেখানো হয়েছিল। বাস্তবে এমনটি ঘটেনি।

■ ঈসা আ.-এর জমানায় যা ঘটবে...

দাজ্জাল হত্যার পর যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিষ্ঠিত হবেঃ

- বিশ্বময় পূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল ভ্রান্ত মতবাদের অবসান ঘটবে।

  আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, অচিরেই সৎ ও নিষ্ঠাবান শাসক হয়ে মরিয়ম-তনয় ঈসা আসমান হতে অবতরণ করবেন। ক্রোশ ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত করবেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*
- বিশ্বব্যাপী সত্যের কালেমার বিজয় হবে। ইহুদী খৃষ্টানদের দাবী ভ্রান্ত বিবেচিত হবে। জিযয়ার বিধান রহিত হবে।
- মহা ফেতনার প্রকৃত খলনায়ক দাজ্জাল নিহত হবে।

- ন্যায়, নিষ্ঠা এবং শান্তির জয়-জয়কার হবে।

  আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "নবীগণ সকলেই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মাতা ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। ঈসা বিন মরিয়মের সবচে কাছাকাছি হলাম আমি। আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। অচিরেই সে অবতরণ করবে। তোমরা তাঁকে ভাল করে চিনে নিয়ো!- মাঝারি গড়ন, শুভ্র ও রক্তিম মাঝামাঝি বর্ণ। দু-টি বর্ণিল চাদরে আবৃত থাকবে। দেখে মনে হবে- মাথা থেকে পানির ফুটা ঝরছে। অতঃপর ক্রোশ ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়ার বিধান রহিত করবেন। সকল বিধর্মীকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। তাঁর সময়ে আল্লাহ পাক ইসলাম ছাড়া অন্যসব ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তাঁর সময়ে দাজ্জাল নিহত হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইসলাম সেদিন প্রশান্তচিত্তে ভূমিতে স্থির পাবে। সর্প, উট, ষাঁড়, নেকড়ে, ছাগল, শেয়াল সব একসাথে ঘুরে বেড়াবে- কেউ কারো ক্ষতি করবে না। শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে, দংশন করবে না। এভাবে চল্লিশ বৎসর চলবে। অতঃপর ঈসা আ. ইন্তেকাল করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযায় শরীক হবে।" *(মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম)*

- শান্তি ও সচ্ছলতার জয়-জয়কার হবে।
- কুরায়েশ নেতৃত্বের অবসান হবে।

  আবু উমামা বাহেলী রা. বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "...অতঃপর আমার উম্মতের মাঝে সৎ নিষ্ঠাবান বিচারকের বেসে ঈসা বিন মরিয়ম অবতরণ করবেন। ক্রোশ ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযয়া-র বিধান রহিত করবেন। সাদাকা গ্রহণে কেউ তখন আগ্রহী হবে না। উট-বকরী পালনে কেউ মনযোগী হবে না। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষের বিলুপ্তি ঘটবে। বিষাক্ত প্রাণী থেকে বিষ উঠিয়ে নেয়া হবে। বাচ্চারা সাপের মুখের ভিতর হাত দিয়ে খেলা করবে, কোন ক্ষতি করবে না। কোলের শিশু বাঘের সামনে দৌড়াদৌড়ি করবে, কোন ক্ষতি করবে না। শেয়াল

-ছাগলের সামনে কুকুর হয়ে যাবে। পানি যেমন পাত্র-ভর্তি হয়ে যায়, তেমনি সেদিন পুরো বিশ্ব শান্তিতে ভরে যাবে। চারিদিকে একটি মাত্র কালেমার জয়-ধ্বনি হবে। আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহের চির অবসান হবে। কুরায়েশ গোত্র নেতৃত্ব থেকে হারিয়ে যাবে। বিশ্ব সেদিন রূপার পাত্র সদৃশ হবে। পিতা আদম আ.-এর যুগের মত জমিতে ফসল তৈরি হবে। আঙ্গুরের একটি থোকা একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করবে। একটি মাত্র ডালিম চার/পাঁচজন তৃপ্তিসহ খাবে। ষাঁড়ের মূল্য সেদিন এত...এত... হবে। কয়েক দিরহাম দিয়ে-ই অশ্ব কেনা যাবে।” *(ইবনে মাজা)*

- অন্তরীক্ষ থেকে হিংসা বিদ্বেষ উঠে যাবে।

  আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “মাছীহ দাজ্জাল হত্যা-পরবর্তী-কালে আকাশ থেকে পুণ্যদ বারিধারা বর্ষণ হবে। জমিতে প্রচুর ফসলাদি তৈরি হবে। এমনকি সাফা পর্বতের পাথরে কেউ বৃক্ষ রোপণ করলে সেখানে-ও অঙ্কুরিত হবে। বাঘের পাশ দিয়ে মানুষ অতিক্রম করবে, কোন ক্ষতি করবে না। সাপ নিয়ে খেলা করবে, কোন ক্ষতি করবে না। কেউ কারো প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও গোস্বা করবে না।” *(দাইলামী, আলবানী সমর্থিত)*

- যুদ্ধ-বিগ্রহের চির অবসান হবে।

  আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “সৎ নিষ্ঠাবান বিচারক হিসেবে ঈসা বিন মরিয়ম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। ক্রোশ ভেঙে দেবেন। শুকর হত্যা করবেন। সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। (যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য ব্যবহৃত) তরবারি ধান-কাটার কাজে ব্যবহৃত হবে। সকল বিষাক্ত প্রাণী থেকে বিষ উঠিয়ে নেয়া হবে। আকাশ থেকে পুণ্যদ বারি বর্ষিত হবে। ফসলাদিতে জমি ভরে উঠবে। শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে...। ছাগল, শেয়াল, ষাঁড়, নেকড়ে এক

সারিতে পাশাপাশি চলবে, কেউ কারো ক্ষতি করবে না।” *(মুসনাদে আহমদ)*

■ ঈসা-সঙ্গীদের মর্যাদা

ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আমার উম্মতের দু-টি দলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। এক- হিন্দুস্তানে যুদ্ধরত দল। দুই- ঈসা বিন মরিয়মের সঙ্গী-দল।” *(সুনানে নাসায়ী)*

■ ঈসা নবী অবতরণে প্রজ্ঞা

মনে হয়ত প্রশ্ন জাগবে, এত নবী থাকতে শেষ জমানার জন্য ঈসা আ.কে কেন নির্বাচন করা হল?

উলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে একাধিক প্রজ্ঞার কথা বর্ণনা করেছেনঃ

- ইহুদীদের দাবী খণ্ডন করা। কারণ, তারা ঈসা নবীকে হত্যা করেছে বলে মানুষের মাঝে প্রচার করেছিল। ঈসা আ. এসে দাজ্জালের পর ইহুদীদেরকে নির্বিচারে হত্যার আদেশ দেবেন। ইবনে হাজার রহ. এই মতামতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
- শেষ নবীর উম্মতের মর্যাদা ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছিল। আল্লাহ পাক বলেন- “ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয়

কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে..” *(সূরা ফাতহ-২৯)*
মর্যাদার কথা শুনে ঈসা নবী সে উম্মতের একজন সদস্য হওয়ার ফরিয়াদ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর ফরিয়াদ কবুল করেছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি শেষ জমানায় উম্মতে মুহাম্মদীর একজন নিষ্ঠাবান বিচারক হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

- পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয়া সকল প্রাণী-ই মৃত্যু আস্বাদন করবে- আল্লাহর এই শাশ্বত বিধান সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঈসা নবী পৃথিবীতে জন্মেছিলেন, কিন্তু মরণ বরণ করেননি। দাজ্জাল হত্যার পাশাপাশি তাই জীবনের বাকী অংশটুকু পূর্ণ করতে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াতে পাঠাবেন।
- খৃষ্টানদের ভুয়া বিশ্বাস দূরীকরণ। ঈসা আ. এসে খৃষ্টানদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবেন। সবাই বুঝতে পারবে যে, এতদিন তারা ভুল বিশ্বাসের উপর ছিল। ইসলাম ছাড়া আল্লাহ -সকল ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।
- পাশাপাশি কালের বিবেচনায় ঈসা আ. এবং মুহাম্মদ সা.-এর মাঝে এক সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমনটি নবী করীম সা. বলে গেছেন- “ঈসা বিন মরিয়ম হচ্ছেন আমার সবচে কাছের। কারণ, তাঁর ও আমার মাঝে কোন নবী নেই।” এখানে নবীজী নিজেই ঈসাকে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করেছেন। তাছাড়া ঈসা আ.-ও মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে স্বজাতিকে সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন- “স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে (মুহাম্মদ) স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা (ইহুদী) বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।” *(সূরা সাফ-৬)*

হাদিসে এসেছে- সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওহে আল্লাহর রাসূল! নিজের সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন! নবীজী বলেছিলেন,“আমি পিতা ইবরাহীমের দোয়া এবং ভাই ঈসার সুসংবাদের ফসল।”

(মুসনাদে আহমদ)

■ ঈসা আ.এর প্রতি নবীজীর সালাম

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অচিরেই ঈসা বিন মরিয়ম সৎ নিষ্ঠাবান বিচারক রূপে অবতরণ করবেন। শুকর হত্যা করবেন। ক্রোশ ভেঙে দেবেন। বিশ্বময় এক কালেমার জয়ধ্বনি বেজে উঠবে। তাঁকে পেলে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিয়ো! অথবা আমার কথা বলো- সে আমাকে সত্যায়ন করবে।-" বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছিলেন, তাঁকে পেলে তোমরা নবীর পক্ষ থেকে সালাম দিয়ো!" *(মুসনাদে আহমদ)*

আবু হুরায়রা-র অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন- "আয়ু দীর্ঘ হলে ঈসার সাথে সাক্ষাত করতে পারব আশা করি, তবে এর আগেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আমার পক্ষ থেকে তোমরা তাঁকে সালাম জানিয়ে দিয়ো!" *(মুসনাদে আহমদ)*

■ অবতরণের পর পৃথিবীতে তাঁর জীবনকাল

ঈসা আ. চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। বিশ্বব্যাপী তখন শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায়ের জয়-জয়কার হবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "নবীগণ সকলেই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। মাতা ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। ঈসা বিন মরিয়মের সবচে কাছাকাছি হলাম আমি। আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। ...(দীর্ঘ হাদিসটির শেষে নবীজী বলেন-) চল্লিশ বৎসর সে পৃথিবীতে অবস্থান করে ইন্তেকাল করবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাযায় শরীক হবে।" *(মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম)*

وإنه لعلم الساعة কোরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরায়রা বলেন- "ঈসা নবী অবতরণ করবেন। চল্লিশ বৎসর তিনি জীবিত থাকবেন। ঐ চল্লিশ -চার বৎসরের মত মনে হবে। তিনি হজ্ব করবেন, উমরা পালন করবেন।

■ ঈসা আ. হজ্ব করবেন

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! হজ্ব বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ঈসা বিন মরিয়ম রাওহা প্রান্তর থেকে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলবেন।" *(মুসলিম)*

আবু হুরায়রার অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন- "অবশ্যই ন্যায় নিষ্ঠাবান শাসক রূপে ঈসা বিন মরিয়ম অবতরণ করবেন। হজ্ব বা উমরার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন পথ পাড়ি দিবেন। (রওজা শরীফে) কবরের পাশে এসে আমাকে তিনি সালাম দিবেন, আমি-ও তাঁর সালামের জবাব দেব। আবু হুরায়রা বলেন- হে ভাতিজা! তাঁকে পেলে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে!" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

বৃহত্তম নিদর্শন (৩)

ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব

ইয়াজূজ এবং মাজূজ হচ্ছে আদম সন্তানের মধ্যে দু-টি গোত্র, যেমনটি হাদিস এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ অস্বাভাবিক বেঁটে, আবার কিছু অস্বাভাবিক লম্বা। কিছু অ-নির্ভরযোগ্য কথা-ও প্রসিদ্ধ যে, তাদের মাঝে বৃহৎ কর্ণবিশিষ্ট মানুষও আছে, এক কান মাটিতে বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে।

বরং তারা হচ্ছে সাধারণ আদম সন্তান। বাদশা যুলকারনাইনের যুগে তারা অত্যধিক বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনিষ্টতা থেকে মানুষকে বাঁচাতে যুলকারনাইন তাদের প্রবেশ-পথে বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

নবী করীম সা. বলে গেছেন যে, ঈসা নবী অবতরণের পর তারা সেই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহর আদেশে ঈসা আ. মুমিনদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন।

অতঃপর স্কন্ধের দিক থেকে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছেঃ

■ ঐতিহাসিক সেই প্রাচীর নির্মাণ

যুলকারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন- "আবার সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বললঃ হে যুলকারনাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বললঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বললঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বললঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজূজ ও মাজূজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে-ও সক্ষম হল না।" *(সূরা কাহফ ৯২-৯৭)*

■ কে সে যুলকারনাইন?

তিনি হচ্ছেন এক সৎ ঈমানদার বাদশা। নবী ছিলেন না (প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী)। পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন বলে তাঁকে যুলকারনাইন বলা হয়। অনেকে আলেকজান্ডার কে -যুলকারনাইন আখ্যা দেন, যা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, যুলকারনাইন মুমিন ছিলেন আর আলেকজান্ডার কাফের। তাছাড়া তাদের দু-জনের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। (আল্লাহই ভাল জানেন)

বিশ্ব ভ্রমণকালে তিনি তুর্কী ভূমিতে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সন্নিকটে দু-টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেছিলেন। এখানে দুটি পাহাড় বলতে ইয়াজূজ-মাজূজের উৎপত্তিস্থল উদ্দেশ্য, যেখান দিয়ে এসে তারা

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত, ফসলাদি বিনষ্ট করত। তুর্কীরা যুলকারনাইন সমীপে নির্ধারিত ট্যাক্সের বিনিময়ে একটি প্রাচীর নির্মাণের আবেদন জানাল। কিন্তু বাদশা যুলকারনাইন পার্থিব তুচ্ছ বিনিময়ের পরিবর্তে আল্লাহর প্রতিদানকে প্রাধান্য দিলেন। বললেন- ঠিক আছে! তোমরা আমাকে সহায়তা করো! অতঃপর বাদশা ও সাধারণের যৌথ পরিশ্রমে একটি সুদৃঢ় লৌহ প্রাচীর নির্মিত হল। ইয়াজূজ-মাজূজ আর প্রাচীর ভেঙে আসতে পারেনি।

যুলকারনাইন ঠিক এমন-ই এক প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন

■ ইয়াজূজ-মাজূজের ধর্ম কি?
তাদের কাছে কি শেষনবীর দাওয়াত পৌঁছেছে?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে আদম সন্তানের-ই এক সম্প্রদায়। হাফেয ইবনে হাজার রহ.এর মতে- তারা নূহ আ.-এর পুত্র ইয়াফিছের পরবর্তী বংশধর।

ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা নবীজী সাথে ছিলাম। সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। নবীজী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন- "হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্য-ধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব বড় কঠিন।" *(সূরা হাজ্ব ১-২)* নবীজীর উচ্চবাচ্য শুনে সাহাবিগণ একত্রিত হতে লাগলেন, সবাই জড়ো হলে বলতে লাগলেন- "তোমরা কি জান- আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেনঃ জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবেঃ জাহান্নামের উৎক্ষেপণ কি হে আল্লাহ..!? আল্লাহ বলবেন- প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে

আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবিদের চেহারায় ভীতির ছাপ ফুটে উঠল। তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংস-শীল আদম সন্তান, ইয়াজূজ-মাজূজ এবং ইবলিস সন্তানেরা-ও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে (অর্থাৎ ওদের থেকে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে, আর তোমাদের থেকে একজন জান্নাতে)। সবাই তখন আনন্দ ও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আরো বললেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্র-চিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা-চিহ্ন সদৃশ হবে।" *(তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)*

চতুষ্পদ জন্তুর গায়ে যেভাবে চিহ্ন দেয়া হয়

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ইয়াজূজ-মাজূজ, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি এবং ইবলিস বংশধরদের উপস্থিতিতে তোমাদেরকে মুষ্টিমেয় মনে হবে। ঠিক উটের গলায় ক্ষুদ্র চিহ্ন আঁকলে যেমন ক্ষুদ্র দেখা যায়, হাশরের ময়দানেও তোমাদের তেমন দেখাবে।

■ ইয়াজূজ-মাজূজের সংখ্যাধিক্য

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ইয়াজূজ-মাজূজ আদম সন্তানের-ই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে- তাউল, তারিছ এবং মাস্ক।" *(তাবারানী)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন- "দশ ভাগে আল্লাহ পাক সৃষ্টিকে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগে ফেরেশ্তাদের সৃষ্টি করেছেন। বাকী একটি ভাগে অবশিষ্ট সকল সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশ্তাদের আবার দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগ দিন-রাত বিরামহীন আল্লাহর আদেশ মতে কাজ করে চলেছে। একটি ভাগ আল্লাহ পাক নবী রাসূলদের কাছে প্রেরণের জন্য

নির্দিষ্ট করেছেন। অতঃপর সাধারণ সৃষ্টিকে আবার দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগে জিন তৈরি করেছেন, একভাগে আদম সন্তান। অতঃপর আদম সন্তানকে আল্লাহ দশভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয়ভাগে সৃষ্টি করেছেন ইয়াজূজ-মাজূজ, আর অবশিষ্ট একভাবে সকল মানুষ।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

■ দৈহিক গঠন

খালেদ বিন আব্দুল্লাহ -আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একদা নবী করীম সা. বিচ্ছু দংশনের ফলে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধাবস্থায় ছিলেন। বললেন- তোমরা তো মনে কর যে, তোমাদের কোন শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়; বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে। অবশেষে ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব হবে। প্রশস্ত চেহারা, ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ-চুলে আবছা রক্তিম। প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবে। মনে হবে, তাদের চেহারা সুপরিসর বর্ম।" *(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী)*

অর্থাৎ মাংসলতা ও স্থূলতার ফলে তাদের চেহারা বর্ম সদৃশ দেখাবে।

■ যেভাবে প্রাচীর ভেঙে যাবে

যুলকারনাইনের নির্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরের দরুন দীর্ঘকাল তারা পৃথিবীতে আসতে পারেনি। প্রাচীরের ওপারে অবশ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে তারা জীবন যাপন করছে। তবে অদ্যাবধি তারা সেই প্রাচীর ভাঙতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী করীম সা. বলেন- "অতঃপর প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছেদন-কার্যে লিপ্ত হয়। ছিদ্র করতে করতে যখন পুরোটা উন্মোচনের উপক্রম হয়, তখনি তাদের একজন বলে, আজ তো অনেক করলাম, চল! বাকীটা আগামীকাল করব! পরদিন আল্লাহ পাক সেই

প্রাচীরকে পূর্বে থেকেও শক্ত ও মজবুত-রূপে পূর্ণ করে দেন। অতঃপর যখন সে-ই সময় আসবে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দেবেন, তখন তাদের একজন বলে উঠবে, আজ চল! আল্লাহ চাহেন তো আগামীকাল পূর্ণ খোদাই করে ফেলব! পরদিন পূর্ণ খোদাই করে তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মানুষের ঘরবাড়ী বিনষ্ট করবে, সমুদ্রের পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ দূর দূরান্তে পলায়ন করবে। অতঃপর আকাশের দিকে তারা তীর ছুড়বে, তীর রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে।” *(তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম)*

হাদিস থেকে যা বুঝা যায়...

- তারা দিনরাত বিরামহীন খোদাই করে না। যদি করত, তবে পূর্ণ করে ফেলত। সন্ধ্যা পর্যন্ত করে ফিরে যায়।
- সিঁড়ি বা মই ব্যবহার করে প্রাচীর ডিঙিয়ে আসার বিষয়টি হয়ত তাদের মাথায় আসেনি অথবা চেষ্টা করেও পারেনি।
- প্রতীক্ষিত কাল পর্যন্ত কখন-ই তারা ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেন তো) বলবে না।

বুঝা গেল, তাদের মাঝেও কর্মঠ ও পরিশ্রমী ব্যক্তি আছে। নেতৃত্ব কর্তৃত্বের অধিকারী-ও আছে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানে- এমন ব্যক্তিও আছে।

এটাও হতে পারে যে, অনিচ্ছা ও অজান্তেই তখন তাদের মুখ থেকে ইনশাআল্লাহ বেরিয়ে আসবে।

■ কোরআনে কারীমে ইয়াজূজ-মাজূজের বিবরণ

আল্লাহ পাক বলেন- “তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম...।” “আবার সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বললঃ হে যুলকারনাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে

আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বললঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বললঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বললঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজূজ ও মাজূজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে-ও সক্ষম হল না। যুলকারনাইন বললঃ এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব।-” *(সূরা কাহফ ৯২-৯৭)*

■ হাদিস শরীফে ইয়াজূজ-মাজূজের বিবরণ

● যয়নব বিনতে জাহশ রা. থেকে বর্ণিত, একদা সন্ত্রস্ত চেহারায় নবী করীম সা. তার ঘরে প্রবেশ করে বললেন- “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) ধিক আরবের! তাদের অনিষ্টতা কাছিয়ে গেছে। হাতের দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বললেন, ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর থেকে এতটুকু আজ উন্মোচিত হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন- সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ থাকতেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? বললেন- হ্যাঁ..! পাপাচার বেড়ে গেলে তাই হবে!!” *(বুখারী-মুসলিম)*

● আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “আল্লাহ পাক আদমকে উদ্দেশ্য করে বলবেন- হে আদম! বলবে- উপস্থিত হে আল্লাহ! সকল কল্যাণ একমাত্র আপনার হাতেই! আল্লাহ বলবেন- জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবে- জাহান্নামের উৎক্ষেপণ কি হে আল্লাহ!? আল্লাহ বলবেন- প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই জন। শুনা মাত্রই আতঙ্কে শিশুর চুল সাদা হয়ে যাবে। গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটবে। মানুষকে সেদিন মাতাল মনে হবে; বাস্তবে মাতাল নয়, আল্লাহর আযাব বড় কঠিন। -সেই মুক্তিপ্রাপ্ত একজন কে হবে- প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বললেন- সুসংবাদ গ্রহণ কর! তোমাদের থেকে একজন

এবং ইয়াজূজ-মাজূজ থেকে এক হাজার। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম -আল্লাহু আকবার- ধ্বনি দিল। নবীজী বললেন- তোমরা জান্নাতের একতৃতীয়াংশ হবে আমি আশা করি। সাহাবায়ে কেরাম আবার-ও আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। নবীজী আর-ও বললেন- বরং তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে আমি আশা করি। আবার-ও আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারিত হল। নবীজী বললেন- সাদা ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো পশম যেমন স্পষ্ট নজরে আসে, হাশরের ময়দানে তোমরা-ও তেমন নজরে আসবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

● ইমরান বিন হুছাইন রা. থেকে বর্ণিত, কোন এক ভ্রমণে আমরা নবীজীর সাথে ছিলাম। সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। নবীজী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন- "হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব বড় কঠিন।" *(সূরা হাজ্ব ১-২)* নবীজীর উচ্চবাচ্য শুনে সাহাবিগণ একত্রিত হতে লাগলেন, সবাই জড়ো হলে বলতে লাগলেন- "তোমরা কি জান- আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেনঃ জাহান্নামের উৎক্ষেপণ বের কর! আদম বলবেঃ জাহান্নামের উৎক্ষেপণ কি হে আল্লাহ..!? আল্লাহ বলবেন- প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে আর একজন শুধু জান্নাতে!! নবীজীর কথা শুনে সাহাবিদের চেহারায় শঙ্কার ছাপ ফুটে উঠল। তা দেখে নবীজী বলতে লাগলেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংস-শীল আদম সন্তান, ইয়াজূজ-মাজূজ এবং ইবলিস সন্তানেরা-ও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে (অর্থাৎ ওদের থেকে নয়শ নিরানব্বই জন জাহান্নামে, আর তোমাদের থেকে একজন জান্নাতে)। সবাই তখন আনন্দ ও তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। আরো বললেন- আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ কর! ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত! মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্র-চিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা-চিহ্ন সদৃশ হবে।" *(তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)*

● ঈসা আ.-এর পৃথিবীতে অবতরণ সংক্রান্ত হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- "...অতঃপর আল্লাহ পাক ঈসার কাছে ওহী পাঠাবেন যে, আমার একদল বান্দাকে এখন আমি বের করব, যাদের মুকাবেলা করার শক্তি তোমাদের নেই।

তুমি মুমিনদের নিয়ে তূর পর্বতে চলে যাও!”

তূর পর্বত থেকে জেরুজালেম নগরীর দৃশ্য

সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮২৬ মিটার উঁচুতে অবস্থিত ঐতিহাসিক তূর পর্বত।

- নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “অতঃপর আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজকে বের করবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে অবতরণ করবে। তাদের প্রথম দল বুহাইরা তাবারিয়া-য় এসে নিমিষেই সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। পরবর্তী দল এসে বলতে থাকবে- এখানে কোন কালে হয়ত পানি ছিল।” *(মুসলিম)*

বুহাইরা তাবারিয়াঃ অপর নাম بحيرة الجليل (জালীল উপসাগর)। ইংরেজিতে Lake of Tiberius বা Sea of Galilee বলা হয়। অধিকৃত উত্তর ফিলিস্তীনে অবস্থিত এ লেকটি জর্ডান নদীর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে আছে। লেকটির দৈর্ঘ্য ২৩ কিঃ মিঃ। সর্বপ্রশস্ত ১৩ কিঃ মিঃ। গভীরতা ৪৪ মিটারের বেশি হবে না। লেকটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ২১০ মিটার নিচুতে অবস্থিত।

নবী করীম সা. বলেন- “অতঃপর ইয়াজূজ-মাজূজ জেরুজালেমের -জাবালে খামর-এর দিকে গিয়ে বলবেঃ জমিনের অধিবাসীকে আমরা নিঃশেষ করেছি, এখন আসমানের অধিবাসীদের নিঃশেষ করব। একথা বলে তারা আসমানের

বুহাইরা তাবারিয়া

বুহাইরা তাবারিয়া থেকে জর্ডান নদীর বহির্গমন পথ
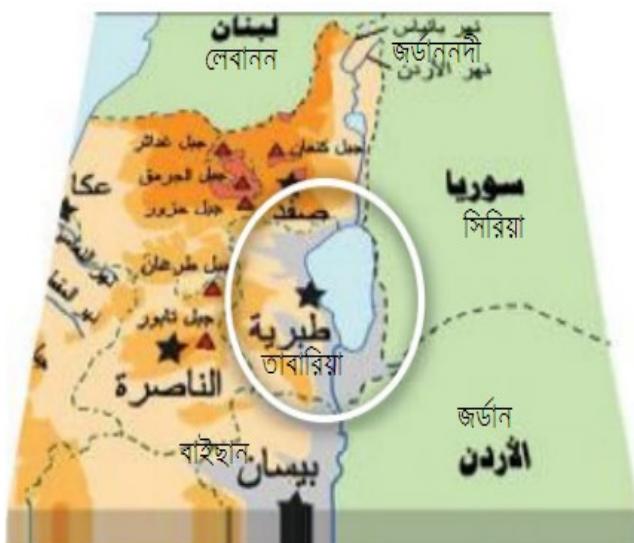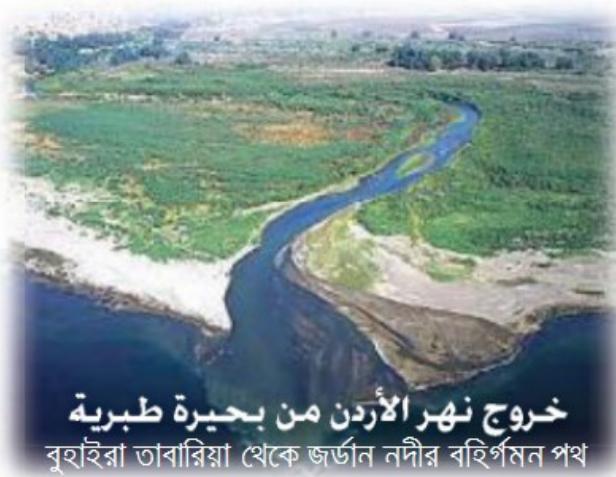
দিকে তীর ছুড়তে থাকবে। আল্লাহ তাদের তীরকে রক্তিম করে ফিরিয়ে দেবেন। ঈসা ও তাঁর সাথীদেরকে অবরোধ করে ফেলা হবে। সেখানে তারা প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং অভাবে দিন যাপন করবে। খাদ্যের অভাবে ষাঁড়ের মুণ্ডু সেদিন একশ দিনারের চেয়ে-ও বেশি মূল্যের হবে। অতঃপর ঈসা ও তাঁর সাথীদের দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে দেবেন। ফলে নিমিষেই তারা ধ্বংসমুখে পতিত হবে। অতঃপর ঈসা ও তাঁর সাথীগণ তূর পর্বত থেকে নেমে এসে দেখবেন, ভূমিতে এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও অবশিষ্ট নেই; সর্বত্র তাদের লাশ পড়ে আছে। দুর্গন্ধে পরিবেশ ভারী হয়ে আছে। ঈসা ও তাঁর সাথীগণ আবার-ও দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক উটের গলা-সদৃশ বিরল কিছু পাখী পাঠাবেন। পাখীগুলো এসে ইয়াজূজ-মাজূজদের লাশগুলো আল্লাহর আদেশ-কৃত স্থানে ফেলে আসবে। অতঃপর আল্লাহ জমিনে বরকতময় বৃষ্টি দিয়ে সকল জনপদ ও ঘরবাড়ীগুলো ধুয়ে দেবেন। সারা পৃথিবী আয়নার মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর বলা হবে- হে জমিন! ফসল উদগত কর! বরকত প্রকাশ কর! সেদিন একটি ডালিম একাধিক ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করবে। মানুষ ডালিমের খোলসকে ছায়াদানের কাজে ব্যবহার করবে। দুধের বরকত ফিরে আসবে। একটি মাত্র উষ্ট্রীর দুধ সেদিন বহু লোক মিলে পান করতে পারবে। গরুর দুধ সেদিন সারা গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। বকরির দুধ সেদিন আত্মীয় স্বজন সবার জন্য যথেষ্ট হবে। এভাবে মুমিনগণ জীবনযাপন করতে থাকবেন। অবশেষে আল্লাহ মুমিনদের রূহ কব্জা করতে এক প্রকার সুবাতাস পাঠাবেন। বাহুমূলে স্পর্শিত হওয়া মাত্রই মুমিন মৃত্যুর কোলে

ঢলে পড়বে। পৃথিবীতে কোন মুমিন অবশিষ্ট থাকবে না; থাকবে শুধু দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোক, যারা গাধার ন্যায় রাস্তাঘাটে কুকর্মে লিপ্ত হবে। তাদের উপর-ই কেয়ামতের কঠিন আযাব নিপতিত হবে।" *(মুসলিম)*

অপর হাদিসে- "মুমিনগণ ইয়াজূজ-মাজূজের নিক্ষেপিত তীর-ধনুক দিয়ে সাত বৎসর পর্যন্ত লাকড়ির কাজ চালাবে।-"

- আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- "মেরাজের রাত্রিতে নবীজী, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আ. মিলে কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। সবাই মিলে ঈসাকে বর্ণনা করতে বললে ঈসা আ. বললেন- দাজ্জাল হত্যার পর সকলেই নিজ নিজ দেশে গিয়ে দেখবে ইয়াজূজ-মাজূজ বেরিয়ে এসেছে। সবাই দ্রুত পালিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব। আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজকে ধ্বংস করে দেবেন। সর্বত্রই তাদের পঁচা লাশ পড়ে থাকবে। আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করব। আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের লাশগুলিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন।" *(মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম)*

■ ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কে কিছু দুর্বল বর্ণনা

এ ব্যাপারে অনেক দুর্বল বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া গেছে। পরিস্থিতির স্বচ্ছ বিবরণ তুলে আনতে কতিপয় দুর্বল হাদিস নিম্নে উল্লেখ হলঃ

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেন- আমি ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কে নবীজীকে জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন- ইয়াজূজ এক জাতি আর মাজূজ আরেক জাতি। এদের প্রত্যেক জাতির ভেতরে-ও আবার চার লক্ষ জাতি বিদ্যমান। এদের একজন মারা যাওয়ার পূর্বে একহাজার সশস্ত্র ঔরস সন্তান রেখে যায়। বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! এরা দেখতে কেমন? বললেন- তিন ধরনের মানুষ তাদের মধ্যে আছে। কিছু আছে আরুয বৃক্ষের মত লম্বা। (আরুয শামের প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষটি একশ বিশ গজ লম্বা হয়) এদের বিরুদ্ধে কোন লৌহ/কৌশল কাজে আসে না। অপর দল, যারা এক কান মাটিয়ে বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে। হাতি, ঘোড়া, গাধা, উট, শুকর- যা-ই সামনে পায় খেয়ে ফেলে। এমনকি নিজেদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকেও খেয়ে ফেলে। তাদের সম্মুখ-দল শামে এবং পশ্চাত-দল

খোরাছানে থাকবে। বুহাইরা তাবারিয়া সহ প্রাচ্যের সকল নদী তারা নিমিষেই চুষে ফেলবে।" *(তাবারানী)*

■ ইয়াজূজ-মাজূজের ধ্বংস

ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভবে সারা বিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরে উঠবে। সর্বত্রই তারা হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আসমানের অধিবাসীকে ধ্বংস করতে তারা উপর দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। সুতরাং ঈসা নবীর সহচর এবং মুষ্টিমেয় পলায়নকারী ব্যতীত কেউ রক্ষা পাবে না। ঈসা নবী ও তাঁর সহচরবৃন্দ তখন তূর পর্বতে মহা-দুর্ভিক্ষে দিনাতিপাত করবেন। তখন ঈসা আ.-এর দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক ইয়াজূজ-মাজূজদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে দেবেন। নিমিষেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর একপ্রকার দুর্লভ পাখী পাঠিয়ে আল্লাহ এদের পঁচা লাশগুলো দূরে কোথাও নিক্ষেপ করবেন। এরপর জমিনকে তার বরকত প্রকাশ করতে বলা হবে।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব হবে। প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে তারা লাফিয়ে অবতরণ করবে। মুমিনগণ মেষপাল নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবে। অতঃপর ইয়াজূজ-মাজূজ ভূমির সকল পানি খেয়ে ফেলবে। পরবর্তী দল নদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম-কালে বলবে, কোন একসময় হয়ত এখানে পানি ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের ধারণানুযায়ী কেউ যখন বেঁচে থাকবে না, তখন বলবে- জমিনের অধিবাসীকে আমরা শেষ করেছি এবার আসমান-বাসীদের নিঃশেষ করব। একথা বলে তারা আকাশের দিকে বর্ষা নিক্ষেপ করলে আল্লাহ তাদের বর্ষাকে রক্তিম ফিরিয়ে দেবেন। অবশেষে তাদের স্কন্ধে এক প্রকার পোকা তৈরি করে আল্লাহ এদের ধ্বংস করবেন। অবরুদ্ধ মুসলমান বলবে- কেউ কি আছ? গিয়ে দেখ- শত্রুদের কি হয়েছে? অতঃপর এক মুসলমান মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানে দুর্গের বাইরে এসে যাবে। দেখবে, সবাই মরে একটি অপরটির উপ লাশ হয়ে পড়ে আছে। চিৎকার দেবে- ওহে মুসলমান! সুসংবাদ শুন! আল্লাহ -শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করেছেন। অতঃপর সকল মুসলমান গুহা থেকে বেরিয়ে তাদের জন্তুগুলো ছেড়ে দেবে। বহুদিন পর্যন্ত লাশের মাংস খেয়ে জন্তুগুলো মোটাতাজা হয়ে উঠবে।" *(মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, মুস্তাদরাকে হাকিম)*

অপর বর্ণনায়- "মুমিনগণ তাদের মৃত্যুর খবর শুনে বলতে থাকবে যে, তারা মরেনি; বরং অন্যান্যদের মত আমাদেরকেও হত্যা করতে তারা মৃত্যুর ভান করেছে। সুতরাং কেউ-ই বের হয়ো না! তখন একজন সাহসী মুমিন বলবে- দরজা খোল! আমি নিজে গিয়ে দেখব! সাথীগণ বলবে, না! তোমাকে আমরা মৃত্যুমুখে ঠেলে দেব না। তখন সে দড়ি বেয়ে পর্বত থেকে নিচে নেমে আসবে। দেখবে, সত্যিই সব মরে লাশ হয়ে পড়ে আছে।"

■ ইয়াজূজ-মাজুজ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের চির সমাপ্তি

ইয়াজূজ-মাজূজ ধ্বংস হওয়ার পর বিশ্বে শুধু মুমিন থাকবে। চারিদিকে কল্যাণের ঝর্ণাধারা বর্ষিত হবে। ধন সম্পদের জয়-জয়কার হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহের চির সমাপ্তি ঘটবে।

ছালামা বিন নুফাইল রা. বলেন- "আমি নবীজীর কাছে বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে, তরবারি রেখে দিয়েছে, সবাই মনে করছে, যুদ্ধ শেষ। নবী করীম সা. বললেনঃ সবার ধারণা মিথ্যা..!! এই মাত্র যুদ্ধের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। আমার উম্মাতের একদল লোক সর্বদায় সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য রিযিক-প্রাপ্ত একদল লোকের অন্তরকে আল্লাহ বক্র করে দেবেন। সত্য-পন্থী যোদ্ধাগণ কেয়ামত অবধি যুদ্ধ করে যাবে। ইয়াজূজ-মাজূজ বের না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না।" *(সুনানে নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ)*

■ ইয়াজূজ-মাজূজের পর-ও হজ্ব-উমরা পালিত হবে

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ইয়াজূজ-মাজূজ ধ্বংস হওয়ার পর-ও বাইতুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে হজ্বে আসা হবে, উমরা পালিত হবে।" *(বুখারী)*

■ যুলকারনাইনের সেই ঐতিহাসিক প্রাচীর কেউ দেখেছেন? দেখা সম্ভব?

একজন সাহাবী সেই প্রাচীর দেখেছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। একব্যক্তি নবীজীর কাছে এসে বলল, আমি সেই প্রাচীর দেখেছি। লাল পথের ধারে সাদা কালো রেখাযুক্ত কাপড়ের মত দেখতে। নবী করীম সা. বললেন- হ্যাঁ..! তুমি ঠিক-ই দেখেছ!!"

ইবনে কাছীর রহ. এ ব্যাপারে বলেন- "২২৮ হিজরীতে খলীফা ওয়াছিক প্রাচীরের সন্ধানে একটি তদন্ত টীম প্রেরণ করেন। তারা দেশ-দেশান্তর ঘুরে অবশেষে সেখানে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে, লোহা এবং তামায় নির্মিত বিশাল প্রাচীরে একটি দরজা-ও ছিল। দরজায় বিশাল তালা ঝুলন্ত ছিল। স্থানীয় শাসকের পক্ষ থেকে সেখানে প্রহরী-ও নিযুক্ত করা আছে। বিশাল, সুউচ্চ এবং আকাশ-সম সেই প্রাচীরটি বড় বড় পাহাড়কেও ছাড়িয়ে গেছে। দুই বৎসর তারা ভ্রমণে ছিল। অনেক আশ্চর্য ও বিরল বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিল।"

কিন্তু ইবনে কাছীর রহ. উপরোক্ত ঘটনার কোন বর্ণনা-সূত্র টানেননি। সুতরাং বাস্তবেই তারা দেখেছে কিনা, কিংবা দেখে থাকলে সেটা-ই যুলকারনাইনের প্রাচীর কিনা! আল্লাহই ভাল জানেন।

সপ্তাশ্চর্যের অন্যমত চীনের ঐতিহাসিক প্রাচীর -যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়

১ ইয়াজূজ-মাজূজের অনিষ্টতা থেকে সাধারণকে বাঁচাতে যুলকারনাইন -প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। আর চীনের প্রাচীরটি বহিরাক্রমণ থেকে চীনকে বাঁচাতে গির্জা প্রধানেরা নির্মাণ করেছিল।

❷ কোরআনের আয়াতে প্রাচীর নির্মাণের সরঞ্জাম লোহা এবং তামা বলা হয়েছে। কিন্তু চীনের সুদীর্ঘ প্রাচীরটি পাথর এবং চুনার তৈরি।

❸ ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর দুটি পর্বতের মধ্যবর্তী সড়কে অবস্থিত। প্রাচীর নির্মাণের মাধ্যমে সড়কটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু চীনের প্রাচীর পাহাড়ের উপরিভাগে নির্মিত, যা পূর্ব চীন থেকে নিয়ে পশ্চিম চীন পর্যন্ত হাজারো মাইল জুড়ে বিস্তৃত।

❹ ইয়াজূজ-মাজূজের বদ্ধ প্রাচীর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউ ভাঙতে পারবে না। কিন্তু চীনের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভেঙ্গে পড়েছে। বহুবার পুন-সংস্কার হয়েছে, এখনো হচ্ছে। মানুষ ভেতরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম ঐতিহাসিক চীনের প্রাচীর

প্রাচীরের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য
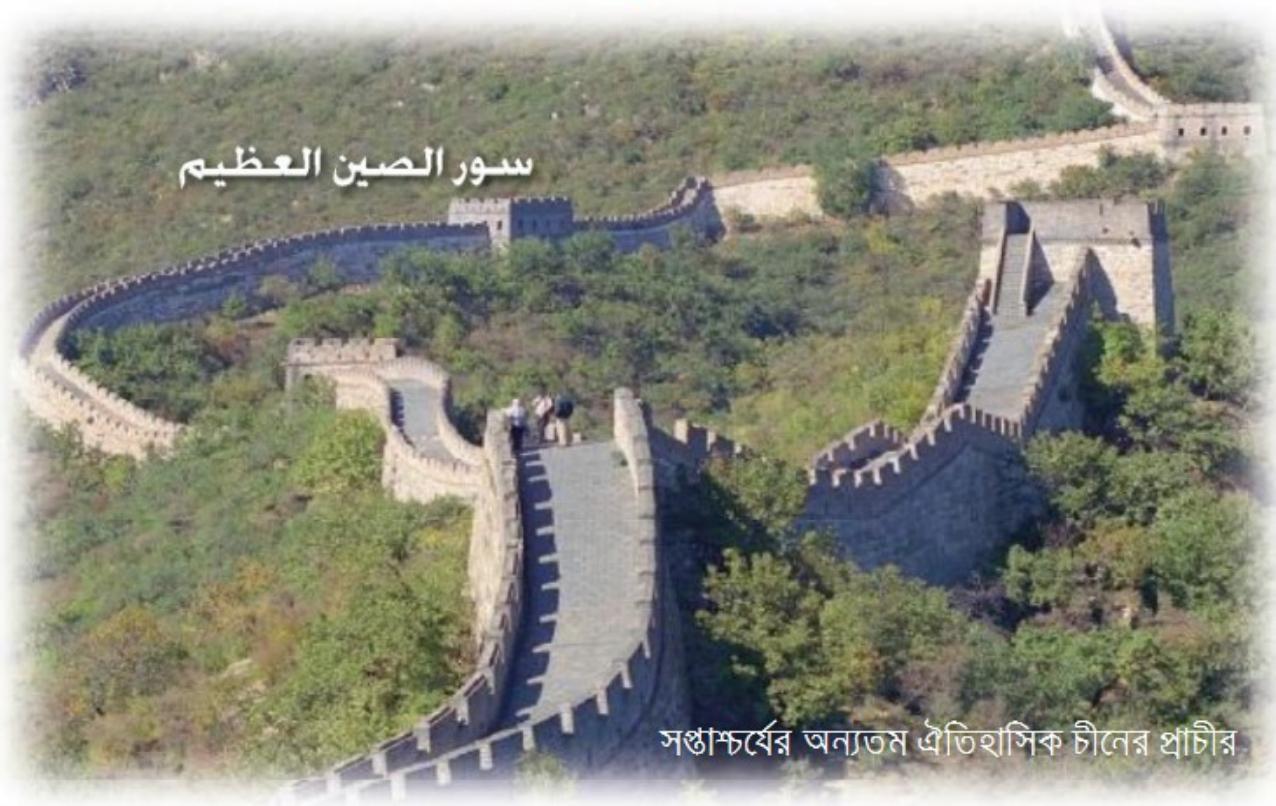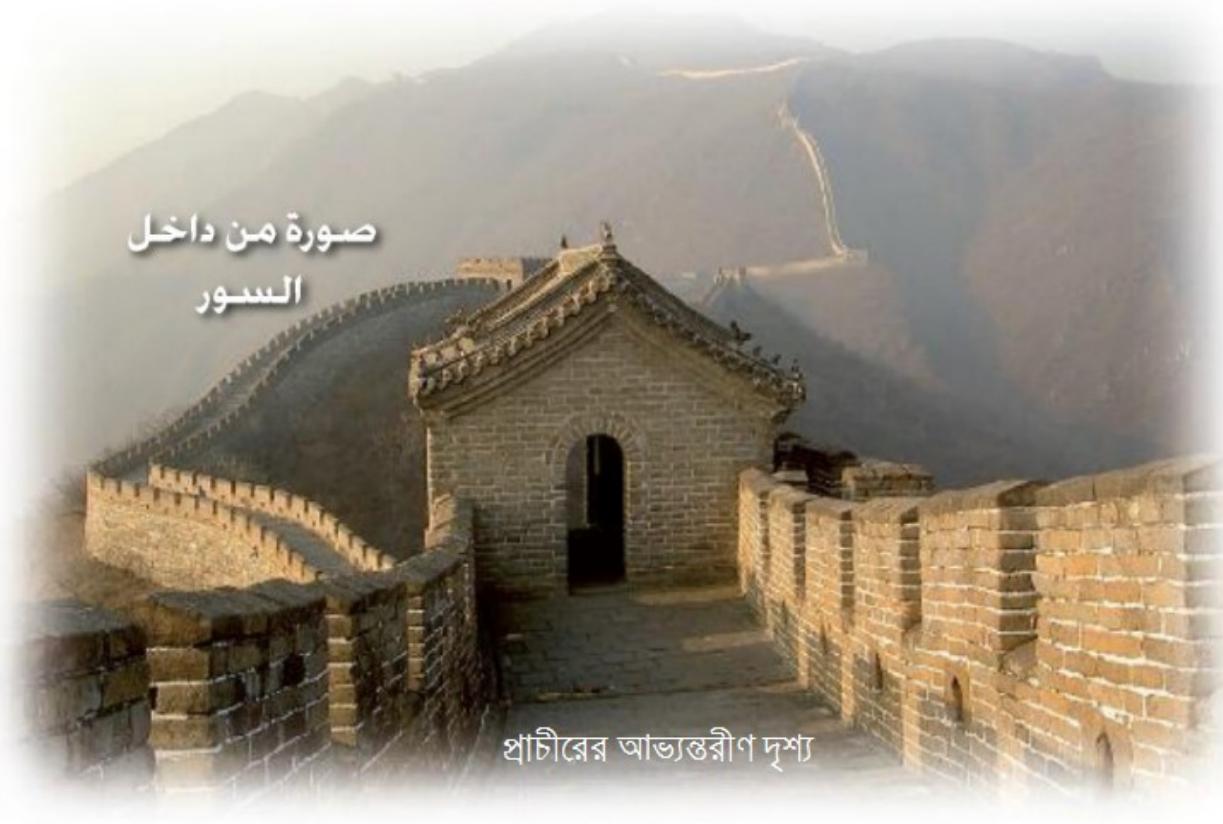
অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট টেকনোলোজী সেই প্রাচীর আবিষ্কারে কেন অপারগ?

পৃথিবীর কোথায় কি আছে না আছে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সকল কিছুর একচ্ছত্র জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই। বর্তমান টেকনোলোজি ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর বা দাজ্জালের ভয়ানক দ্বীপ আবিস্কারে সক্ষম হয়নি; তার মানে এগুলোর অস্তিত্ব নেই, এমনটি নয়। হতে পারে, কোন প্রজ্ঞার দরুন আল্লাহ্ পাক মানুষের দৃষ্টিকে এগুলো থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন বা এগুলোর কাছে পৌঁছুতে কোন অন্তরায় তৈরি করে দিয়েছেন। প্রতিটি বস্তুর-ই একটি নির্ধারিত সময় আছে। আল্লাহ্ পাক বলেন- "আপনার জাতি তা মিথ্যারোপ করেছে। আপনি বলুন, আমি তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নই! প্রতিটি সংবাদের-ই নির্ধারিত সময় আছে! (সময় এসে গেলে) ঠিকই তোমরা সব জানতে পারবে।-" *(সূরা আনআম ৬৬-৬৭)*

আধুনিক কালের টেকনোলোজি প্রাচীন-কালে কেন আবিষ্কৃত হয়নি; কারণ, সেটার জন্য-ও আল্লাহ্ পাক সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

কাযী ইয়ায রহ. বলেন- "ইয়াজূজ-মাজূজ সংক্রান্ত হাদিস বাস্তবসম্মত;

এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন প্রতিটি মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। কারণ, ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন। ক্ষমতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে কেউ তাদের সাথে পেরে উঠবে না। আল্লাহর নবী ঈসা এবং তাঁর সহচরদেরকে তারা তূর পর্বতে অবরোধ করে ফেলবে। অতঃপর ঈসা নবীর দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। দুর্লভ পাখী পাঠিয়ে তাদের লাশগুলোকে অজানা স্থানে নিক্ষেপ করবেন।" *(মিরক্বাতুল মাছাবীহ)*

শেষ কথা...

■ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি ফরয?

উত্তরঃ কখন-ই নয়! পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ঈসার কাছে ওহী পাঠাবেন যে, আমার কিছু বান্দাকে আমি বের করব, এদের মুকাবেলা করার সামর্থ্য তোমাদের নেই। সুতরাং মুমিনদেরকে নিয়ে তুমি তূর পর্বতে চলে যাও!" *(মুসলিম)*

বৃহত্তম নিদর্শন (৪) (৫) (৬)

তিনটি ভূমিধ্বস

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার বৃহত্তম নিদর্শনাবলীর অন্যতম হচ্ছে, তিনটি বৃহৎ ভূমিধ্বস, যার ফলে বিশ্ববাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। জনজীবনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

ধ্বস মানে কি?

ভূমি ফেটে গিয়ে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

নিকট অতীত এবং সম্প্রতি অনেক ছোট ছোট ভূ-ধ্বসের খবর পাওয়া গেছে। তবে হাদিসে বর্ণিত ভূ-ধ্বস অনেক সুপরিসর ও ব্যাপক হবে।

শেষ জমানায় তিনটি বড় ধরনের ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটবে। কেয়ামতের এই নিদর্শনটি একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

ভূমিধ্বসের নমুনা। ডেনমার্কের একটি সড়কে ধ্বসিত স্থানের ভয়াবহ চিত্র

■ যে সকল হাদিসে ভূমিধ্বসের কথা বর্ণিত হয়েছে

হযরত হুযায়ফা রা. বলেনঃ আমরা পরস্পর আলাপ-রত ছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে? সবাই বলল- কেয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবীজী বলতে লাগলেন- "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করঃ

১ ধোঁয়া (ধূম্র)
২ দাজ্জাল
৩ অদ্ভুত প্রাণী   পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়
৫ মরিয়ম-তনয় ঈসা-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন
৬ ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব
তিনটি ভূমিধ্বস
৭ প্রাচ্যে ভূমিধ্বস
৮ পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস
৯ আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস
১০ সবশেষ ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী বিশাল অগ্নি।" *(মুসলিম)*

যে সকল হাদিসে ব্যাপক ভূমি-ধ্বসের কথা বলা হয়েছে

কতিপয় হাদিসে ধসিত স্থান ও প্রাসঙ্গিক কারণ-ও উল্লেখ হয়েছে।

উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র বিরোধ সৃষ্টি হবে। তখন কুরায়েশ গোত্রীয় মদিনার একজন লোক পালিয়ে মক্কায় চলে আসবেন। মক্কার লোকেরা তাকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্তেও রুকন এবং মাক্কামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বায়আত গ্রহণ করবে। বায়আতের খবর শুনে

শামের দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা-মদিনার মাঝামাঝি বায়দা প্রান্তরে তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হবে। বাহিনী ধ্বসের সংবাদ শুনে শাম ও ইরাকের শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ মক্কায় এসে রুকন ও মাক্কামে ইবরাহীমের মাঝামাঝিতে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে।" (আবু দাউদ)

কতিপয় হাদিসে -পাপের শাস্তি স্বরূপ ভূমিধ্বসের কথাও বর্ণিত হয়েছেঃ

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "এই উম্মতের একদল লোক নৈশভোজ, মদ্য পান ও গান-বাজনা করে রাতে শুতে যাবে। সকালে উঠে দেখবে যে, তাদের আকৃতি শুকরের মত বিকৃত হয়ে গেছে। অত্যধিক ভূ-ধ্বস ঘটতে থাকবে। মানুষ সকালে উঠে বলতে থাকবে, কাল রাতে অমুক এলাকায় ভূমি ধ্বসে গেছে। তাদের উপর পাথরের বর্ষণ হবে। মদ্য পান, সুদ বক্ষন, রেশম পরিধান, নর্তকী গ্রহণ ও আত্মীয়তা ছিন্নকরণ অপরাধে তাদের উপর প্রলয়ঙ্কর বায়ু প্রেরিত হবে।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "এই উম্মতের মাঝে ভূ-ধ্বস, আকার বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আসবে।" *(মুস্তাদরাকে হাকিম)*

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "একদা এক ব্যক্তি দম্ভ সহকারে লুঙ্গি টেনে ধরলে তাকে মাটির নিচে ধ্বসে দেয়া হয়। কেয়ামত পর্যন্ত সে মাটির নিচে চিল্লাতে থাকবে।" *(বুখারী)*

আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মানুষ দ্রুত শহর-মুখী হচ্ছে। প্রাচ্যে -বছরা নামে একটি শহর আছে। সেখান দিয়ে অতিক্রম বা গমন করলে ওখানকার মৃতভূমি, তৃণভূমি, বাজার এবং বিত্তশালীদের দরজায় প্রবেশ করো না। বরং বছরার উপকণ্ঠ দিয়ে অতিক্রম করবে। কারণ, সেখানেই ভূ-ধ্বস, পাথর বর্ষণ ও ভূ-কম্পন শাস্তি আবর্তিত হবে। সেখানকার একদলকে শুকর-বানরে পরিণত করা হবে।" *(আবু দাউদ)*

নাফে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমরা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.এর

কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল- অমুক (শামের একজন ব্যক্তি) আপনাকে সালাম জানিয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উমর বললেন- শুনেছি, সে নতুন কোন কুসংস্কার আবিষ্কার করেছে। যদি তাই হয়, তবে তাকে গিয়ে আমার সালাম বলবে না। নবী করীম সা.কে আমি বলতে শুনেছি- "কুসংস্কারী যিন্দীক এবং তকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর ভূমিধ্বস ও পাথর বর্ষণের শাস্তি আবর্তিত হবে।" (মুসনাদে আহমদ)

উপরোক্ত হাদিস-সমগ্র থেকে বুঝা যায়, এই উম্মতের মাঝে সময়ে সময়ে পাপের শাস্তি স্বরূপ ভূ-ধ্বসের ঘটনা ঘটতে থাকবে।

তবে শেষ জমানায় বৃহৎ তিনটি ভূমিধ্বসের মধ্যে আরব উপদ্বীপে ধ্বসের স্থান ও কারণ উদঘাটন করা গেছে। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভূ-ধ্বস -কোথায় কি কারণে ঘটবে, কিছুই উদঘাটন করা যায়নি। আল্লাহই ভাল জানেন।

বৃহত্তম নিদর্শন (৭)

ধূম্র (ধোঁয়া)

কেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে কিছু ভূমি কেন্দ্রিক, যেমন- ভূ-ধ্বস ও ফসলের মন্দাভাব। কিছু মানুষ কেন্দ্রিক, যেমন- পুরুষ হ্রাস পাওয়া, মহিলা বৃদ্ধি পাওয়া। কিছু মানব চরিত্র কেন্দ্রিক, যেমন- ব্যভিচার বৃদ্ধি। আর কিছু আসমান কেন্দ্রিক, যেমন- ধোঁয়া।

- ধূম্র কি ?
- গত হয়েছে?
- তাৎপর্য কি?

মূলত ধূম্র হচ্ছে কেয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম একটি নিদর্শন। আল্লাহ পাক বলেন- "অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে। যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল।" *(সূরা দুখান ১০-১৩)*

■ আয়াতে ধোঁয়া বলতে কি উদ্দেশ্য?

● উলামাদের একটি সম্প্রদায় বলেছেন, এখানে ধোঁয়া বলতে ঈমান আনয়নে অস্বীকার করায় কুরায়েশ লোকদের উপর যে ধোঁয়া এসেছিল, তা উদ্দেশ্য। কঠিন যন্ত্রণার দরুন সে সময় তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. সহ একদল তাবেয়ীন এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে জারীর তাবারী রহ. -মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মাছরূক বলেন- আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের কাছে বসা ছিলাম। এক লোক এসে বলতে লাগল- হে আবু আব্দুর রহমান! এক লোক বলে বেড়াচ্ছে যে, অচিরেই ধোঁয়ার নিদর্শনটি আবর্তিত হবে। যন্ত্রণায় সকল কাফেরের দম বন্ধ হয়ে যাবে, মুমিনদের সর্দি-জাতিয় অনুভব হবে। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. গোস্বায় বসে বলতে লাগলেন- ওহে লোকসকল! আল্লাহকে ভয় কর! যা জান, শুধু তাই মানুষের কাছে বর্ণনা কর! যা জান না, সে বিষয়ে -"আল্লাহই ভাল জানেন-" বল! কারণ, অজ্ঞাত বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নয়। আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- "বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতা-কারীও নই!" নবী করীম সা. লোকদের পশ্চাদবরণ দেখে বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! ইউসূফ আ.-এর যুগের মত (দুর্ভিক্ষের) সাত বৎসর অবতরণ কর!" ফলে দুর্ভিক্ষ লেগে গেল। লোকেরা চামড়া ও মৃত জন্তু বক্ষণ করতে লাগল। মানুষ তখন আকাশের দিকে তাকালে ধোঁয়া দেখতে পেত।-" (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে মাসঊদ রা. আর-ও বলেন- "পাঁচটি নিদর্শন গত হয়ে গেছেঃ

১) সার্বক্ষণিক শাস্তি

২) পারস্যের উপর রোমকদের বিজয়

৩) বৃহদাক্রমণ (বদর যুদ্ধ)

৪) চন্দ্র বিদারণ

৫) ধোঁয়া।"

● অধিকাংশ উলামাদের মতে- আয়াতে উল্লেখিত ধোঁয়ার নিদর্শনটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। কেয়ামতের অতি সন্নিকটে প্রকাশিত হবে। আলী বিন আবি তালিব, ইবনে আব্বাস ও আবু সাঈদ রা. এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

হাফেয ইবনে কাছীর রহ.-ও এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে কতিপয় জ্ঞানী বলেন- ধোঁয়া দু-বার প্রকাশ পাবে। একবার নবীযুগে প্রকাশ পেয়েছে। কেয়ামতের সন্নিকটে আরেকবার প্রকাশ পাবে। কোরআনের আয়াতে ধোঁয়া বলতে কুরায়েশ গোত্রকে আচ্ছন্ন-কারী ধোঁয়া উদ্দেশ্য।

ইবনে মাসঊদ রা. বলতেন- "ধোঁয়া মোট দু-বার প্রকাশিত হবে। একটি গত হয়েছে। আরেকটি অচিরেই প্রকাশ পাবে। আসমান-জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে। মুমিনদের সর্দি জাতিয় অনুভব হবে। কাফেরদের নাসিকা ফুটো করে দেবে।" *(তাযকিরা)*

প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, কোরআনের আয়াতে যে ধোঁয়ার অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, তা অনেক ব্যাপক হবে, সবাই তা স্পষ্ট লক্ষ করতে পারবে।

তবে কুরায়েশ যে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিল, সেটি তীব্র ক্ষুধার দরুন চোখের ধাঁধাঁ ছিল।

■ ধোঁয়া সংক্রান্ত হাদিস

◆ হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা কেয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আলোচনা করছ? বললাম- কেয়ামত নিয়ে আলোচনা করছি। বললেন, দশটি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে নাঃ (তন্মধ্যে একটি ছিল ধূম্র, হাদিসটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) *(তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)*

◆ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ছয়টি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পূর্বে-ই দ্রুত আমল করে নাও!

১) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়।

২) ধূম্র

৩) দাজ্জাল

৪) অদ্ভুত প্রাণী

৫) মৃত্যু

৬) মহা প্রলয়।" *(মুসলিম)*

◆ আব্দুল্লাহ বিন আবি মুলাইকা রা. বলেন- একদিন প্রত্যুষে আমি ইবনে আব্বাস রা.এর কাছে গমন করলাম। তিনি বললেন- গতরাতে আমি একদম ঘুমাতে পারিনি। বললাম- কেন! কি হয়েছে? বললেন- লেজবিশিষ্ট তারকা (ধূমকেতু) উদয় হয়েছিল। ভয় পেয়েছিলাম, ধোঁয়া এসে যায় কি না!! তাই সকাল পর্যন্ত চোখে ঘুম আসেনি।” *(ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে আবী হাতিম)*

ইবনে আব্বাস রা. ধোঁয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। বুঝা গেল, ধোঁয়া কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

বৃহত্তম নিদর্শন (৮)

ব্যভিচার, অনাচার ও হত্যাযজ্ঞ অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় শেষ জমানায় কে মুমিন আর কে মুনাফিক পার্থক্য করা কঠিন হবে। তখন-ই আল্লাহ অদ্ভুত প্রাণীর আত্মপ্রকাশ ঘটাবেন।

- অদ্ভুত প্রাণী কি?
- কোথায় এবং কখন প্রকাশিত হবে?
- কি করবে?

কোরআনে সেই অদ্ভুত প্রাণীর আলোচনা

আল্লাহ পাক বলেন- "যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূ-গর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।" *(সূরা নামল-৮২)*

কেমন হবে এই অদ্ভুত প্রাণী? -কোন বিশুদ্ধ হাদিসে এর সুনির্দিষ্ট গুণাগুণ

উল্লেখ হয়নি।

মাওয়ারদী এবং ছালাবী -প্রাণীটির আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমাণ-হীন অদ্ভুত সব গুণাগুণ আবিষ্কার করেছেন, যেমন- মস্তক হবে ষাঁড়ের, কান হবে হাতির....ইত্যাদি ইত্যাদি..!!

এ ব্যাপারে প্রামাণ্য ও স্বতঃসিদ্ধ কথা হল যে,

- বাস্তবেই তা একটি প্রাণী।
- সে মানুষের সাথে কথা বলবে।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বের হবে।

■ ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থান হতে বের হবে?

- কেউ বলেছেন, মক্কা নগরীর সাফা পর্বত থেকে।
- কেউ বলেছেন, কা'বার নিম্নদেশ থেকে।
- কেউ বলেছেন. নির্জন মরূ-প্রান্তর থেকে।

বিশুদ্ধ কোন হাদিসে এ ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট করা হয়নি।

সুতরাং আমরা বলব, আল্লাহর কালাম সত্য, অবশ্যই বের হবে। তবে কোত্থেকে বের হবে, তা অজানা।

প্রাণীর বাস্তবতা

- কেউ বলেছেন, সে একজন ব্যক্তি, মানুষের সাথে কথা বলবে। (সম্পূর্ণ ভুল)
- কেউ বলেছেন, এটি সালেহ আ.-এর উষ্ট্রী।
- কেউ বলেছেন, সালেহ আ.-এর উষ্ট্রীর বাচ্চা।

■ তার মিশন

সে মানুষকে বলবে, "মানুষ আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করত না। যেমনটি কোরআনে কারীমে এসেছে- "যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।" *(সূরা নামল-৮২)*

নাকে চিহ্ন

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "অদ্ভুত প্রাণী বের হয়ে মানুষের নাকে এক প্রকার চিহ্ন দিয়ে যাবে। এমনকি মানুষ উট ক্রয় করলে জিজ্ঞাসা করা হবে, কার কাছ থেকে কিনেছ? বলবে- অমুক নাসিকা চিহ্নিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছি।" *(মুসনাদে আহমদ)*

? চিহ্নের ধরণ কেমন হবে? নাকে তা সবসময় থাকবে?

? তৎপর-বর্তী প্রজন্ম কি তাহলে নাসিকা চিহ্নিত হবে?

? এভাবে মুমিন এবং কাফের চিহ্নিত হওয়ার পর কি ঘটবে?

আরব-জাতি এভাবেই উটের গায়ে চিহ্ন দিয়ে থাকে। তবে অদ্ভুত প্রাণী মানুষের নাকে কি রকম চিহ্ন বসাবে- আল্লাহ মা'লুম।

এভাবেই চলতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত এমন সময় আসবে, যখন একে অন্যকে বলতে থাকবে, "হে মুমিন অথবা হে কাফের-"।

অবশেষে যখন আল্লাহ পাক কেয়ামত ঘটাতে ইচ্ছা করবেন, তখন মুমিনদের রূহ কব্জা করতে এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে সকল মুমিনের মৃত্যু হবে। অবশেষে কাফেরদের উপর আল্লাহ কেয়ামতের কঠিন আযাব নিপতিত করবেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "শেষ জমানায় দাজ্জাল বের হয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বৎসর -বর্ণনাকারী সন্দিহান) অবস্থান করবে। অতঃপর মরিয়ম-তনয় ঈসাকে আল্লাহ প্রেরণ করবেন। দেখতে সে উরওয়া বিন মাসউদ সদৃশ হবে। সে দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা করবে। অতঃপর মানুষ সাত বৎসর প্রশান্তিতে জীবন যাপন করবেন। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। অতঃপর শামের দিক থেকে আল্লাহ পাক এক প্রকার সুবাতাস প্রেরণ করবেন, সকল মুমিনের রূহ সে কব্জা করে নেবে। অণু পরিমাণ ঈমান-ও যার অন্তরে আছে, তাকে-ও সে নিয়ে নেবে। মৃত্যু থেকে বাঁচতে কোন মুমিন যদি সেদিন পাহাড়ের গহীন গুহায় গিয়ে-ও আশ্রয় নেয়, সুবাতাস সেখানেও পৌঁছে যাবে। অতঃপর পৃথিবীতে শুধু অনিষ্টরা বেঁচে থাকবে, ভালমন্দ পার্থক্য করবে না। শয়তান তাদের মাঝে এসে বলবে- তোমরা কি আমার কথা শুনবে না!? তারা বলবে- আদেশ কর! শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার আদেশ করবে। এভাবে তারা স্বচ্ছল ও প্রশান্তিময় জীবন যাপন করতে থাকবে। আকস্মিক -শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। শুনা মাত্রই সকলে হেলে-দুলে মাটিতে

লুটিয়ে পড়বে। প্রথম যে শুনতে পাবে, সে নিজের উটের আস্তাবলে কর্মরত থাকবে। সে-ই প্রথম মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সকল মানুষ ধ্বংস হতে থাকবে।" *(মুসলিম)*

বৃহত্তম নিদর্শন (৯)

পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়

মহাকাশ ব্যবস্থাপনার আকস্মিক পরিবর্তন -কেয়ামত সন্নিকটে আসার বড় নিদর্শন।

প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে মানুষ পূর্ব-দিগন্তে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় থাকবে। কিন্তু পূর্বদিগন্তে নয়; পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হবে। তখন-ই তওবার দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

■ কোরআনে কারীমে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়ের আলোচনা

আল্লাহ পাক বলেন- "তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে। যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে দিনঃ তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরা পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।" *(সূরা আনআম-১৫৮)*

■ পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়ের ব্যাপারে হাদিস

● আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "তিনটি বৃহৎ নিদর্শন, প্রকাশ হলে -পূর্বে থেকে ঈমান না এনে থাকলে বা কোন সৎকর্ম না করে থাকলে কারো ঈমান তখন উপকারে আসবে নাঃ ১) পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় ২) দাজ্জাল ৩) অদ্ভুত প্রাণী।" *(মুসলিম)*

তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার তাৎপর্যঃ মানুষের ঈমান অনেকাংশেই অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হয়ে গেলে ঈমান তখন চাক্ষুষ হয়ে যাবে, সকলেই তখন কেয়ামতের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে। তখন আর ঈমান অদৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সমুদ্রের মাঝখানে ডুবে যাওয়ার প্রাক্কালে ফেরাউন-ও ঈমানের দাবী করেছিল। কিন্তু অগ্রাহ্য হয়েছে।

● আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হলে গেলে সকল মানুষ একবাক্যে ঈমান নিয়ে আসবে। কিন্তু পূর্ব থেকে ঈমান না এনে থাকলে কারো ঈমান সেদিন গ্রাহ্য হবে না। দুজন ব্যক্তি কাপড়ের দাম করতে থাকবে, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভাজ করার আগেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। উটের দুধ দোহন করে বাড়ী ফিরবে, পান করার আগেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। উটের আস্তাবলে খাবার দেবে, খাওয়া শুরুর পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। খাবারের গ্রাস মুখে উঠাবে, গলদ গড়নের পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে

যাবে।

● আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "তোমরা কি জান- সূর্য প্রতিদিন কোথায় গিয়ে থামে!? সবাই বলল- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই ভাল জানেন! বললেন- সূর্য চলতে থাকে, চলতে চলতে আরশের নিচে নিজ গন্তব্যে গিয়ে সেজদায় পড়ে যায়। এভাবে সেজদায় পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তাকে বলা হয়, উঠ! যে পথ দিয়ে এসেছিলে, সে পথ ধরে ফিরে যাও! অতঃপর সূর্য নিজ কক্ষপথ দিয়ে পুন-উদিত হয়। পরদিন আবার সূর্য নিজ গন্তব্যে গিয়ে সেজদায় পড়ে যায়। আবার তাকে নিজ কক্ষপথ ধরে ফিরে যেতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত একদিন তাকে বলা হবে, অস্তাচল দিয়ে উদিত হও! ফলে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে উদিত হয়ে যাবে। পূর্ব থেকে ঈমান না এনে থাকলে বা সৎকর্ম না করে থাকলে কারো ঈমান সেদিন উপকারে আসবে না।

● আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "সর্বপ্রথম পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয় হবে। পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে অদ্ভুত প্রাণী বের হবে। এতদুভয়ের একটা প্রকাশ হলে অপরটা কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ হয়ে যাবে।" *(মুসলিম)*

প্রশ্নঃ এখানে প্রথম নিদর্শন প্রভাতের সূর্যোদয় বলা হয়েছে। অথচ অন্যান্য হাদিসে দাজ্জাল এবং মাহদীকে প্রথম নিদর্শন আখ্যা দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব?

উত্তরঃ ইবনে হাজার রহ. বলেন- "কেয়ামতের নিদর্শন সম্বলিত সকল হাদিস সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল-ই কেয়ামতের সর্বপ্রথম বৃহৎ নিদর্শন। দাজ্জাল প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের সকল ব্যবস্থাপনা উলট-পালট হয়ে যাবে। ঈসা আ.-এর মৃত্যু পর্যন্ত এ পর্যায় অব্যাহত থাকবে। অপরদিকে আসমানী ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ঘটবে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে। কেয়ামত শুরু না হওয়া পর্যন্ত এ পর্যায় অব্যাহত থাকবে। যেদিন সকালে পশ্চিমে সূর্যোদয় হবে, সেদিন-ই পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহরে অদ্ভুত প্রাণী বের হবে। উপরের হাদিসে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী)

■ দ্রুত আমল করে নেয়ার তাগিদ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "ছয়টি বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পূর্বে-ই দ্রুত আমল করে নাও! ১) পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়। ২) ধূম্র ৩) দাজ্জাল ৪) অদ্ভুত প্রাণী ৫) মৃত্যু ৬) মহা প্রলয়।" *(মুসলিম)*

বৃহত্তম নিদর্শন (১০)

হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী অগ্নি

কেয়ামতের সর্বশেষ বৃহত্তম নিদর্শন হচ্ছে, ইয়েমেন থেকে উত্থিত বিশাল অগ্নি যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। হাশরের ময়দান হবে সম্পূর্ণ সাদা ও সমতল ভূমি। যেখানে উদ্ভিদ বলতে কিছু থাকবে না।

- কি রকম হবে এই আগুন?
- কিভাবে বের হবে?
- কোত্থেকে বের হবে?
- এরপর কি ঘটবে?

■ হাদিসে এর বিবরণঃ

হযরত হুযায়ফা রা. বলেনঃ আমরা পরস্পর আলাপ-রত ছিলাম, নবী করীম সা. এসে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে? সবাই বলল- কেয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবীজী বলতে লাগলেন- “কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বৃহৎ) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করঃ

১ ধোঁয়া (ধূম্র)
২ দাজ্জাল
৩ অদ্ভুত প্রাণী   পশ্চিম দিগন্তে প্রভাতের সূর্যোদয়
৫ মরিয়ম-তনয় ঈসা-র পৃথিবীতে প্রত্যাগমন
৬ ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব
তিনটি ভূমিধ্বস
৭ প্রাচ্যে ভূমিধ্বস
৮ পাশ্চাত্যে ভূমিধ্বস
৯ আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস
১০ সবশেষ ইয়েমেন থেকে উত্থিত হাশরের ময়দানের দিকে তাড়নাকারী বিশাল অগ্নি।” *(মুসলিম)*

অপর বর্ণনায়- “ইয়েমেনের -আদন- এলাকার গহ্বর থেকে উত্থিত অগ্নি, যা মানুষকে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে।” *(মুসলিম)*

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- “কেয়ামতের পূর্বক্ষণে -হাজরামাউত- থেকে একটি অগ্নি বের হবে, যা মানুষকে হাশরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন- তখন আমরা কি করব হে আল্লাহ রাসূল! বললেন- তোমরা শামে চলে যেয়ো!” *(মুসনাদে আহমদ)*

আনাছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- “একদা আব্দুল্লাহ বিন সালাম (ইসলাম-পূর্ব ইহুদী পণ্ডিত) মদিনায় নবীজীর আগমনী সংবাদ পেয়ে নবীজীর কাছে আসলেন। নবীজীকে বলতে লাগলেন- আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব, নবী ছাড়া যেগুলোর উত্তর কেউ জানে নাঃ

১) কেয়ামতের প্রথম সূচনা কি?
২) জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার কি?
৩) সন্তান কখনো পিতা সদৃশ, কখনো মাতা সদৃশ হয় -এর তাৎপর্য কি?

নবী করীম সা. উত্তরে বলতে লাগলেন- এই মাত্র জিবরীল আমাকে সব জানিয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বললেন- ইহুদীরা একে চির-শত্রু মনে করে। নবীজী বলতে লাগলেন- "কেয়ামতের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে সেই অগ্নি, যা মানুষকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে। জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার হচ্ছে মাছের কলিজার শ্রেষ্ঠাংশ। আর পুরুষ যখন নারীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, তখন যার বীর্য জরায়ুতে আগে গিয়ে পৌঁছে, সন্তান তার-ই সদৃশ হয়। পুরুষের বীর্য আগে পৌঁছলে পিতা সদৃশ হয়, নারীর বীর্য আগে পৌঁছলে মাতা সদৃশ হয়। তখন আব্দুল্লাহ বলে উঠল- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সত্যই আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল!!" *(বুখারী)*

এখানে কেয়ামতের নিদর্শন উদ্দেশ্য নয়; বরং কেয়ামতের সূচনা উদ্দেশ্য। মহা প্রলয়ের সূচনা হবে মহা অগ্নির মধ্য দিয়ে।

উল্লেখ্য- সপ্তম শতাব্দীতে মদিনার সন্নিকটে যে বিশাল অগ্নি প্রকাশিত হয়েছিল, এটি সে আগুন নয়।

■ যেভাবে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মানুষকে তিনভাবে তাড়ানো হবে। কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেতে থাকবে। কেউ বাধ্য হয়ে আগুন থেকে বাঁচার লক্ষে চলতে থাকবে। একটি উটের উপর দুজন, তিনজন, চারজন এমনকি দশজন করেও আরোহণ করবে। অপর দলকে আগুনে তাড়াবে, বিশ্রামের সময় আগুন থেমে যাবে, রাত্রিযাপন কালে আগুন-ও পাশে (থেমে) থাকবে। মানুষের সাথে সকাল-সন্ধ্যা যাপন করবে।" *(বুখারী)*

আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- "মানুষকে তিন দলে বিভক্ত করে হাশরের মাঠে আনা হবে। কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। কিছু বস্ত্রাবৃত হয়ে আসবে। আর কিছু বাহনে করে আসবে। একদল- পদব্রজে (দৌড়ে) আসবে। অপর দল- ফেরেশ্তাগণ চেহারায় ধরে টেনে নিয়ে আসবে।

এক ব্যক্তি বলল- মানুষ হেটে আসবে কেন? নবীজী বললেন- সেদিন কোন বাহন জন্তু থাকবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ সুন্দরতর বিশাল বাগানের বিনিময়ে ছোট্ট ও দুর্বল একটি গর্দভ কিনবে। কিন্তু তা আরোহণ উপযোগী হবে না। *(নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ)*

পরিশিষ্টি

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে।

পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে সরল ও সাবলীল উপস্থাপনা বহাল রাখতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি; আশা করি পেরেছি।

হৃদয়টা আনন্দে ভরে যেত, যদি পাঠক/পাঠিকা বইটি পড়ে ছোট্ট একটি বার্তার মাধ্যমে কোন মন্তব্য, সুপরামর্শ, দিকনির্দেশনা বা দোয়া লিখে পাঠিয়ে দিতেন। জীবনভর তার কাছে ঋণী থাকতাম। অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করতাম।

আল্লাহ সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করুন..!!

১১/১১/২০১১ ইং

অনুবাদক
উমাইর লুৎফুর রহমান

Email- kothamedia@yahoo.com

Facebook- Umair Lutfor Rahman

সূচীপত্র...

দ্বিতীয় ভাগঃ যে সকল নিদর্শন এখন পর্যন্ত ঘটেনি-

বৃহত্তম নিদর্শন (২)

বৃহত্তম নিদর্শন (৮)

বৃহত্তম নিদর্শন (৯)

বৃহত্তম নিদর্শন (১০)